Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

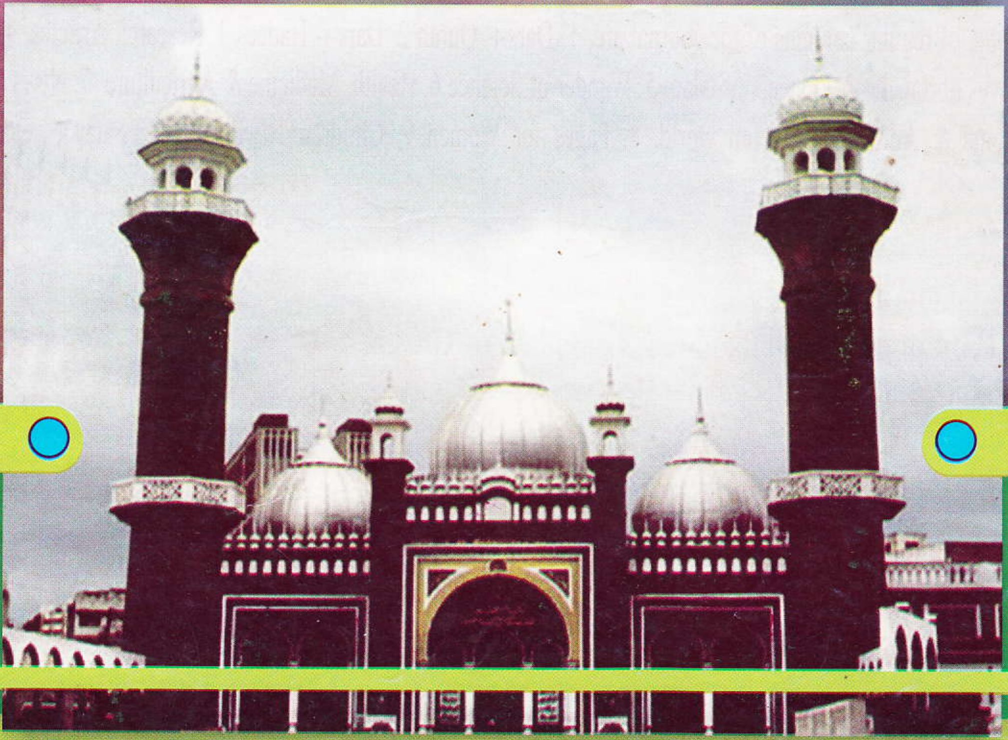

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدنى علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد:٧ عدد:١١، جمادى الثانية و رجب ١٤٢٥ھ/اغسطس ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ কেনিয়ার রাজধানী, নাইরোবীর একটি জামে মসজিদ।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	১১তম সংখ্যা
জুমাঃ ছানিয়া-রজব	১৪২৫ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪১১ বাং
আগস্ট	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাস্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ০২
- প্রবন্ধঃ
  - ইসলামের আলোকে স্ত্রীর উপার্জিত সম্পদ — ০৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - অসীম সত্তার আহ্বান *-রফীক আহমাদ* — ০৭
  - ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি — ১২
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - প্রসঙ্গঃ মৌলবাদ *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* — ১৫
  - মুসলিম জাতীয়তা বিকাশে নজরুল — ১৬
    -শামসুল হুদা ফয়সল
- অর্থনীতির পাতাঃ — ১৮
  - অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের ভূমিকা *-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*
- নবীনদের পাতাঃ — ২২
  - বিজ্ঞানের ভাবনায় মি'রাজ *- আল-বারাদী*
- দিশারীঃ — ২৪
  - কতিপয় ভ্রান্ত লেখনীর জবাব (২য় কিস্তি)
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ — ২৭
  - সাড়ে তিন হাত মাটি *- এম, রফীক*
- ক্ষেত-খামারঃ — ২৭
  - * আমড়ার পুষ্টিগুণ * কামরাঙ্গার পুষ্টিগুণ
- চিকিৎসা জগৎঃ — ২৮
  - চোখের ছানি *-ডাঃ মুহিবুর রহমান*
  - বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে সতর্কতা *-আত-তাহরীক ডেস্ক*
- কবিতাঃ — ২৯
  (১) পৃথিবী বদলে গেছে (২) আত-তাহরীক (৩) আল্লাহ্‌র ক্ষমতা (৪) মহাপ্রাণ
- মহিলাদের পাতাঃ — ৩০
  - সন্তান প্রতিপালনঃ শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি (২য় কিস্তি)
    - শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন
- সোনামণিদের পাতাঃ — ৩৩
- স্বদেশ-বিদেশ — ৩৪
- মুসলিম জাহান — ৩৯
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪০
- সংগঠন সংবাদ — ৪১
- পাঠকের মতামত — ৪৫
- প্রশ্নোত্তর — ৪৭

Contents

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগষ্ট ২০০৪

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী পরিকল্পনা আবশ্যক

১৯৮৮ ও ১৯৯৮-এর দেশব্যাপী প্রলয়ংকরী বন্যার অর্ধযুগ পরে ২০০৪ সালে আবারো বন্যা এলো। এর মধ্যে ২০০১ সালে সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা সহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি যেলা মারাত্মক বন্যায় দেড় মাস ডুবে ছিল। ১৯৮৮-এর বন্যা আড়াই মাস স্থায়ী ছিল। আক্রান্ত হয়েছিল ৩৭টি যেলা। এবারের বন্যা এক মাস অতিক্রম করল। আক্রান্ত হয়েছে ৫১টি যেলা। দেশের দুই তৃতীয়াংশ বন্যাপ্লাবিত হয়েছে। ৪ঠা আগষ্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত সরকারী হিসাব মতে এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাযার ৫০৪ জন মানুষ বন্যায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারা গেছে ৬৪০ জন। গবাদি পশু মারা গেছে ২০,৮০৫টি। ২৫ লাখ ৪১ হাযার ২৪৬ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনষ্ট হয়েছে। ৪০ লাখ ২৪ হাযার ৬৬৪টি বাড়ী আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। ৫৬ হাযার ৯৪১ কিঃ মিঃ রাস্তা ধ্বংস হয়েছে এবং ৫৩৩৮টি ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়েছে। ভেড়ি বাঁধ ধ্বংস হয়েছে ৩০১৬ কিঃ মিঃ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে ২৪,৩০৪টি। টাকার অংকে এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব মতে ৪২ হাযার কোটি টাকা বলা হলেও এই অংক আরও বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সাড়ে তিন কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ দেড় কোটি লোককে আগামী এক বছর রিলিফ দিয়ে যেতে হবে। আগামী সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে আবারও একটি বন্যার আশংকা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন। বিগত ৪৫ বছরে ১৫টি ব্যাপক বিধ্বংসী বন্যা হ'ল। শোনা যাচ্ছে, এখন থেকে নাকি শুকনা মওসুমেও বন্যা হবে। প্রশ্ন হ'লঃ তাহ'লে এখন থেকে কি আমরা এভাবে ডুবতেই থাকব, আর মরতেই থাকব? এর কি কোন সমাধান নেই?

<u>বন্যার কারণঃ</u> বাংলাদেশ নীচু ও ভাটির দেশ হওয়ার কারণে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম তিনদিকের উঁচু ও উজানের দেশ নেপাল ও তিব্বত থেকে ভারতের উপর দিয়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা সহ ৫৪টি নদীর বিপুল পানিরাশি বাংলাদেশের বুক চিরে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পতিত হয়। '৭৪-৭৫ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, বন্যার সময় শুধু পদ্মা ও যমুনা বেসিন দিয়েই প্রতি সেকেণ্ডে ১ কোটি ৫০ লাখ কিউবিক একর পানি বয়ে যায়। এই বিপুল পানি ধারণ করার মত ক্ষমতা আমাদের নদ-নদীগুলির পূর্বেও ছিল না, আর এখনতো প্রশ্নই ওঠেনা। বর্তমানে বিশেষ করে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের ছোট-বড় ৩০০০ নদীর মধ্যে ৫০০ নদী মরে গেছে। বাকীগুলো মরার অপেক্ষায় রয়েছে। স্রোতের অভাবে অধিকাংশ নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। ফলে উজান থেকে আসা পানিরাশি ধারণের ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। এরপরে যদি ভারত বিগত বাজপেয়ী সরকারের গৃহীত 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করে এবং ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা সহ বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়ে সব পানি তাদের দেশে আটকে দেয় ও বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তো উজানের দেশটি খুব সহজে আমাদেরকে ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারতে পারবে। যার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

<u>বন্যা নিয়ন্ত্রণঃ</u> উঁচু দেশের পানি নীচু দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক স্রোতধারায় যখন বাধা সৃষ্টি করা হয় অথবা ধারণ ক্ষমতার বেশী পানি প্রবাহিত হয়, তখনই বন্যা দেখা দেয়। আর অতিরিক্ত পানি আসে অতিবৃষ্টির কারণে অথবা হিমালয় থেকে অতিরিক্ত বরফ গলার কারণে। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে বন্যার ব্যাপকতা বাড়তে থাকে। মেজর রেনেলের ম্যাপ থেকে সূত্র গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক পরিসংখ্যানবিদ ডঃ আবদুস সাত্তার প্রমাণ করেন যে, উল্লেখিত সময় পর্যন্ত পদ্মা ও যমুনা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে প্রবাহিত হ'ত। সেকারণ তখন বন্যার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু ঐ সময় সংঘটিত একটি ভূমিকম্পের কারণে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মা ও যমুনা মিলে যাওয়ার ফলে গোটা দেশের পানি পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উক্ত বৃহৎ নদী দু'টির গতিপথকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি তখন গঙ্গা বাঁধের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের নিকটে তিনি এ প্রস্তাব পেশ করেন। সরকার প্রস্তাবটি জাতিসংঘে উত্থাপণ করে। জাতিসংঘ প্রস্তাবটি পসন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত সেদিকে না গিয়ে তারা WAPDA চালু করে, যা দেশের সর্বত্র বাঁধ দিয়ে কেবল পানি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং নদী-নালা সব মজিয়ে দেয়। ডঃ আব্দুস সাত্তার শুরুতেই এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, শুধু বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। বরং পানি নিষ্কাশনের গতি সহজ করার মাধ্যমেই কেবল বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দেখা গেল, এখন নদীতে পানির অভাবে ওয়াপদার কাজকর্মই শেষ হয়ে গেছে। পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে আইয়ূব খান গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের জন্য ৮৬ কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তখন তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে কিংবা ফুরানো হয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে আমাদের <u>১নং পরামর্শ হ'লঃ</u> সেদিনের ৮৬ কোটির স্থলে তার শতগুণ বেশী টাকা খরচ করে হ'লেও গঙ্গা বাঁধ দিয়ে পদ্মা ও যমুনার স্রোত পৃথক করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই হ'ল বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী সমাধান।

আমাদের **<u>২য় পরামর্শ হ'লঃ</u>** চীন সরকারকে অনুরোধ করা এই মর্মে যে, তারা যেন তিব্বতের সাং-পো নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন। কেননা ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস স্থল হ'ল তিব্বতের উক্ত নদী, যা তিব্বতের মধ্যেই ১৪৪৩ কিঃ মিঃ প্রবাহিত এবং যমুনা নদী মূলতঃ ব্রহ্মপুত্রেরই স্রোতধারা। <u>৩য়ঃ</u> ভারত ও নেপাল সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে উজানে জলাধার সৃষ্টি করা এবং সেখান থেকে তিন দেশের সমন্বিত তদারকিতে সুষ্ঠু পানি পরিকল্পনা গ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, ফারাক্কা বেঁধে ভারত যে লাভবান হতে চেয়েছিল, এখন তা তাদের লোকসানের খাতে চলে গেছে। পঃ বঙ্গের নদী-নালা মজে গেছে। ফলে বন্যায় ও খরায় তারাও আমাদের মত ডুবছে ও শুকাচ্ছে। সম্ভবতঃ এতদিনে তাদের হুঁশ ফিরেছে এবং হয়তবা সেকারণেই গত ২৯ জুলাই ব্যাংককে অনুষ্ঠিত Bay of Bengal Initiatives Multi Sectoral Tecnical & Economic Co-operation সংক্ষেপে 'বিমসটেক' (BIMSTEC) সম্মেলনে ভারত আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় সম্মত হয়েছে। <u>৪র্থঃ</u> শহর-গ্রাম ও খাল-বিলের যাবতীয় ভরাট কাজ বন্ধ করা হৌক। বিশেষ করে ঢাকা ও অন্যান্য মহানগরীর আশপাশের পানির উৎসগুলির নাব্যতা অক্ষুণ্ন রাখা হৌক। প্রেসিডেন্ট যিয়াউর রহমানের স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটা কর্মসূচী পুনরায় চালু করা হৌক। <u>৫মঃ</u> রেল ও সড়ক পথসমূহ উঁচু করা হৌক ও সেখানে দীর্ঘ ব্রীজ ও কালভার্টসমূহ নির্মাণ করা হৌক। মাছের ঘেরের ভেড়িগুলি পরিকল্পিতভাবে হৌক, যাতে পানি প্রবাহে কোনরূপ বাঁধা সৃষ্টি না হয়। <u>৬ষ্ঠঃ</u> হিমালয়ের ঢালুতে দুবৃত্তরা বনাঞ্চল উজাড় করে দিচ্ছে। ফলে গাছের শিকড়ের সাহায্যে যত পানি নীচে শোষিত হ'ত, তা এখন হচ্ছে না। ঐ পানি বন্যা আকারে ভাটিতে ধেয়ে আসছে। এদিকে বাংলাদেশী দুবৃত্তরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের গাছ কেটে সাবাড় করে দিচ্ছে। ফলে যেমন পাহাড় ভাঙছে ও পাহাড়িয়া ঢল বাড়ছে, তেমনি সুন্দরবনের মাটি ভাঙছে ও ঝড় ধেয়ে আসছে বিনা বাধায়। ওদিকে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমে গ্রাস করছে তামাম ফসলী জমিকে। তাই যেকোন মূল্যে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। <u>৭মঃ</u> হিমালয় শীর্ষে জমে থাকা বরফমালার উপরে বিমান থেকে রাসায়নিক পদার্থ ফেলে বরফ গলার পরিমাণ ইচ্ছামত কমবেশী করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সাধারণতঃ প্রতি ১১ বছর অন্তর পৃথিবীতে পতিত অধিক সূর্যতাপে হিমালয়ের বরফ গলার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উক্ত পর্বতমালা এখন ভারত ও চীনের দখলে। তাই উক্ত দুই দেশের সম্মতি ও সহযোগিতা আবশ্যক।

পরিশেষে বলব, হিংসা ও জিঘাংসার রাজনীতি পরিহার করতে হবে এবং চীন ও তিব্বতকে সাথে নিয়ে ভারত ও নেপালের সহযোগিতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এটা উপমহাদেশের সকল দেশের স্বার্থেই যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১১)*। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন! (স.স)।

প্রবন্ধ

ইসলামের আলোকে স্ত্রীর উপার্জিত সম্পদ

*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে মানবজাতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জানা মতে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র মননশীল প্রাণী। পরিকল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল কাজে লাগিয়ে কিছু একটা উদ্ভাবন ও তা মানব কল্যাণে লাগিয়ে অর্থাগমের ব্যবস্থা একমাত্র মানুষই করতে পারে। এই মানুষের মাঝে রয়েছে নারী ও পুরুষের ন্যায় দু'টি ভিন্ন লিঙ্গ। ভিন্ন লিঙ্গের দু'টি মানবের মিথুন তথা জৈবিক চাহিদা পূরণের ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে আইনসঙ্গত রূপই বিবাহ। বিবাহ পরিবার গঠনের বিশ্বজনীন একমাত্র স্বীকৃত মাধ্যম।

পরিবারে নারী পুরুষ একে অপরের শত্রু নয়, বরং পরিপূরক। দু'টি মিলেই মানুষ পূর্ণতা পায়।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً-

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রভুকে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন মানব হ'তে। (প্রথমে) তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেন, অতঃপর দু'জন থেকে বহু নারী-পুরুষের বিস্তার ঘটান (আর এ প্রক্রিয়া ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলমান) *(নিসা ১)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثَى،

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি' *(হুজুরাত ১৩)*।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ-

'নারীরা তোমাদের আবরণ, আর তোমরা (পুরুষরা) তাদের আবরণ' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ-

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু' *(তওবা ৭১)*।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ-

'পুরুষ নারীর নিকট যতখানি অধিকার পাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে নারীও পুরুষের নিকট ততখানি অধিকার পাবে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

পৃথিবীতে মানবধারা অব্যাহত রাখতে নারী-পুরুষের সমান গুরুত্ব রয়েছে। তাই ইসলাম পুরুষকে নারীর প্রভু এবং নারীকে পুরুষের দাসী হিসাবে দেখেনি।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যদিও পুরুষের কাঁধে ন্যস্ত তবে তা নিতান্তই নৈতিক ও বিধানিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই। একটি পরিবারে একজন পুরুষের অধীনে নারীদের ন্যায় অনেক পুরুষও থাকতে পারে। তাতে কিন্তু ঐ পুরুষগুলি সবাই প্রভু কিংবা দাসে পরিণত হয় না। বরং পরিবারের সদস্য হিসাবে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে। তেমনি নারীরাও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে সমান অধিকার ভোগ করবে।

অধ্যাপক লাস্কি বলেন, 'অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সেসকল সুযোগ সুবিধা, যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় না'।[১] এসব অধিকার যেমন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হ'তে হয় তেমনি দ্বীন-ধর্ম দ্বারাও স্বীকৃত হ'তে হয়।

অনেকে ভাবেন, সমানাধিকার বলতে পুরুষের যা পাওয়া ও করার অধিকার আছে নারীরও তাই পাওয়া ও করার অধিকারকে বোঝায়। আপাতঃদৃষ্টিতে এমনটি মনে হ'লেও বিষয়টি তেমন নয়; বরং প্রত্যেকের প্রকৃতি, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অনুসারে অধিকার বিভাজিত হ'তে পারে। যেমন একজন প্রাপ্ত বয়স্কও মানুষ, আবার শিশুও মানুষ; কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ককে এমন অনেক অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা কোন শিশুকে দেওয়া হয়নি।

পাশ্চাত্যের ধনী ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রগুলি আমাদের মত দেশগুলিতে নারী-পুরুষের মারাত্মক বৈষম্যের জিগির তুলে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেয় এবং এসব দেশেও নারীবাদীরা আন্দোলন-বিক্ষোভ করে। তাদের কাছে বিনীতভাবে প্রশ্ন তোলা যায়, নারী-পুরুষের তথাকথিত বৈষম্য, অপমান ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায় ধনী-দরিদ্রের প্রকট বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে ধনীদেশগুলির পুঞ্জীভূত সম্পদের পাহাড়ে দরিদ্র দেশগুলির ভুখা-নাঙ্গা মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তারা রাযী আছে কি? কিংবা মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে তাদের উৎপাদিত পন্যের যে ফ্রি লাইসেন্স তারা দরিদ্র দেশগুলি থেকে লাভ করছে এই অর্থনীতির নামেই তারা কী দরিদ্র দেশগুলি থেকে তাদের কর্মবাজারে দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রবেশের অবাধ সুযোগ দিবে? বর্তমানে তারা তা দিচ্ছে না, ভবিষ্যতেও কোনদিন দিবে না। এভাবে ধনী-গরীবের বৈষম্যের অবসান ঘটলে তাদের শোষণের সিংহাসন টলে যাবে। সুতরাং তা হ'তে পারে না।

* *কামিল (হাদীছ), এম,এ, বিএড; সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *সামাজিক বিজ্ঞান ৯ম-১০ম শ্রেণী, (ঢাকাঃ নভেম্বর ২০০১ জাশিপাবো), পৃঃ ১৯২।*

অথচ মানবাধিকারের জন্য যাদের আত্মা কাঁদে (?) যারা অর্থ ও বিলাসিতার উপাচারের মানদণ্ডে জীবনকে পরিমাপ করেন তারা নারীর বঞ্চনা নিয়ে যদি এত সোচ্চার হ'তে পারেন এবং অনুন্নত দেশগুলিকে তাদের ফরমূলা গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন, তাহ'লে দরিদ্রের বঞ্চনা নিরসনে তারা উপরের দু'টি কাজ কেন করতে পারবেন না? সেটাই তো বরং বড় মানবাধিকার। ইসলাম তো ধনীর সম্পদে গরীবের নির্দিষ্ট হক থাকার কথা জোরে শোরে বলেছে। সেটা কেন গৃহীত হবে না? সুতরাং তারা স্বীকার করবেন যে, সমানাধিকার মানে সব কিছুতেই সকলকে সমান করে ফেলা নয়। বরং দ্বীন ও রাষ্ট্র তাদের কাঠামোর মধ্যে রেখে প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে যেভাবে অধিকার নিশ্চিত করবে সেভাবে অধিকার ভোগ করতে পারাই সমানাধিকার। এ জন্যই যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হ'তে পারে না। অথচ সেও তো মার্কিন নাগরিক। সমানাধিকার মানে সবাই সব কিছু হ'তে পারবে বা করতে পারবে হ'লে তারও তো প্রেসিডেন্ট হওয়ার অধিকার থাকা উচিৎ। ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকারও ইসলামের মূল সূত্র কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে দেখতে হবে। মুসলিম হিসাবে প্রত্যেকের তা মেনে চলার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এদেশে তা খুব কমই মানা হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম ঈমান, ইবাদত, পারস্পরিক কারবার ইত্যাদির ন্যায় নারী ও পুরুষকে দু'টি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসাবে গণ্য করেছে। পুরুষকে দেওয়া হয়েছে পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ-

'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

যদিও পরিবারের ভরণ-পোষণের একচেটিয়া দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পিত তবুও ইসলাম পুরুষকে তার দায়িত্ব পালনে পরিবারস্থ নারীদের সম্পদে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়নি। হ্যাঁ, তারা যদি স্বেচ্ছায় পরিবারের জন্য কিছু ব্যয় করে তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

আমাদের দেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় নারীরা পিতৃগৃহে যেমন স্বামীগৃহে এসেও তেমনি সংসারে উদয়-অস্ত খাটে। তাদের হাতে নগদ টাকা পয়সা যেমন থাকে না, মাঠেও তেমনি তাদের নামে জমি-যিরাত দেওয়া হয় না। ইসলাম তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পদের মালিক করলেও অধিকাংশ মহিলা তা ভোগদখল করতে পারে না। নামমাত্র মূল্যে তা বিক্রয় করে লব্ধ অর্থ স্বামী-পুত্রদের হাতে তুলে দিতে দেখা যায়। অনেকে তা মোটেও গ্রহণ করেন না। এমনকি গৃহে তারা যে হাঁস-মুরগী, ছাগল-গরু ইত্যাদি পালন করে, শাক-শব্জি এটা ওটা জন্মায় তার থেকেও দু'এক টাকা নিজেদের নামে জমাতে দেখা যায় না। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে, এতে বাংলার নারীরা খুব অতৃপ্ত কিংবা তাদের গৃহে সুখ নেই। বাস্তব অবস্থা যা সেটাই বলছি।

অধুনা নারীরা লেখাপড়া শিখছে, অফিস-আদালত, কল-কারখানায়, মাঠে-ঘাটে কাজ করছে সেই সুবাদে অর্থও উপার্জন করছে। প্রশ্ন উঠছে এই অর্থের মালিক কে হবে, খরচ কে করবে, কোথায় করবে, পরিবারের কর্তা হিসাবে পুরুষের হাতে তাকে সমুদয় অর্থ তুলে দিতে হবে কি-না?

এসব প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে আমাদের দেখতে হবে, ইসলাম নারীকে অর্থের মালিক হওয়ার ও তা ব্যয় করার সুযোগ কতটুকু দিয়েছে, কিংবা আদৌ দেয়নি।

কুরআন-হাদীছ দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম নারীকে মালিকানা লাভের বহুমাত্রিক সুযোগ প্রদান করেছে। আর যেখানে তারা সম্পদের অধিকারী সেখানে তারা তা বৈধ পথে ব্যয় করারও অধিকারী। মালিকানা লাভের কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হ'ল।-

উপার্জন সূত্রে মালিকানাঃ

নারীরা যাবতীয় বৈধ পন্থায় শরী'আতের নির্দেশ মেনে উপার্জনের অধিকার রাখে। বৈধ কাজের সংখ্যা দু'একটি নয় যে, তা গুনে দেখা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ তারা শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ধাত্রীপনা, সেবিকাগিরি, শিশু পালন, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, দর্জীর কাজ, বাড়ির আঙিনায় শাক-সব্জি চাষ, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন ইত্যাদি করতে পারে। এগুলি থেকে উপার্জিত অর্থ তারাই পাবে। আল্লাহ বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ-

'পুরুষের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ এবং নারীর জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ' *(নিসা ৩২)*।

আমাদের মা খাদীজা (রাঃ) সেই জাহেলী যুগে মুযারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করতেন। মহানবী (ছাঃ)ও বিবাহ পূর্বকালে একবার তাঁর কারবারে মুযারাবা পদ্ধতিতে অংশ নিয়েছিলেন।[২]

উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানাঃ

পুরুষের ন্যায় নারীরাও মাতা, পিতা, দাদা, ভাই, স্বামী, ছেলে, মেয়ে, বোন প্রমুখের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদে অংশীদার হবে।

আল-কুরআনে সূরা নিসার ৭, ১১, ১২, ১৩, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এখানে ৭ নং আয়াতটি তুলে ধরা হ'ল।- আল্লাহ বলেন,

২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ (মিছরঃ মাকতাবাতু দারিত্তুরাছ, ২২, শারে আলজামহুরিয়া), 'মুদারাবা' অধ্যায়, ৩/২১২ পৃঃ।*

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا-

'মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যাবে তাতে পুরুষের অংশ রয়েছে, অনুরূপভাবে মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যাবে তাতে নারীরও অংশ রয়েছে। রেখে যাওয়া জিনিস কম হৌক বা বেশী হৌক, অংশ তাতে অবধারিত' *(নিসা ৭)*।

দেখুন, কম-বেশী সকল সম্পদে পুরুষের ন্যায় নারীকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। সুতরাং এ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ নারী নিজে ভোগদখল করতে পারবে।

মোহরানা সূত্রে মালিকানাঃ

কোন পুরুষ যখন একজন নারীকে বিবাহ করে তখন শরী'আতের বিধান অনুসারেই মহর দিতে হয়। আল্লাহ বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً،

'তোমরা (তোমাদের) স্ত্রীদের মহর স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রদান কর' *(নিসা ৪)*।

فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَٰتٍ-

'সুতরাং তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ কর এবং স্ত্রী হিসাবে তাদের ন্যায়সঙ্গতভাবে মহর প্রদান কর' *(নিসা ২৫)*।

মহরের এই অর্থ একান্তই স্ত্রীর প্রাপ্য। এটা কোনক্রমেই স্ত্রীর পিতা, ভাই পাবে না, আবার স্বামীপক্ষও পাবে না। সাইয়েদ সাবেক্ব (রহঃ) বলেছেন,

فَرَضَ لَهَا الْمَهْرَ وَجَعَلَهُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ لَهَا وَلَيْسَ لِأَبِيْهَا وَلَا لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِّنْهَا إِلَّا فِي حَالِ الرِّضَا وَالْاخْتِيَارِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا-

أَيْ وَآتُوا النِّسَاءَ مُهُوْرَهُنَّ عَطَاءً مَفْرُوْضًا لَايَقَابِلُهُ عِوَضٌ- فَإِنْ أَعْطَيْنَ شَيْئًا مِّنَ الْمَهْرِ بَعْدَمَا مَلَكْنَ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ وَلَاحَيَاءٍ وَلَا خَدِيْعَةٍ فَخُذُوْهُ سَائِغًا لَاغُصَّةَ فِيْهِ وَلَا إِثْمَ مَعَهُ فَإِذَا أَعْطَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ مَّالِهَا حَيَاءً أَوْخَوْفًا أَوْخَدِيْعَةً فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهُ-

'স্ত্রীর জন্য ইসলাম মহর ধার্য করেছে। এটা স্বামীর নিকট স্ত্রীর বিবাহসূত্রে পাওনা। স্ত্রীর পিতা কিংবা কোন নিকট আত্মীয় স্ত্রীর ইচ্ছা ও সম্মতি ব্যতীত তাতে ভাগ বসানোর কোনই অধিকার রাখে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের মহর স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রদান কর। যদি তারা তার থেকে কিছু খুশী মনে তোমাদের দেয় তবে তা আনন্দিত মনে খাও'। আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, তোমরা স্ত্রীদের নির্ধারিত মহর দিয়ে দাও। তার কোন বিনিময় নিও না। তারা সেই মহরের মালিক হওয়ার পর কিছু অংশ কোন জবরদস্তি, লজ্জাসংকোচ কিংবা প্রতারণার সম্মুখীন না হয়ে এমনিতেই তোমাদের দেয় তাহ'লে তা মজা করে খাও। তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু স্ত্রী যদি তার অর্থ হ'তে লজ্জাসংকোচ, ভয়ভীতি কিংবা ধোঁকার সম্মুখীন হয়ে স্বামীকে কিছু প্রদান করে তবে তা নেওয়া হালাল হবে না।[৩]

আমাদের দেশে কিন্তু ধনী গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গেঁয়ো ইত্যাকার অধিকাংশ লোকই স্ত্রীর মোহরানা আদায় করে না। ফলে স্ত্রী বেচারা এ বাবদ একটা টাকাও পায় না। উপরন্তু তাকে যৌতুকের ঘানি টানতে হয়। এ দোষ তো আর ইসলামের দেওয়া চলে না!

স্বামী প্রদত্ত সম্পদ সূত্রে মালিকানাঃ

বিবাহ বলবৎ থাকাকালে স্বামী তার স্ত্রীকে খোরপোশসহ অন্য যা কিছু প্রদান করবে তার মালিকানা স্ত্রীরই হবে। স্ত্রী সেসব কিছু নিজের নিকট জমিয়ে রাখতে পারবে। কোন কারণবশতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও সেসব কিছু স্বামী ফেরৎ নিতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا- أَتَأْخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا وَّ إِثْمًا مُّبِيْنًا-

'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, আর ঐ একজনকে অঢেল সম্পদ দিয়ে থাক তবে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। তোমরা কি তা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপ বিবেচনায় গ্রহণ করবে'? *(নিসা ২০)*।

হানাফী মাযহাবে দান করার পর সে দান দাতা ফেরৎ নিতে পারে বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও কয়েকটি ক্ষেত্রে দান ফেরৎ নেওয়ার অবকাশ নেই বলা হয়েছে। তবে দান করার পর দাতা সে দান ফেরৎ নিতে পারে না বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে।[৪] তন্মধ্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ সম্পদ অন্যতম।[৫]

৩. *ফিক্বহুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল আরাবি, ৮ম সংস্করণ), ১৯৮৭; 'মহর' অধ্যায় ২/১৪২, ১৪৩ পৃঃ।*

৪. *আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০২১)।*

৫. *তানযীমুল আশ্‌তাত, (দেওবন্দঃ ইছলাহী কুতুবখানা ১৯৮২), ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৮১।*

বুঝা গেল, স্ত্রী স্বামী প্রদত্ত অর্থ-বিত্তের মালিকানা লাভ করবে।

পিতা-মাতা প্রদত্ত জিনিসসূত্রে মালিকানাঃ

মাতা-পিতা যে কেউ তাদের সন্তানদের ন্যায়সঙ্গতভাবে যেকোন কিছু দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মেয়ে বা ছেলের কোন তারতম্য নেই। তারা এভাবে যাই দেবে তাতে মেয়েদে‹ মালিকানা সাব্যস্ত হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ، وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ إِتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، وَفِى رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ بَلَى، قَالَ فَلاَ إِذَنْ–

'নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন। অতঃপর বলেন যে, আমি আমার এই পুত্রকে আমার একটি ক্রীতদাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শুনে বললেন, তোমার সব সন্তানকেই কি তুমি এভাবে দিয়েছ? তিনি বললেন, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাহ'লে তাকে ফেরৎ নাও'। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের প্রতি সুবিচার কর। মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা সবাই তোমার সাথে একই রকম সদাচার করুক- তাতে কি তুমি খুশী? তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তো এ দান হ'তে পারে না'।[৬]

শারঈ কোন ভিন্নতর পরিস্থিতি বা ওযর না দেখা দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়ে ছেলে কারও মধ্যে বৈষম্য করার সুযোগ পর্যন্ত ইসলাম দেয়নি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِى الْعَطِيَّةِ وَلَوْكُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ،

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন সামগ্রী দেওয়ার বেলায় তাদের মধ্যে সমতা বিধান কর। আর আমি যদি কাউকে প্রাধান্য বা বেশী দিতাম তাহ'লে নারীদেরই দিতাম'।[৭]

উদ্ধৃত হাদীছ দু'টি হ'তে বুঝা যায়, সন্তান ছেলে হৌক আর মেয়ে হৌক স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কিছু দেওয়ার বেলায় সবাইকে সমতা রেখে দিতে হবে।

অবশ্য 'সমতা বিধান' বলতে এখানে নারী ও পুরুষ উভয়কে একই হারে প্রদান করা বুঝানো হয়েছে। হাদীছের বাহ্যিক দিক এ কথারই প্রতিধ্বনি করছে। যদিও কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে ফতহুল বারীতে আলোচনা রয়েছে। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িমও যথার্থ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।[৮]

ইমামদের কথা প্রসঙ্গক্রমে এখানে এসে গেল। কম-বেশী যাই হোক সকল ইমাম কিন্তু এতে একমত যে, মেয়ে সন্তানদের তাদের মাতা-পিতা কিছু দিলে তারা তার মালিক হবে। আর আমাদের বক্তব্য হ'ল, তাদের মালিকানা প্রমাণ করা। উক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও উপহার, অছিয়ত, দান, হিবা ইত্যাদি সূত্রেও নারীরা সম্পদের মালিক হ'তে পারে। কেননা এগুলির মালিকানা সংক্রান্ত ইসলামের দলীল-প্রমাণাদিতে শরী'আতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন প্রভেদ আঁকা হয়নি।

[চলবে]

---

৬. বুলূগুল মারাম (ইণ্ডিয়াঃ মজীদী প্রেস ১৯২৫ খৃঃ), পৃঃ ৮৬।

৭. তাবারাণী, বায়হাক্বী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী গ্রন্থে বলেন সনদ হাসান, দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৯৩ পৃঃ (প্রাগুক্ত)।

৮. আলোচনা দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৯৩ পৃঃ।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(ইস্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

অসীম সত্তার আহ্বান

*রফীক আহমাদ**

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় মহাসত্য, মহাপবিত্র ও মহাউন্নত সত্তা। তাঁর মহিমান্বিত, মহাগৌরবান্বিত সত্তার রূপের, গুণের, জ্ঞানের ও মহিমার বর্ণনা করা অকল্পনীয় ও দুর্বোধ্য বিষয়। তিনি ঊর্ধ্বজগতের সর্বঊর্ধ্বে, জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ এক সম্মানিত আসনে সমাসীন আছেন। তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও দৃশ্য-অদৃশ্য সমগ্র জগতের একমাত্র বাদশাহ, মহাপরিচালক, মহানিয়ন্ত্রক ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তাঁর রাজত্বের আয়তন ও পরিসীমা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। তিনি এককভাবে সবকিছু পরিচালনা করেন। তাঁর কোন অংশীদার নেই, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কোন সাহায্যকারী নেই, কোন পরামর্শদাতা নেই, কোন সুপারিশকারী নেই, নেই কোন নিরাপত্তাবাহিনী। আছে শুধু তাঁর প্রশংসা, মহিমা, গরিমা, সম্মান, মহত্ত্ব, মর্যাদা, সৌন্দর্য, সুখ্যাতি, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদির মত অগণিত গুণাবলীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইবাদত ও তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতামণ্ডলী।

অতঃপর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর অসীম রাজত্বের লীলাভূমিতে এক বিশেষ রহস্যহেতু অসীম কুদরতের নমুনা স্বরূপ এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হওয়ায় মানব জাতির উপর যে অপরিসীম গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, তা একান্তই অকৃত্রিমভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে এর গুরুভার হাল্কা করার প্রয়াসে এবং যাবতীয় সমস্যা সমাধানকল্পে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু অতি বুদ্ধির কারণে অধিকাংশ মানুষ নবী-রাসূলগণের আদর্শ অবহেলা, অগ্রাহ্য ও অমান্য করে চলতে থাকে যুগের পর যুগ। এভাবে খতিয়ানভুক্ত হয় হাযার হাযার বছরের পুঞ্জিভূত ও তিক্ত ইতিহাস।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সমাপ্তি অধ্যায়ের প্রায় সূচনালগ্নে এমন এক সময়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন যখন সমগ্র আরবের পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রায় বিলুপ্ত হ'তে চলেছিল। সমগ্র আরব তখন পৌত্তলিকতা, বর্বরতা, প্রতিহিংসা, ঝগড়া-বিবাদ, মদ্যপান ও নানাবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্র অসীম ও অপার অনুগ্রহে পিতৃহারা ও মাতৃহারা ইয়াতীম বালক মুহাম্মাদ (ছাঃ) অসাধারণ সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, মহানুভবতা ও অপূর্ব মানবতা দিয়ে সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবেলা করেন। মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনমনে সত্যের অনুকূলে এক নবতর আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং কিশোর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ সময় তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভ্রান্ত মতপার্থক্য, কলহ-বিবাদ, বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মত স্পর্শকাতর সমস্যার সমাধানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে প্রাথমিক পর্যায়ে কৃতকার্য হন। অতঃপর পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে বিপুলায়তনের নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মহান স্রষ্টার প্রতি চিন্তা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এতে মক্কার প্রায় অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাঁকে নানা প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় একমাত্র একক সৃষ্টিকর্তার সত্তার বাস্তব সন্ধান প্রত্যক্ষ করেন এবং এ অভিযানে আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এমন এক পরিস্থিতিতে তাঁর নিকটে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 'অহি' বা প্রত্যাদেশ হয়। আরবের প্রকৃত জ্ঞানী ও চিন্তাশীলগণ একে স্বাগত জানায়, অপরপক্ষে পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারী ও বিদ্বেষপরায়ণরা একে মিথ্যা ও যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে। বস্তুতঃপক্ষে পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ বহু সংখ্যক কিতাব বা গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বশেষ কিতাবই হ'ল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা বিশ্বে, বিশ্ব কিতাব মহলে শীর্ষস্থানে শীর্ষসম্মানে অধিষ্ঠিত।

অতঃপর এর ধারক ও বাহক মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও সমগ্র বিশ্ব মানবমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী উপাধিতে ভূষিত। এমনকি বহমান অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)ই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক সহ যাবতীয় মানব শ্রেষ্ঠ গুণে বিভূষিত। তাঁর জ্ঞানের উৎসই হ'ল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। আল্লাহ প্রদত্ত এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হ'তে আমরাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে বা অনুকরণে তাঁর মতই জ্ঞান আহরণের পথে আত্মনিয়োগ করব। আর এজন্য প্রয়োজন রাসূল (ছাঃ)-এর অভূতপূর্ব আদর্শের যথাযথ অনুসরণ। এ বিষয়ে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহামূল্যবান মহাগ্রন্থেই ধারাবাহিকভাবে বিমুগ্ধ বাণী প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় কি? তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব প্রতিনিধির নিকট হ'তে কি চান? অতঃপর অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিই বা তাঁর প্রত্যাশা কি? এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যজ্ঞানের ভিত্তিতে সম্মিলিত উত্তর হ'ল- স্রষ্টা হিসাবে একমাত্র তাঁকেই স্বীকৃতি দান। অতঃপর অকৃত্রিম গভীর ও আন্তরিকভাবে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্টির শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ। অতএব মানুষেরও ধ্যান-ধারণা ও চিন্তায় আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, উপাস্য, প্রভু, সঙ্গী, সাথী, বন্ধু, হিতাকাঙ্খী, দাতা, রক্ষক ইত্যাদি হওয়া কাম্য। এই সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত মহাসত্যের অনুকূলে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক উপদেশ এবং সতর্কবাণী বিদ্যমান। এগুলির কতিপয়ের উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল।-

* *শিক্ষক (অবঃ); প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

মহিমাময় আল্লাহ্‌র একত্বের সত্যায়নে মহাপবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ-

'তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই' *(বাক্বারাহ ১৬৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী' *(আলে ইমরান ২)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ১৮)*।

একই বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ বাণী হচ্ছে,

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّ كِيْلٌ-

'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী' *(আন'আম ১০২)*।

আল্লাহ্‌র একত্বের বর্ণনায় অন্য আয়াতের বলা হয়েছে,

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

'শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক' *(মুমিনূন ১১৬)*।

অতঃপর অন্য আয়াতের অভিন্ন বাণী,

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান আরশের মালিক' *(নমল ২৬)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا-

'তোমাদের উপাস্যতো কেবল আল্লাহ্‌ই, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত' *(ত্বা-হা ৯৮)*।

একইভাবে বর্ণিত হয়েছে,

وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُوْلٰى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

'তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ক্বাছাছ ৭০)*।

একই আলোচনায় ঈষৎ পরিবর্তিতাকারে অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

هُوَ الْحَىُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকে ডাক, তাঁর দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্‌রই' *(মুমিন ৬৫)*।

বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সামনে বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রমাণ রয়েছে। তিনি একক, সমগ্র বিশ্ব জাহানে তাঁর কোন তুলনা নেই এবং কেউ তাঁর সমকক্ষও নেই। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র তাঁরই।

তাওহীদ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি আয়াত এখানে তুলে ধরা হ'ল।- যেমন প্রত্যাদেশ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّ فِى الْأَرْضِ اِلٰهٌ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ-

'তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ' *(যুখরুফ ৮৪)*।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ط وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'নিঃসন্দেহে এটাই হ'ল সত্য ভাষণ। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাপ্রাজ্ঞ' *(আলে ইমরান ৬২)*।

অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে,

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا-

'আল্লাহ ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন ক্বিয়ামতের দিন। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক সত্য কথা আর কার হ'তে পারে' *(নিসা ৮৭)*।

উদ্ধৃত আয়াতগুলির অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। সৃষ্টির সকল বস্তু আল্লাহ্‌র একক প্রভুত্বে ও শ্রেষ্ঠত্বে একনিষ্ঠ

শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্গত সমস্ত সৃষ্টজীব ও জড় বস্তুর মধ্যে একমাত্র মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিত, বিবেচিত, প্রমাণিত ও স্বীকৃত। অতঃপর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ গুণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকও মানুষকে দান করেছেন। বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ফলে পৃথিবীর বুকে মানুষ যে অসাধারণ জ্ঞান, বিবেক, ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে, সেগুলির সঠিক, পবিত্র, নিবিড়তর ও অকৃত্রিম প্রয়োগ প্রণালীই হ'ল ইবাদত, যা শুধু মানুষ ও জিন জাতির জন্যই সীমাবদ্ধ। অতঃপর ইবাদতের আইন-কানূন, বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পরিসরে প্রবেশ পথের প্রধান ও মূল বাণীই হ'ল আল্লাহ্র একত্ব, মহত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব, চিরঞ্জীব, মহিমাময়, মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানের উপর অকৃত্রিম আনুগত্য স্থাপন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মানুষের জন্মগত শত্রু ইবলীস তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের পবিত্রতায় ও স্বচ্ছতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এক অপ্রত্যাশিত বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করে ফেলেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী ধর্মের নামে বহু কৃত্রিম উপায় ও উপাসক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলি আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন 'ইসলাম' এর ঘোর শত্রু।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রতিহত করার মহাব্যবস্থা কল্পেই তাঁর প্রতি সুদৃঢ় ও অকৃত্রিম আত্মনির্ভরশীল থাকার শক্তিশালী বাণী পুনঃপুনঃভাবে বিভিন্ন পরিবেশে অবতীর্ণ করেছেন। এসব বাণীর অদ্বিতীয় শক্তি ঈমানী নূর বা অদৃশ্য নূর-এর নিকট বিপরীত কোন প্রকারের অপবিত্র অদৃশ্য শক্তি বা অদৃশ্য অন্ধকার বা অবিশ্বাস প্রবেশ করা অসম্ভব। যেমন বাস্তব জগতের সূর্য কিরণ বা প্রজ্জ্বলিত শিখার সম্মুখে অন্ধকার প্রবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং মহান আল্লাহ্র এই উদাত্ত আহ্বান সমূহের প্রতি আরও সাগ্রহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। নিজেদের হৃদয়ে তা অন্ততঃ প্রয়োজনানুগ স্থাপন করতে হবে, যাতে বিপরীত কিছু প্রবেশের সুযোগ না থাকে। এজন্য আল্লাহ্র একত্বের মহীয়ান ও গরীয়ান বাণীর অংশবিশেষ হ'ল,

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-

'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই' *(ত্বা-হা ৮)*। অন্য আয়াতে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে,

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا-

'আল্লাহ পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে' *(মুয্যাম্মিল ৯)*।

অতঃপর অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ-

'এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে সব মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ মহান' *(লোক্বমান ৩০)*।

অন্য আয়াতের অবিনশ্বর বাণী,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ- وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ-

'ভূপৃষ্ঠের সবই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া' *(আর-রহমান ২৬-২৭)*।

মহা জ্ঞানবান আল্লাহ্র একত্বের স্বীকৃতির অকূল আলোচনা ভাণ্ডারে শুধু আল্লাহ একক এর সাক্ষ্যই নয়, বরং তাঁর মহাপবিত্র সত্তার অন্যান্য অলৌকিক ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সমূহের বৈচিত্র্যময় মহাসত্য ও মহান তাৎপর্যপূর্ণ বাণীরও বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি পবিত্রতম সুন্দর শ্রেষ্ঠ আলোকময় স্বয়ং মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র নমুনার বর্ণনাও পাওয়া যায়। এ বিষয় আয়াতের প্রত্যক্ষবাণী হ'ল,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّ لَاغَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ-

'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত। কাঁচ পাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পূতপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নিস্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত' *(নূর ৩৫)*।

অতঃপর অন্য আয়াতে মহানবী (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারী জ্ঞানান্বেষীদের জ্ঞান চর্চার অনুকূলে যে অহি অবতীর্ণ হয়, তা হ'ল,

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا

الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلاَيَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে, সেসবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান সীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলিকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*।

সমগ্র সৃষ্টির স্বত্বাধিকারী মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ- سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ-

'বলুন! কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের রব? তারা বলবে, আল্লাহ! বলুন তবুও কি সাবধান হবে না'? *(মুমিনূন ৮৬-৮৭)*।

এক ইলাহ ব্যতীত অন্য যে কোন চিন্তা হ'তে বিরত থাকার সাবধান বাণী স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে,

وَلاَتَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْئٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ- لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

'আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করো না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ক্বাছাছ ৮৮)*।

মহান আল্লাহ একক ইলাহ, একমাত্র বাদশাহ, ইহজগত ও পরজগতে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনিই। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলিতে তা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আরও বর্ণিত হয়েছে মহান সত্তা আল্লাহ্‌র অসামান্য নূরের জ্যোতি, যা সমগ্র দৃশ্য-অদৃশ্য জগতে নূরের উৎস। অতঃপর তাঁর আরশ এক অকল্পনীয় সিংহাসন, যার অবস্থান সর্বোর্ধ্ব জগতে এবং আয়তন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমষ্টি অপেক্ষাও বহুগুণ বড় *(বাক্বারাহ ২২৫)*। তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, চিন্তা ইত্যাদি হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। সৃষ্ট জগতে অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কোথাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে সূচাগ্র পরিমাণ কাজও সম্পাদিত হয় না। সকল গোপন তৎপরতা তাঁর পরিপূর্ণ আয়ত্তে রয়েছে। এজন্য তাঁর প্রতি আনুগত্য তাঁর সর্বাধিক পসন্দনীয় ও সন্তোষের বিষয়। তাঁর প্রতি আনুগত্যের আহ্বান সম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহুল। এতদসঙ্গে আল্লাহ্‌র একত্ব বা তাওহীদের সর্বব্যাপক আলোচনাও অন্যতম পরিপূরক। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটির উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল। আল্লাহ বলেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً- اِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি সহ করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা লংঘণকারীদেরকে পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৫৫)*।

একই মর্মার্থে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلاَتَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ-

'স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং নীরবে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বেখবর থেকো না' *(আ'রাফ ২০৫)*।

আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ- اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ-

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়' *(রা'দ ২৮)*।

একই বিষয় অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ- اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল' *(আহক্বাফ ১৩-১৪)*।

একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার আশা পূর্ণ করবেন' *(তালাক ৩)*।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলিতে মানুষের অন্তরে যে ধর্মভীরুতা, আল্লাহ্‌ভীতি, আল্লাহপ্রীতি ও অকৃত্রিম বিনয়াবনত শ্রদ্ধা-ভক্তির উপস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, তা

কেবলমাত্র এক ও অদ্বিতীয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পনকারী বান্দার পক্ষেই সম্ভব। এক আল্লাহ্‌র উপরে অবিচল বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতাই আল্লাহ্‌র নিকটতম হওয়ার অন্যতম প্রধান উপায়।

উল্লেখ্য, এই মহাবিশ্বে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য সকল জীব. এমনকি জড়বস্তুও আল্লাহ্‌র অনুগত এবং সকলেই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আল্লাহ বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا-

‘সপ্তাকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ’ *(বনী ইসরাঈল ৪৪)*।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব কিছুই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর প্রজ্ঞাময়’ *(হাদীদ ১)*।

এই বিশেষত্বপূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘোষণার পুনরোল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী’ *(হাশর ১)*।

আল-কুরআন মানুষের জন্যে প্রচারমূলক উপদেশমালা। মহাজ্ঞান ভাণ্ডারের সাদৃশ্যপূর্ণ বহু আয়াত ছাড়াও এতে জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য, আশ্চর্য-অত্যাশ্চর্য, কল্পনীয়-অকল্পনীয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ও সন্নিকটের- সুদূরের, সম্ভব-অসম্ভব ইত্যাদি বহু বিষয়ের অসংখ্য সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দিক নির্দেশনার বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত তাৎপর্যপূর্ণ বাণী,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ط إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ-

‘আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যাকিছু আছে নভোমণ্ডলে, যাকিছু ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন’ *(হজ্জ ১৮)*।

মহান স্রষ্টা বলেন,

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ-

‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল বিচরণশীল জীব ও ফেরেশতারা আল্লাহকে সিজদা করে, তারা অহংকার করে না’ *(নাহল ৪৯)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ-

‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহকে সিজদা করে এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়’ *(রা'দ ১৫)*।

আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী, আত্মসমর্পনকারী, শ্রেষ্ঠ মানবজাতির জন্যেই আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলি নির্ধারিত হয়েছে। এগুলি নভোমণ্ডল বা ভূমণ্ডলের অন্য কোন প্রাণী বা জড়বস্তুর জন্য অবতীর্ণ হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সবচাইতে অত্যাশ্চর্য বিষয় হ'ল যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল সৃষ্ট জীব ও জড়বস্তু সর্বদাই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমনকি সবাই সিজদাবনত হয়, কেউ বিরত থাকে না। কেবল মানুষের একটি দল বিরত থাকে মাত্র। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি আরোপিত এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী বা আত্মসমর্পণকারীর গুরুত্ব কত তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে আলোচ্য আয়াতগুলির অমূল্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, রহস্য, তাৎপর্য ইত্যাদির সর্বব্যাপকতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদেরই রূপান্তর ঘটেছে।

মানুষের আনুগত্যের বা ইবাদতের শ্রেষ্ঠাংশের (ছালাতের) শ্রেষ্ঠাংশ হ'ল সিজদা। তাই শেষোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌র সমীপে সকল প্রাণী ও জড়বস্তুর সিজদাবনত হওয়ার সত্যায়ণ সত্যিই আশ্চর্যজনক! সৃষ্টির বৃহৎ ও বৃহত্তম হ'তে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতম বস্তুসমূহের সিজদাবনত হওয়া নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিভৃত নিবেদন। সুতরাং সকল মতভিন্নতা, জটিলতা, অস্পষ্টতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিতর্ক, গোঁড়ামী, অহংকার, মিথ্যা বর্জন পূর্বক একত্ববাদী ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসীর দলভুক্ত হওয়ার ব্রত গ্রহণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ।।

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন বিধানে। প্রতিটি বিষয়ে ইসলাম সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। পানি আল্লাহ্র এক বিশেষ নে'মত। পানি ছাড়া পৃথিবী অচল। মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবারই পানির প্রয়োজন। পানি ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাই 'বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন'।[১] আধুনিক বিজ্ঞান পানি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে। এ বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থও প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু তার বহু পূর্বে আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছর আগে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পানি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কুরআন বিজ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ, যা অভ্রান্ত সত্য। যেমন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে 'বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ' *(ইয়াসিন ২)*।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে বিজ্ঞানময় ঘোষণা করে তার শপথ করেছেন। কুরআনের বহু জায়গায় পানি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে সেগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যেগুলি 'হাদীছ' নামে সুপরিচিতি। পানির গুরুত্ব ও তাৎপর্য যেমন বিজ্ঞান আলোচনা করেছে, তেমনি ইসলামও করেছে। এমন কি পানি কিভাবে পান করতে হবে? কত নিঃশ্বাসে পান করতে হবে? পানপাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া ক্ষতিকর, এগুলিরও পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছে ইসলাম। এজন্যই ইসলাম সার্বজনীন জীবনাদর্শ হিসাবে স্বীকৃত।

পানির গুরুত্বঃ

রসায়ন বিজ্ঞানের মূল উপাদান পানি। এই পানিকে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাণ বলা চলে। পানির কতগুলি বিশিষ্ট ধর্ম আছে, যেগুলি রসায়ন বিজ্ঞানে পানির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

(১) সৃষ্ট বস্তুর অধিকাংশই পানিতে দ্রাব্য। তাই পানিতেই রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Action and Reaction) বেশী রকম হয়।

(২) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক (Positive and Negative) দুই প্রকার তড়িৎ পদার্থই পানিতে বিনা বাধায় থাকতে পারে।

(৩) ভিতরে তাপ শোষণ করবার শক্তি পানির বিলক্ষণ আছে। তাই আমাদের দেহ শূন্য ডিগ্রি থেকে উচ্চ তাপ সইতে সক্ষম (যেহেতু দেহের শতকরা ২০ ভাগ হ'তে ৯০ ভাগ উপাদান পানি)। ঠাণ্ডার সময় ভিতরে তাপ রক্ষিত হয় নানা উপায়ে। আর অতিরিক্ত উত্তাপে দেহ হ'তে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে গিয়ে তাপসাম্য বজায় থাকে।

(৪) পানির উপরিভাগ টেনে নেবার ক্ষমতা থাকার দরুণ (অর্থাৎ Surface tension বেশী) প্রোটোপ্লাজমের Colloid প্রণালী অবলম্বন করার সুবিধা আছে।

(৫) পানির নিষ্ক্রীয়তা কোষাণুদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সুন্দর মাধ্যম।

(৬) পানির দ্রবীভূত করার ক্ষমতা সবচাইতে বেশী। তাই আমাদের রক্তের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে পানি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

(৭) পানিই একমাত্র পদার্থ, যা জমাটবদ্ধ হ'লে ওজনে কমে যায়। সেকারণ বরফ পানিতে ভাসে। জীবন ধারণের জন্য এই বিশিষ্ট গুণ অস্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য নদীর তলদেশে বরফ জমা না হয়ে উপরিভাগে জমে ও আবরণের সৃষ্টি করে তলদেশে পানির তাপমাত্রা ঠিক রাখে, যাতে বরফে পরিণত না হয়। তাই পানির প্রাণীরা রক্ষা পায়।[২]

শুধু রসায়ন বিজ্ঞান নয়, আমরা খুঁজলে দেখতে পাব প্রতিটি জীব-জন্তু পানি থেকেই জন্ম নিয়েছে। অর্থাৎ সকলের মূল উৎসই পানি। যেমন পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে, 'আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম' *(নূর ৪৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'কাফেররা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশ ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল। অতঃপর আমি (আল্লাহ) উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম' *(আম্বিয়া ৩০)*।

একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, শুধু রসায়ন বিজ্ঞান নয়, কুরআন আজ থেকে বহু পূর্বে পানির অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলে দিয়েছে। যা রসায়ন বিজ্ঞানেও প্রমাণিত। প্রতিটি জীবের মূল উৎস পানি। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'মানুষের দেখা উচিৎ সে কি বস্তু থেকে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়' *(ত্বারেক ৫-৭)*। আল্লাহ বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি'? *(মুরসালাত ২০)*। পানি থেকেই যাবতীয় জীবের সৃষ্টি। একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে। আজ ভূতাত্ত্বিকগণও বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী তার গোড়ার দিকে পানি দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিল, পানি থেকেই এর সৃষ্টি।

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ১৩২৯।*

২. *মোহম্মদ নুরল ইসলাম, বিজ্ঞান না কোরআন (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদাস, ৫ম মুদ্রণঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ২৮৬-২৮৭।*

বৈজ্ঞানিকগণও আজ একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, পানিই জীবন। প্রতিটি রাসায়নিক ক্রিয়া ও নতুন সৃষ্টির মূল উপাদান এই পানি।[৩]

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে, পৃথিবী এমন একটি গ্রহ, যা পানি সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এই পানি থাকার কারণেই গোটা সৌরমণ্ডলে গ্রহ হিসাবে পৃথিবী সম্পূর্ণ একক। বলা অনাবশ্যক যে, কুরআনে পানি প্রসঙ্গে পৃথিবীর সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। পানি না হ'লে পৃথিবী চাঁদের মতই একটা মৃত গ্রহে পরিণত হ'ত। কুরআনে পানি সম্পর্কিত যে সব আয়াত রয়েছে, তার সব ক'টিতে প্রাকৃতিক সম্পদরাজির মধ্যে পানিকে সবার উপর স্থান দেওয়া হয়েছে।[৪]

পানি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পানি আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ কাজ হচ্ছে, পানি দ্বারা পিপাসা নিবারণ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখছ কি?' *(ওয়াক্বিয়া ৬৮)*। আমরা যে পানি পান করি সে সম্পর্কে ভেবে দেখার অনেক কিছুই আছে। কারণ পানি ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যাবে না। পানি তরল পদার্থ। শরীরের শতকরা প্রায় আশি ভাগই পানি। এ পানি বিভিন্ন উপায়ে শরীর থেকে বেরুতে থাকে। পান করে সে অভাব পূরণ করা হয়। শরীরের রক্ত তরল রাখার জন্য পানি অপরিহার্য। তাছাড়া বিভিন্ন রস, হর্মোন, শুক্র প্রভৃতিতেও আনুপাতিক হারে পানি বিদ্যমান।

পানীয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য পানি বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানির তিনটি গুণ থাকে। যথা- (১) কোন রং নেই, যে পাত্রেই ধারণ করা হয় সে পাত্রেরই রং ধারণ করে। (২) পানির কোন গন্ধ নেই। (৩) এর কোন পৃথক স্বাদ নেই। শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দিলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের পিপাসা হয়, তাই মানুষ পানি পান করে। ফলে শরীরের পানির ঘাটতি পূরণ হয়। শরীরে পানির পর্যাপ্ত ঘাটতি দেখা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। পানি যে প্রকৃতই জীবন এ থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

খাবার কিংবা ব্যবহারের পানিতে জীবাণু থাকলে দেখা দেয় রোগ-ব্যাধি। কলেরা, আন্ত্রিক জর, আমাশায়, উদরাময়, জন্ডিস প্রভৃতি পানি বাহিত রোগ। এজন্য খাবার পানি বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।[৫]

পানির দু'টি শ্রেষ্ঠ উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। আমাদের বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন রয়েছে তার চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড। ভূপৃষ্ঠে যে অক্সিজেন আছে তা সমগ্র পৃথিবীর বিশাল জলরাশির শতকরা ৮০ ভাগ। প্রতিটি জীব-জন্তুর প্রাণ এ অক্সিজেন। আর এই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জীবনধারণের জন্য সংগৃহীত হয় বায়ুমণ্ডল হ'তে। অন্য প্রকার কোন উৎস থেকে এ অক্সিজেন পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য! কোন্ রসায়নবিদ বায়ুমণ্ডলে সঠিক পরিমাণ অক্সিজেন ধরে রেখেছেন, যার উপর নির্ভর করে জীব-জন্তু ও তরুলতা টিকে আছে। আমরা জানি যে অক্সিজেন দহন ক্রিয়ায় সহায়তা করে। যদি বায়ুমণ্ডলে সঠিক পরিমাণ অক্সিজেন অর্থাৎ ২১ ভাগ অক্সিজেন না থাকত তাহ'লে হয়ত একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গেই সমস্ত পৃথিবী পুড়ে শেষ হয়ে যেত অথবা শত চেষ্টা করেও আগুন জ্বালানো সম্ভব হ'ত না। তখন সমস্তই জমাট হয়ে থাকত আর প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য অগ্নির অভাবে রান্না হ'ত না। বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন বিদ্যমান তা যদি ভূপৃষ্ঠের অগণিত দ্রব্যসমূহের দ্বারা শোষিত হ'ত, তাহ'লে জীব-জন্তু ও তরুলতার অস্তিত্ব লয় হয়ে যেত। এই অক্সিজেন কার্বনের সাথে মিশে 'কার্বনডাই অক্সাইড' সৃষ্টি করে, যা উদ্ভিদের প্রাণ। এই অক্সিজেনই হাইড্রোজেনের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি করে।[৬]

জীবন ধারণের জন্য যেমন অক্সিজেন অপরিহার্য তেমনি হাইড্রোজেনের গুরুত্বও কম নয়। হাইড্রোজেন না থাকলে পানির অস্তিত্ব থাকত না। আর পানি না থাকলে কোন কিছু সৃষ্টিই হ'ত না। তাহ'লে বুঝা যায় যে সৃষ্টি তত্ত্বের মূলে রয়েছে এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। তাদের উপরই প্রাণিজগৎ নির্ভরশীল।[৭] পানির সূত্র H_2O। অর্থাৎ দু'ভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেন মিলেই পানি হয়। বিশদভাবে বলতে হয় যে, দু'পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেনের সংমিশ্রণে এক অণুপরিমাণ পানির সৃষ্টি হয়। এর ব্যতিক্রম করে সারাজীবন রসায়নগারে চেষ্টা করলেও এক বিন্দু পানি তৈরী করা সম্ভব নয়।

যদি কোন প্রক্রিয়ায় দু'পরমাণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে দু'পরমাণু অক্সিজেনের সংমিশ্রণ ঘটানো যায় তাহ'লে দেখা যাবে সেটা পানির কণা না হয়ে হাইড্রোজেন পারাক্সাইড (H_2O_2) হয়ে গেছে, যার বৈশিষ্ট্য পানি হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক।[৮]

---

৩. ঐ, পৃঃ ২৮৯।

৪. মূলঃ ডঃ মরিস বুকাইলি, রূপান্তরঃ আখতার-উল-আলম, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান (ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৯৬ইং), পৃঃ ২৩৬।

৫. ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ (ঢাকাঃ কাসেমিয়া লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং), পৃঃ ৪০।

৬. বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ২৮৯-২৯০। মানুষ নিঃশ্বাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করে, যা মানবদেহের রক্তকে শোষণ করে সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত করে। এই অক্সিজেনই দেহ কোষের অভ্যন্তরে তাপের সৃষ্টি করে ও খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সাহায্য করে- দ্র. ঐ।

৭. তদেব, পৃঃ ২৯০। রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে পানির গুরুত্ব এত অধিক এর মূলেও এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। দ্র. ঐ।

৮. বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ৩০৪। পানির সূত্রগত ওজন ১৮। পানিতে শতকরা ১১.১ ভাগ হাইড্রোজেন, ৮৮.৯ ভাগ অক্সিজেন থাকে। দ্র. ঐ, পৃঃ ২৮৭; কাজী জাহান মিয়া, আল-কোরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব-১) (ঢাকাঃ মদিনা পাবলিকেশন্স, চতুর্থ সংস্করণঃ আগষ্ট, ১৯৯৭ইং), পৃঃ ১২২।

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

পানির গতিপথঃ

প্রাচীনকালে মানুষ পানির গতিপথ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। এর কারণ একটাই যে, এই মতবাদগুলি বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে পরিচালিত হ'ত। পূর্বে পানির গতিপথ সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণের মাঝে অনেক মতপার্থক্য অবলোকন করা যায়। কিন্তু ইসলাম তথা আল-কুরআন পানির সঠিক গতিপথ বাতলে দিয়েছে। যা অভ্রান্ত সত্য। অধুনা আমরা সহজে ধারণা করে নিতে পারি যে, ভূত্বকে প্রবেশকারী পানির জমানো তলানি থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সংগৃহীত হয়ে থাকে। অবশ্য সে প্রাচীনকালেই খ্রীষ্ট পূর্ব নবম শতাব্দীতে রোমের ভিট্রু ভিয়াস পলিও মার্কাস পানির গতিপথ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করতেন। এরপর কয়েক শতাব্দী যাবৎ মানুষ পানির গতিপথ সম্পর্কে প্রচলিত যতসব ভুল ধারণা মনেপ্রাণে পোষণ করে এসেছে।[৯]

পানির গতিপথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আধুনিক যুগের দু'জন বিশেষজ্ঞ জি. কাষ্টানি এবং বি. ব্লাভো ইউনিভার্সালিস এনসাইক্লোপেডিয়াতে 'হাইড্রোলজি' শিরোণামে যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তা নিম্নরূপঃ

'খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে মিলেটুসের থেলেস এই মতবাদ পোষণ করতেন যে, সমুদ্রের পানি বাতাসের তাড়নায় দ্রুতগতিতে মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে ঢুকে পড়ে; একারণেই পানি ভূমিতে আছড়ে পড়ে এবং সেই পানি পরবর্তীতে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। প্লেটোর মত খ্যাতিমান দার্শনিকও একই অভিমত পোষণ করতেন। তিনি আরো মনে করতেন যে, যমীনের পানি 'টাইটারুস' নামক ভূগর্ভস্থ বিরাট এক গহ্বর দিয়ে সমুদ্রে ফিরে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু খ্যতনামা ব্যক্তিই এ থিওরী সমর্থন করতেন, এঁদের মধ্যে সবিশেষে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দার্শনিক দেকার্তে। এরিষ্টোটল ধারণা পোষণ করতেন যে, জমির পানি বাষ্প হয়ে ঠাণ্ডা পর্বতের গভীর গহ্বরে জমা হয়। সেখানে ভূগর্ভে সৃষ্টি হয় এক গভীর হ্রদ এবং এই হ্রদের পানিই ঝর্ণা হয়ে বয়ে যায়। সেনেফা (১ম শতাব্দী) সহ সেকালের বহু খ্যাতনামা চিন্তাবিদ এরিষ্টোটলের এই মত সমর্থন করে গেছেন ১৮৭৭ সাল অবধি। এরিষ্টোটলের এই অভিমতের আরেক সমর্থক ছিলেন দার্শনিক ভালগার। 'ওয়াটার সাইকেল' (পানির চক্রাকার গতিপথ) সম্পর্কিত প্রথম স্পষ্ট মতবাদ চালু হয় ১৫৮০ সালে বার্নাড প্যালিসির মারফতে। তিনি দাবী করতেন, ভূগর্ভস্থ পানির উৎস হ'ল মাটি চোয়ানো বৃষ্টির পানি। এ মতবাদ ১৭শ' শতাব্দীতে এসে ম্যারিয়াট এবং পি প্যারল্ট-এর দ্বারা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়'।[১০]

পানির গতিপথ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, আল্লাহ্র নির্দেশে আকাশে পেঁজা তুলার আকারে ভেসে বেড়ায় মেঘমালা। প্রয়োজন দেখা দিলে সে মেঘমালায় ঠাণ্ডা সঞ্চারিত হয়। ঠাণ্ডার প্রভাবে জমে যায় মেঘ। ফলে তা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে পৃথিবীতে। বায়ু তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে। মেঘমালা বেশী ঠাণ্ডায় প্রভাবিত হ'লে শিলাবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি যাই হোক না কেন, দু'টোই পৃথিবীর জন্য পানির উৎস। তাছাড়া মেঘমালা থেকে তুষার বা শিশির হয়েও পানি পৃথিবীতে নেমে আসে।

পানি ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে জমা হয়। পানি হিসাবে এখানে তাদের কিছুদিন অবস্থান ঘটে। এ পানি বিভিন্ন উপায়ে উত্তোলন করে মানুষ পান করে ও ব্যবহার করে। এ পানি ক্রমাগত সূর্যের আলোয় বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে চলে আকাশের পানে। তারপর মেঘ হয়ে জমে আকাশে। সময়মত বৃষ্টি বা শিলা বৃষ্টির আকারে তা আবার পৃথিবীতে নামিয়ে দেন আল্লাহ তা'আলা। যদি পৃথিবী থেকে বাষ্পীভবন হয়ে পানি আকাশে না উঠত, তবে পৃথিবী ডুবে যেত পানির তলায়। আর আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে যদি ঝরে না পড়ত, তবে পানি শুন্য হয়ে পৃথিবী হয়ে যেত নিশ্চিহ্ন।[১১]

প্রকৃতি তার যে প্রতিষ্ঠিত গতিচক্রের মাধ্যমে পানির সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রেখেছে, ইচ্ছা করলেই মানুষ তা ভেঙ্গে ফেলতে পারে না। আধুনিক পানি বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতির পানি প্রবাহের সেই গতিচক্র নিম্নরূপ-

সূর্যের রশ্মি থেকে উত্তাপ গ্রহণ করে সমুদ্র, পৃথিবীর মজুদ পানিয় এলাকায় ও সিক্ত স্থানে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্প উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলে যায় এবং সেখানে তা ঘনত্ব লাভ করে পরিণত হয় মেঘে। এই পর্যায়ে শুরু হয় বায়ুর ভূমিকা। উপরের প্রক্রিয়ায় যেসব মেঘ সৃষ্টি হয়েছিল, বায়ু সে সব মেঘ দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত করতে থাকে। এই অবস্থায় কোন কোন মেঘ অপরাপর মেঘপিণ্ডের সাথে মিলিত হয়ে লাভ করে আরো বেশী ঘনত্ব ও ব্যাপকতা। এভাবে ঐ সব মেঘ তাদের ধরণের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার একপর্যায়ে বিন্দু-বিন্দুরূপে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে। এই বৃষ্টির পানি সমুদ্রে পৌঁছায় সাথে সাথে (ভূ-পৃষ্ঠের ৭০ ভাগ সমুদ্র বেষ্টিত)। আবহাওয়ার ও গতিচক্রের পুনরাবৃত্তি শুরু হয়ে যায়। এদিকে বৃষ্টি উদ্ভিদের উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করে। অন্যদিকে এই উদ্ভিদজগৎও প্রাপ্ত বৃষ্টির পানির কতকাংশ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বাষ্পাকারে আকাশের বায়ুমণ্ডলে প্রেরণ করে থাকে। বাদবাকি পানি কম-বেশী যাই হোক চুঁইয়ে মাটির ভিতরে চলে যায়। সেই পানি বিভিন্ন খাল, নদী-নালা বেয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে অথবা ঝরণা কিংবা উত্তোলনকারীদের মাধ্যমে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।[১২]

[চলবে]

৯. বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৩৭। বলা আবশ্যক যে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এই সময় কালের মুদ্দতে। দ্র. তদেব।
১০. তদেব।

১১. বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ৪২।
১২. বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৪২।

প্রসঙ্গঃ মৌলবাদ

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

মৌলবাদঃ

'মৌলবাদ' শব্দটির বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ক'বছর পর থেকে, যখন থেকে এদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দেওয়া হয়েছে। যারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ছিলেন, তারাই উক্ত শব্দের ব্যবহারকারী। তারা আবার বুদ্ধিজীবী নামেও পরিচিত। মৌলবাদ, মৌলবাদীর অর্থ খারাপ না হ'লেও ব্যবহারকারী বুদ্ধিজীবীরা কদর্থেই ব্যবহার করেন। বিশেষতঃ ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব তাদের অপসন্দ। তা যদি হয় ইসলামী মৌলবাদ, সেখানেই ঘোর আপত্তি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্যপরিষদ' নামে অমুসলিমদের একটি জোট রয়েছে। তাকেও মৌলবাদী দল বলা সংগত। এ দলের প্রতি বুদ্ধিজীবী ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানদের সমর্থন আছে। শুধু ইসলামী কোন কিছু তাদের সহ্য হয় না। এর কারণ কি? আমার মনে হয়, এরা পারিবারিকভাবে মুসলমান হ'লেও ইসলাম এদের অপসন্দ। তাছাড়া এদের শিকড়ের প্রতি টানটাও থাকতে পারে। তাই গো-মাংস তাদের শরীরের পুষ্টিসাধন করলেও মানসিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়নি।

ঈমানদার এবং বে-ঈমান মুসলমান আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব থেকে থাকলেও উভয়ের মধ্যে রণংদেহী মনোভাব সৃষ্টি হয় স্বাধীনতার পর। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দল আওয়ামীলীগ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে। তাই দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ রাষ্ট্রীয় আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাষ্ট্র যেহেতু গণতান্ত্রিক তাই দেশের সরকার কোন মতবাদ সবার উপরে জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। জনগণের মন-মানসিকতাও বিবেচনায় আনতে হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপ্রাণ। তাদেরকে উপেক্ষা করে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা জুড়ে দেওয়া শেখ মুজিবের মস্তবড় ভুল ছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এখানে কেন যাবতীয় ইসলামী ভাবধারা বর্জিত হবে? যদি বলি, এটা প্রতিবেশী হিন্দু রাষ্ট্র ভারতকে খুশি করার জন্য, তাহ'লে কি ভুল হবে? মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশের অন্যতম সাহায্যকারী ছিল বটে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতও কম লাভবান হয়নি। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে 'জিন্দাবাদে'র বদলে 'জয়বাংলা' 'বিসমিল্লাহ্‌র' বদলে 'পরম করুণাময়' ইত্যাদির প্রচলন সঠিক ছিল না। আর এটি শেখ মুজিবেরই ভুল ছিল। সেই ভুলের খেসারত আজও আমাদেরকে দিয়ে যেতে হচ্ছে।

কোন কোন মুক্তবুদ্ধির ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর ধারণা শেখ মুজিবের ভুলের কারণে মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে। অবশ্য ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, দাউদ হায়দার, তসলিমা নাসরিন, আহমদ শরীফ, শামসুর রহমানকেও দায়ী করা হয়েছে। এদের বাড়াবাড়ির ফলেই নাকি মৌলবাদীদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে, হ'তেও পারে। প্রতিপক্ষ না থাকলে সংঘাত-সংগ্রাম চলে না। আর সংগ্রামই নিশ্চিত করে কোন না কোন পক্ষের জয়-পরাজয়। আমি অবশ্য বলব যে, মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত মযবূত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। জেনারেল জিয়ার মৌলিক অবদান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে সংবিধানশীর্ষে 'বিসমিল্লাহ' যুক্ত করে সঠিক কাজটি করেছিলেন। তিনিতো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকই শুধু নন, ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি কেন এটা করলেন? নিশ্চয়ই তা কোন দলকে ক্ষেপানোর জন্য নয়। দেশের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক ছিল, তিনি তা-ই করেছিলেন। আর জেনারেল এরশাদ মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন না, ছিলেন না বিপক্ষেও। আবার জবরদস্ত মাওলানাও ছিলেন না। তিনি ক্ষমতায় এসে 'ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম' ঘোষণা করেছিলেন।

একদল লোক শংকিত হয়ে বলেন, দেশে ইসলামী দল সুসংগঠিত হচ্ছে, মৌলবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এসবের কারণ কি? জেনারেল জিয়ার সংবিধান পরিবর্তন, জেনারেল এরশাদের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংযোজন, কবি দাউদ হায়দারের মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিয়ে অবমাননাকর কবিতা লেখা, ধর্ম সম্পর্কে তসলিমা নাসরিনের বিরূপ সমালোচনা, কবি শামসুর রহমানের আযানের প্রতি কটূক্তি, ডঃ আহমদ শরীফ সহ অন্যান্য মুক্তবুদ্ধির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম অবমাননাকর লেখালেখি ইত্যাদির কারণে ইসলামী দল এবং মৌলবাদের প্রসার লাভ ঘটেনি। দেশে বরাবরই ইসলামী দল ছিল। আর মৌলবাদ যদি মূলের প্রতি প্রবণতা বোঝায়, তাহ'লে বলব, তাও ভূঁইফোড় কিছু নয়। তাও ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে। তবে একটা সত্য স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, যখন দেশের ধর্ম বিদ্বেষীরা ধর্মের অপপ্রচারে অধিক তৎপর হয়, তখন ধর্মপ্রাণ মানুষেরাও অধিক সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ শাসনামলেও ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ফরায়েযী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ আছে। তিতুমীরের বিদ্রোহ, খেলাফত আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক আন্দোলন। সেকালে 'মুসলিম লীগ' দলটির উদ্ভব ঘটেছিল ইসলামী চেতনার মধ্য দিয়ে। খাঁটি মুসলমান সর্বযুগেই তার ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষায় তৎপর থাকে। এটা নতুন কিছু নয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবে সবাই যে খাঁটি মুসলমান তা বলা যায় না। আর সবাই খাঁটি নয় বলেইতো মুসলমানে মুসলমানে সংঘাতে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' শেখ মুজিবও যুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। দাউদ হায়দাররা যখন ইসলামের অবমাননাকর কিছু লেখেন,

Contents

তখন কিছু লোক ক্ষেপে যায়। আবার কিছু লোক সমর্থনও জানায়। এর কারণ কি? কারণ, মুসলমান কখনও ইসলামের অবমাননা বরদাস্ত করেন না। যারা অবমাননাকারী এবং তার সমর্থক, তারা কি তবে মুসলমান নয়? হ্যাঁ, তারাও অবশ্য মুসলমান, তবে জন্মগতভাবে। কিন্তু তারা ইসলামের অনুসারী নয়। ইসলামের অনুসারী হ'লে তারা ইসলামের অবমাননা কিংবা তার সমর্থন করতে পারতেন না। আবার যারা ইসলাম অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাও সবাই পরহেযগার মুসলমান হবেন এমন কথা নয়; তবে যারা পরহেযগার মুসলমানদের অনুসারী, তারাও ইসলাম অবমাননা সহ্য করেন না।

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে একটি মুসলিম দেশ। এখানে ইসলাম বিরোধিতা থাকার কথা নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংঘাত যদিও মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বরদাস্ত করা যায় না। তবু আমাদের দেশে এখন ধর্ম বিরোধিতা-ই তুঙ্গে। আর সেই বিরোধিতায় অবতীর্ণ একদল মুসলমান নামধারী বুদ্ধিজীবীরা আবার নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক বলে দাবী করছে। কিন্তু তাদেরকে ইসলাম বিরোধিতার অধিকার কে দিয়েছে? মুসলমানদের দেশে যারা ইসলামের বিরোধিতা করছে, তারা দেশ ও জাতির দুশমন। মুসলিম পরিবার থেকে আগত এসব আবু জাহলদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়াও অপরাধ।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

মুসলিম জাতীয়তা বিকাশে নজরুল

শামসুল হুদা ফয়সল

বাংলা কাব্যে কাজী নজরুল ইসলামের হাতেই সর্বপ্রথম মুসলিম রেনেসাঁর সার্থক রূপায়ণ হয়। নজরুল যখন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন, তখন মুসলিম জাতির বড় দুর্দিন। মুসলিম দুনিয়া বিশেষ করে পাকভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অশিক্ষায়-কুশিক্ষায়, রোগে-শোকে ব্যথা-বেদনায়, দুঃখ-দারিদ্র্যে লাঞ্ছিত ও পীড়িত ছিল এ মুসলিম সমাজ। ইসলামের মহান শিক্ষা ভুলে দিশেহারা পথহারা এক অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মৃতপ্রায় জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অধিকন্তু যখন দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল মুসলিম জগতের উপর। লক্ষ্যহারা ও স্বাধীনতাহারা জীবন্মৃত এ জাতির অন্ধ মানসিকতা বিদূরিত করে একে এক স্বাধীন রণজিত সুখী ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নজরুল বজ্রভীষণ ধ্বনিতে চারণ কবির মত গেয়ে যান জাগরণী গান। জাগরণ ডংকায় আঘাত হেনে তন্দ্রাবিশিষ্ট এ জাতিকে করেন আহ্বান।

'তবে শোন ঐ শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা
শমশের হাতে নাও বাঁধো শিরে আমামা
বেজেছে নাকাড়া হাকে নকীবের তূর্য
হুঁশিয়ার-ইসলাম ডুবে তব সূর্য
জাগো! ওঠ মুসলিম হাঁকো হায়দারী হাঁক
শহীদের দিলে সব লালে লাল হয়ে যাক'।

উনিশ শতকের অবহেলিত বঞ্চিত শোষিত বাঙালী মুসলমানদের ইতিহাস নিদারুণ নিগৃহীত জীবনের ইতিহাস। শিক্ষাহীন, চাকুরীহীন, ব্যবসাহীন, মুটে-মাঝি, মিস্ত্রি, কৃষক, ক্ষেতমজুর মুসলমানদের তথাকথিত বাঙালী বাবুদের ক্রীতদাস হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকার ইতিহাস। নজরুল ভোরের নকীব হয়ে জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন,

'কোথা সে আযাদ কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ ছাড়া করে না কাহারেও ভয় কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে আরিফ কোথায় সে ইমাম কোথা সে শক্তিবীর
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর'।

তিনি বাঙালী মুসলমানদের আত্মবিস্মৃতি অসচেতনতা ও নিদ্রাচ্ছন্নতাকে চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলে বললেন-

'ভুবনজয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান
খোদার রাহে আনলে যারা দুনিয়া না-ফরমান
এশিয়া য়্যুরোপ আফ্রিকাতে যাদের তকবীর
হুঙ্কারিল উড়ল যাদের বিজয় নিশান'।

নজরুল শুধু কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন না, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে ছিলেন একজন চিরবিদ্রোহী মুজাহিদ। স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও ছিলেন তিনি। সমস্ত দেশে তখন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চলছে। আযাদীর

নেশা দেশবাসীকে পাগল করে তুলেছে। শত শত লোক আন্দোলন করতে যেয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। কবি নিজ চোখে তা দেখেছেন এবং এ আন্দোলনে জড়িত হয়ে দেশবাসীর অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছেন। তার মনে এসেছে সৃষ্টির জোয়ার। রাজশক্তির পীড়ন যখন তীব্র হ'তে তীব্রতর হয়ে উঠল তখন তিনি হুংকার দিয়ে বললেন-

'কারার ঐ লোহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট রক্তজমাট
শিকল পূজোর পাষণবেদী' (ভাঙ্গার গান)।

তখনকার ভারতবর্ষের বুকে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে নজরুলের কলম ক্ষুরধার হয়ে উঠলো। তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করলেন ইংরেজ সরকারের কূট-চক্রকে ফাঁসিয়ে দিতে ভাসিয়ে দিতে-

'বিশ্বগ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো
ঝুট শাসনে করতে শাসন শ্বাস যদি হয় শেষ ও
কে আছ বীর এসো।
বন্দী থাকার হীন অপমান, থাকবে যে বীর তরুণ
শির-দাড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ।
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের (সেবক)।

নজরুল খরা জ্যৈষ্ঠে এসে ভরা ভাদরে চলে গেলেন। তার জন্মটিও বাঙালী মুসলমান জীবনের যেন প্রতীকী রূপ। শুষ্ক নীরস, দগ্ধীভূত বাঙালী মুসলমানের জীবনে নজরুল সরস বর্ষণ এনেছিলেন। তার আগমন যেন খরার ভিতর দিয়ে রসের অভিযাত্রা। নজরুল সম্পর্কে জনাব আবুল মনসূর বলেছিলেন, 'এটা অবধারিত সত্য যে, কবি নজরুল জন্মগ্রহণ না করলে অন্তত বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ আজিকার জয়যাত্রার অগ্রগতি থেকে অন্তত এক শতাব্দী পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হতো। নজরুল ইসলাম একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীরের 'হায়দারী হাক' মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা সাহিত্যের দুর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম বাংলার ভাঙ্গা কেল্লায় নিশান উড়িয়েছিলেন। একদিন দূর করেছিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা, মনের দিক থেকে জাতীয় জীবনে এ একটা বিপ্লব। এ বিপ্লবের এক ইমাম নজরুল ইসলাম'।

আবার কখনোবা মুসলমানদের বর্তমান অজ্ঞানতা ও অন্ধ কুসংস্কার দূর করে এককালের বিশ্বজয়ী এ মুসলিম জাতিকে পূর্ব শক্তিতে শক্তিমান করে তুলবার জন্য তিনি 'খায়বর' বিজয়ী আলী হায়দারের সাথে তুলনা করে দৃপ্তকণ্ঠে করেছেন আহ্বান।

'খায়বর জয়ী আলী হায়দার
জাগো জাগো আরবার
দাও দুশমন দুর্গ বিদারী
দু'ধারী জুলফিকার'।

এখানেই নজরুলের প্রকৃত পরিচয়। তিনিই স্পষ্ট করে বলতে পেরেছিলেন-

'মুখেতে কালেমা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার
হৃদয়ে লইয়া ইশক আল্লাহ
চল আগে চল বাজে বিষাণ।

নজরুল জন্ম নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটালেন। তিনি এসে দেখলেন হিন্দু সংস্কৃতির জোয়ারে বাঙালী মুসলমানরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। দুর্গা, কালী, স্বরস্বতী পূজা, চড়ক, দোল, শ্যামা, কীর্তন ভজন, কৃষ্ণযাত্রা এগুলিই বাঙালী সংস্কৃতি নামে পরিচিত। বাংলার মুসলমানের যে ঈদ উৎসব আছে, রামাযানের ছিয়াম আছে, মুহাররম আছে সেগুলির কোন প্রতিফলনই জাতীয়ভাবে খুঁজে পাওয়া যেত না।

১৯৪১ সালের ২৩ অক্টোবর ঈদুল ফিতরের দিন। তৎকালীন ইঙ্গ-হিন্দু পরিচালিত অল-ইন্ডিয়া রেডিও থেকে প্রথম আযানের ধ্বনি ভেসে এল। মুওয়াযযিন কেঃ কাজী নজরুল ইসলাম। সেই বৈরী সময়ে রেডিও থেকে পাক কুরআনের তেলাওয়াত ঝংকৃত হ'ল। ক্বারী কেঃ কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথসহ বাংলার বড় বড় লেখকরা উৎসব বোঝাতে যখন দুর্গোৎসব আর ঢাকের বাদ্য নিয়ে কাব্য চর্চায় মেতেছিলেন, তখন সেই ১৯৩১ সালে 'হিজ মাষ্টারস ভয়েস' রেকর্ডে তিনি আব্বাস উদ্দীনকে দিয়ে গাওয়ালেন 'ও মন রমযানের ঐ রোযার শেষে এল খুশির ঈদ'। ঈদ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে দু'টি নাটক রচিত হয়েছে, সে দু'টির রচয়িতাও কাজী নজরুল ইসলাম। তার কাব্য পড়েই সেদিনের আত্মবিস্মৃত বাঙালী মুসলমানরা আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ), আযান, ওযূ, কা'বা, মসজিদ, মুওয়াযযিন নামগুলির সাথে পুনঃপরিচিত হ'তে পেরেছিল।

নজরুলের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। নজরুলই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের স্বাধীনতা। বাঙালী মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার চূড়ান্ত রূপকার। নজরুল ছিলেন এ জাতির প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। তার প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। তার কবিপ্রতিভা, সঙ্গীত মহীষা আমাদের অভিভূত করে। তিনি ইকবাল হয়ে মুক্তির গান গেয়েছেন, গালিব হয়ে কল্যাণের গজল শুনিয়েছেন। বিশ্বকবিসহ তৎকালীন লেখকদের একদেশদর্শিতাপূর্ণ কাব্য-সাহিত্য জগতে তিনিই একমাত্র কবি যিনি ইসলামের সাম্য-মৈত্রী মানবতার বাণী শুনিয়েছেন। নজরুলকে বাদ দিয়ে আজকে বঙ্গীয় মুসলমানদের আধুনিকতাকে ধারণ করা অসম্ভব। আজ বাংলা কাব্য সাহিত্যের নজরুলের এই শূন্য আসন কে করবে পূরণ, আজ সেই বিপ্লবী বিদ্রোহী নজরুলের প্রয়োজন। প্রয়োজন তার যুগে যুগে। নজরুল বিহনে কে শুনাত সেই জাগরণের গান-

'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান,
দাওয়াত এসেছে নয়া যামানার
ভাঙ্গা কেল্লায় ওড়ে নিশান'।

॥ সংকলিত ॥

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

অর্থনীতির পাতা

অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের ভূমিকা

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে আর অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ১১০)*।

জনগণ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ অর্জনের জন্য যুগে যুগে যেমন বহু মনীষী চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, নানা তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন, তেমনি নানা মতবাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে একই উদ্দেশ্যে। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রজাদের জন্য নানা হিতকর ব্যবস্থা বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হ'লেও শেষাবধি বিপুল জনগোষ্ঠী এসব উদ্যোগ বা কর্মসূচীর বাইরেই রয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় কিছু লোক এর ফলভোগ করেছে। তখন রাষ্ট্রের কল্যাণ ছিল শাসকদের কল্যাণ তথা সমৃদ্ধির সমার্থক। তাই শেষাবধি সাধারণ জনগণের ভাগ্যের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি কোন সভ্যতাতেই। বরং সমাজের বৃহৎ অংশই ছিল ভাগ্যবিড়ম্বিত ও দারিদ্র্য কবলিত। পরিণামে তারা হয়েছে শোষিত ও নিগৃহীত।

মানুষ মানুষকে শোষণের নানা উপায় বের করেছে। দাস প্রথা তারই সবচেয়ে কদর্য ও নগ্ন রূপ। অথচ প্রাচীন সকল সভ্যতাই ছিল দাসনির্ভর। প্রাচীন ভারতেও শুদ্ররা অন্যান্য দেশের দাসদের চেয়ে মোটেও উন্নত জীবন যাপন করত না। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সূদপ্রথা। বিশেষ প্রয়োজনে লোকেরা টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়। এটাই ছিল এক শ্রেণীর লোকের উপার্জনের উৎস। তারা টাকা ধার দিত সূদের বিনিময়ে। এই সূদও ছিল চক্রবৃদ্ধি প্রকৃতির। তাই একবার ঋণ নিলে তা পরিশোধ করা ছিল কঠিন। পুরুষানুক্রমে সেই ঋণ শোধ করতে হ'ত। ফলে কত পরিবার যে শেষাবধি সহায় সম্বল হারিয়ে পথে দাঁড়িয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এক সময় এদেশে বলা হ'ত কৃষকেরা ঋণের মধ্যেই জন্মে, ঋণেই বড় হয় এবং ঋণ রেখেই মারা যায়। সূদখোরদের সম্বন্ধে তাই সমাজে একটা বিরাট ও নিন্দনীয় মনোভাবের জন্ম হয়েছে বহু শতাব্দী আগে থেকেই। সেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অথবা দান্তের 'ডিভাইন কমেডিতে' এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সূদ উচ্ছেদের জন্য সূদখোরদের নিন্দা করাই যথেষ্ট না; বরং সূদের কুফল সম্বন্ধে জনগণকে যেমন সতর্ক করা প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষ হ'তেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

সূদের কারণেই সমাজে যেভাবে শোষণ সংঘটিত হয়, মানুষের তৈরী আইনের ছত্রছায়ায় তেমন আর কিছুতেই হয় নয়। মানুষের তৈরী আইনে চুরি করাকে অন্যায় বলা হয়েছে, মিথ্যা কথা বলাকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে, ব্যভিচারের শাস্তি রয়েছে। এমনকি মাদকাসক্তের জন্যেও রয়েছে জেল-জরিমানা। শাস্তি নেই শুধু সূদখোরের, বরং বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় জাহেলিয়াতে সূদখোরের পক্ষেই আইন কাজ করে থাকে। তার পক্ষেই আদালতের ক্রোক পরওয়ানা জারী হয়ে থাকে। এরই উল্টোপিঠে সূদ দিতে যে বাধ্য হচ্ছে তার দায় লাঘবের জন্য, তার ভারমুক্তির জন্য কোন পথ খোলা নেই। তার চেয়েও বড় কথা সূদ দিয়ে যেন অর্থ সংগ্রহ না করতে হয় তার কোন বিধানই নেই। মানুষের তৈরী বিধান বা কর্ম পরিকল্পনাতে সবচেয়ে বড় গলদ তো এখানেই।

ইসলাম এই সমস্যার সমাধান করেছে প্রায় দেড় হাযার বছর আগে। সূদ ছাড়াই যেন মানুষ তার অপরিহার্য প্রয়োজনে অর্থ পেতে পারে সে জন্য ইসলামে বিধান রয়েছে 'কর্যে হাসানা'র। ব্যবসায়িক প্রয়োজন বা কর্ম সংস্থানের জন্য রয়েছে মুযারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইসতিসনা, বায়-ই-সালাম, শিরকাতুল মিল্‌ক প্রভৃতির মতো পদ্ধতি। আফসোস! মুসলমান হয়েও আমরা এসবের খবর রাখিনা। কারণ আমাদের জীবন ব্যবস্থায় মনে করা হয় যে, অন্যান্য আর পাঁচটা ধর্মের মতো ইসলাম শুধুই একটি ধর্ম মাত্র।

ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (Complete code of life) তা সকলের জানার ও মানার কোন সুযোগ এদেশে নেই। অর্থনীতি এই জীবন ব্যবস্থারই অন্যতম অপরিহার্য প্রসঙ্গ। ব্যক্তি জীবন হ'তে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামের যে সুমহান ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকৌশল ও পদ্ধতি রয়েছে সে সম্বন্ধে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান অজ্ঞ। দেশের শাসন ব্যবস্থায় বর্তমানে জোট সরকার থাকলেও ইসলামের অনুশাসনসমূহ পালনে বাস্তবায়নে তাদের দায়বদ্ধতা মোটেই নেই। অথচ সূদের মত সর্বগ্রাসী এক রাহুর হাত হ'তে দেশের জনগণ ও অর্থনীতিকে বাঁচাতে হ'লে যুগপৎ সরকার ও জনগণকে এগিয়ে আসার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি, ঘটছে না। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে জাতি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমাজে বৈষম্য ও দারিদ্র্য আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। এর প্রতিবিধানের জন্য এই মুহূর্তে যারা দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করতে পারেন তারা হ'লেন এদেশের আলেম ও ইমামগণ। তারা ইসলামের যে জ্ঞান রাখেন তাতে কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব জনগণকে ইসলামের অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা অবহিত করার এবং তা প্রতিপালনে উৎসাহিত করার। এদের মধ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের ভূমিকা আরও অগ্রণী। কারণ ইমাম হিসাবে মুছল্লীদের তথা ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে তাদের যে প্রভাব

* *প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

রয়েছে এবং একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাদের চিন্তা ও কর্মক্ষমতার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তা এক্ষেত্রে কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রতিদিনের সাক্ষাৎ ও আলোচনা ছাড়াও জুম'আর খুৎবা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণকে তারা যেভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এমন আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদ যে দেয়, যে নেয়, যে হিসাব লিখে এবং যে সাক্ষ্য দেয় সকলেই সমান গুনাহগার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। সূদের গুনাহ কবীরা গুনাহ বলে গণ্য। এহেন সূদ দেশ-জাতি তথা আপামর জনতার স্থায়ীভাবে কতখানি ক্ষতি করে যাচ্ছে, সূদ কতখানি সর্বনাশা ও ব্যাপক ধ্বংসকারী এখানে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল।-

প্রথমতঃ সূদ সমাজ শোষণের নীরব কিন্তু বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে থাকে। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সূদের সাহায্যেই। ঋণ গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে টাকা নেয় সব সময় তা উৎপাদনমুখী হয় না। বরং চিকিৎসা, বিবাহ বা যরূরী প্রয়োজনেই লোকেরা সাধারণত ঋণ নেয়। এর বিপরীতে তার আয় বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই। তাহ'লে কিভাবে সে সূদের বাড়তি অর্থ প্রদান করবে? এজন্য পরবর্তীতে তাকে আরও বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হয়। এমনকি স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। সূদ গ্রহীতা সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জনে ভাগ বসিয়ে আয়েশী জীবন যাপন করে।

বর্তমান সময়ে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'ল এনজিওগুলি। এরা ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রোক্রেডিট নামে যে অর্থ দেয় শহরতলী ও গ্রামের পরিবারগুলিকে তার সূদের হার প্রকাশ্যে ১৬%, ২২% হ'লেও বাস্তবে ১৩২% বা তার চেয়েও বেশী। এই ঋণ যারা নেয় তারা বাড়তি যে উৎপাদনটুকু করে তা প্রদেয় সূদের মাধ্যমে হাত বদল হয় এনজিওদের হাতে। দারিদ্র্যের অশুভ চক্র হ'তে এসব ঋণগ্রহীতারা বেরিয়ে আসতে পারে না। কারণ তাদের হাতে পুঁজি নেই। পুঁজি পায় ঋণের মাধ্যমে, যা তাদের ফেরৎ দিতেই হবে। উপরন্তু কঠোর শ্রমের ফলে যে বাড়তি আয় হয় তার সিংহভাগই চলে যায় ঋণপ্রদানকারীর হাতে। নীট লাভ এতটুকুই যে সাময়িক বেকারত্বের গ্লানি হ'তে রেহাই। বাংলাদেশের এনজিওগুলি যে ক্রমাগত ফুলে বিরাট আকার ধারণ করছে তার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।

সূদভিত্তিক বিনিয়োগের ফলে সমাজে শোষণ সার্বিক ও সামষ্টিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য। মুষ্টিমেয় লোক ক্রমাগত ধনী হয়ে উঠছে অথচ বিপুল সংখ্যক উদ্যোক্তা পুঁজির অভাবে বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। পরোক্ষ ফল হিসাবে একচেটিয়া কারবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও সময়ের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হ'তে ঋণ পেয়ে থাকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটছে। অসম সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় ব্যবসায়ী একচেটিয়া ব্যবসায়ী হচ্ছে, আর ছোট ব্যবসায়ী সুযোগের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত ব্যবস্থায় সূদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃই ঊর্ধ্বগতি হয়। সূদ যেহেতু মূলধনের খরচ সেহেতু ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা উৎপাদিত পণ্য সেবার মূল্যের উপর তার প্রদেয় সূদ যোগ করে দেয় এবং ক্রেতা বা ভোগকারীকে তা প্রদানে বাধ্য করে। ব্যবসায়ী ভোক্তার কাছ থেকেই সূদের অর্থ আদায় করে তা ব্যাংক-কে পরিশোধ করে আর লাভের কড়ি তোলে নিজের ঘরে। এভাবে সকল ব্যবসায়ী সম্মিলিতভাবে তাদের প্রদেয় সূদের বোঝা জনগণের ঘাড়ে স্থানান্তর করে দেয় সুকৌশলে অথচ নিশ্চিতভাবে। ফলে শোষিত হয় সর্বস্তরের মানুষ। সূদ বহাল থাকা অবস্থায় প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যদি বড় ধরণের ইতিবাচক কোন পরিবর্তন সংঘটিত না হয় এবং বিদ্যমান বাজার কাঠামোর কোন রূপান্তর না ঘটে তাহ'লে দ্রব্যমূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

মহান রাব্বুল আলামীন তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে সূদকে হারাম ঘোষণা করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৮)* এবং রাসূলে করীম (ছাঃ)ও একে সমাজদেহ হ'তে সমূলে উচ্ছেদ করেছিলেন। সেই সূদই আবার জেঁকে বসেছে জগদ্দল পাথরের মত। মুসলমানদের ঈমানী দুর্বলতা, পুঁজিবাদের প্রবক্তাদের সুকৌশলী চক্রান্ত ও ইসলামের সার্বিক শিক্ষা সম্বন্ধে সীমাহীন অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। এই অবস্থার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্য চাই প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও উপযুক্ত কর্মকৌশল। এরই অংশ হিসাবে ইমামগণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা স্ট্রাটেজিক একথা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

সূদ ছাড়াই যে অর্থনীতি, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা, উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলতে পারে বিগত শতাব্দীর শেষভাগেই তা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের দেশেও এই একই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই আজ সামনের দিকে এগুতে হবে, পিছনে ফিরে তাকাবার সময় নেই। গত শতাব্দীর সব ভুলের অবসান ঘটিয়ে সব গ্লানির অপনোদন ঘটিয়ে এদেশের তাওহীদী জনতাকে নিয়ে যেতে হবে কাংখিত মনযিলে মকছূদে, জান্নাতের দুয়ারে।

আলোচনার শুরুতেই কুরআনুল করীম থেকে যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে যেমন 'আমর বিল মা'রূফের' নির্দেশ রয়েছে, তেমনি নির্দেশ রয়েছে 'নাহি আনিল মুনকার' বাস্তবায়নের। এই দুই নির্দেশ যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটা বাস্তবায়ন করলে অন্যটিও করতে হবে। এমনি এক আমর বিল মা'রূফ বাংলাদেশে চালু থাকলেও তা থেকে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যাচ্ছে না। কারণ

যে উপায়ে বা পদ্ধতিতে ঐ আমর বিল মা'রূফটি বাস্তবায়ন করেছিলেন রাসূলে করীম (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন সেই পথটি আমরা বিস্মৃত হয়েছি। যাকাত আদায় ও তার যথাযথ বিলি-বন্টন-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ যাকাত আদায় ও উপযুক্তভাবে বিলি বন্টন হওয়ার ফলেই একদা যে জাযীরাতুল আরবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ছিল অধিকাংশ লোকের নিত্য সাথী সেই জাযীরাতুল আরবে খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের সময়ে যাকাত নেবার লোক খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আব্বাসীয় খিলাফতের অবসানের পর মুসলিম উম্মাহ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং কার্যতঃ ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্রের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটতে শুরু করে এবং বহু মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু এসব রাষ্ট্র আর যাই হোক ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না। তাই মুসলমান ব্যক্তি ছাহেবে নিছাব হওয়ার কারণে যাকাত আদায় করেছে সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনায় বা ইচ্ছা মাফিক। ফলে কুরআনে যে আটটি খাতে যাকাতের অর্থ সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(তওবা ৬০)* এর দু'একটি বাদে অন্যান্য সব খাতই রয়ে গেছে অবহেলিত বা উপেক্ষিত। বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়, ঋণগ্রস্তকে উদ্ধার ও মুসাফিরের কথা বেমালূম ভুলে যাওয়া হ'ল।

অপরদিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্ণধাররা হয়ে গেলেন সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী। তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বিলি বন্টনে রইলেন পরান্মুখ। ফলে যে দায়িত্ব ছিল সরকারের তা ব্যক্তির হাতে রয়ে গেল। অথচ রাষ্ট্রের উদ্যোগে যাকাত ও ওশর আদায় হ'লে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় হ'তে পারতো তা অনেকেরই অজানা। বিস্ময়কর হ'লেও সত্য, বাংলাদেশের মত গরীব দেশেও সঠিকভাবে যাকাত ও ওশর আদায় হ'লে বছরে প্রায় চার হাযার কোটি টাকা যাকাত আদায় হ'তে পারে। এই অর্থ দিয়ে যে বিপুল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা যেত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে বিপুল অর্থ প্রতি বছর প্রয়োজন হয় তার পুরোটাই এই উৎস থেকে যোগান দেওয়া সম্ভব হ'ত।

এখান একটা যরূরী কথা বলে নেওয়া ভাল। এদেশের এনজিওগুলি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নামে চড়া সূদে যে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে তার পরিবর্তে যাকাতের এই অর্থ হ'তেই যদি দরিদ্রদের ঐ পরিমাণ টাকা মূলধন আকারে দেওয়া যেত তাহ'লে একদিকে যেমন বেকারদের মূলধন প্রাপ্তি নিয়ে চিন্তা করতে হ'ত না তেমনি তাদের সে অর্থ ফেরৎ দিয়ে আবার বেকার হয়ে পড়ারও আশংকা থাকত না। উপরন্তু তাদের উপার্জিত অর্থ হ'তে যে সূদ বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয় তাও দিতে হ'ত না। ফলে তাদের হাতে অর্থ সঞ্চিত হ'ত অথবা তা পুনরায় বিনিয়োজিত হ'ত। মূলধন ও মুনাফা একত্রে আরও বড় মূলধন হ'ত। এতে তার অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। যাকাতসূত্রে প্রাপ্ত মূলধন তার নিরাপত্তা ও উপার্জন দু'য়েরই নিশ্চিয়তা বিধানে সক্ষম। এই সত্যটা আজ সকলকে বুঝতে হবে। বিশেষতঃ আলেমে দ্বীন ও ইমামগণের একথা খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ও জনগণের মধ্যে তা প্রচারের এখনই সময়। তা না হ'লে এনজিও নামক বর্গিরা এদেশের সোনার ফসল খেয়ে যাচ্ছে ও যাবে।

সরকার বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টন না করলেও নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক মুমিন মুসলমানকে ঈমানী দায়িত্ব হিসাবেই যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে এককভাবে যাকাতের অর্থ বিলি বন্টন করার চাইতে গ্রুপ হিসাবে অথবা কোন সংস্থার মাধ্যমে নিজেদের যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন করাই শ্রেয়। সেই তহবিল হ'তেই পরিকল্পিতভাবে এলাকাভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে সেভাবে কর্মতৎপরতা শুরু করা যেতে পারে। সাধারণভাবে একটি গ্রাম বা মহল্লার দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) প্রশিক্ষণের অভাবে বেকার বলেই উপার্জনহীন (খ) কর্মসংস্থানের উপকরণ অথবা পুঁজির অভাবে বেকার তথা উপার্জনহীন এবং (গ) পারিবারিকভাবে অসমর্থ হওয়ার কারণে উপার্জনহীন বলেই দরিদ্র।

এছাড়া রয়েছে আকস্মিক বিপদের কারণে আর্থিক অনটন। যেমন- খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প অথবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকস্মাৎ মৃত্যু। এই ধরণের পরিবারগুলিকে যদি টার্গেট গ্রুপ হিসাবে বাছাই করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ ও পুঁজি যোগান দেওয়া যায় তাহ'লে বেকারত্ব তথা দারিদ্র্য হ্রাস পেতে বাধ্য। তা না করে যদি এদের কাউকে একটা শাড়ী অথবা একটি লুঙ্গি অথবা ২০টি টাকা দেওয়া হয় তাহ'লে এদের সমস্যার সুরাহা তো হবেই না; বরং তা ক্রমশ বহুগুণ বর্ধিত হবে। পরিকল্পিতভাবে যদি এই শ্রেণীর পুরুষ বা মহিলাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টার্গেট গ্রুপ করা যায় এবং যাকাতের অর্থ দিয়েই কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে পুঁজি যোগান দিয়ে একই সঙ্গে তাদের কাজের তদারকি করা যায় তাহ'লে সূদে প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণের চেয়ে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাবে। এজন্য একটি দশসালা পরিকল্পনা নেওয়া উচিৎ। পরীক্ষামূলকভাবে কোন একটি এলাকাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ একাজে এগিয়ে আসতে পারেন। তারা যদি নিজ নিজ মসজিদের আওতাভুক্ত এলাকাতেই সর্বোচ্চ দশ জনের একটি টার্গেট গ্রুপ নির্বাচন করে কাজ শুরু করেন তাহ'লে সুফল পাওয়া যাবেই ইনশাআল্লাহ। এজন্য তারা প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত সূত্রে আদায় করবেন এলাকা হ'তেই।

এরই পাশাপাশি সাধারণ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচীও অব্যাহত থাকতে হবে। দুঃস্থদের প্রয়োজনীয় আহার, চিকিৎসা ও বস্ত্রের যোগান দিতে হবে যাকাতের অর্থ হ'তে। এক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথার কিছুটা ভিন্নতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশী উপকার দর্শাবে। যেমন চিরাচরিত লুঙ্গি ও শাড়ী দেবার পরিবর্তে পরিবারপিছু নেটের একটি ডবল মশারী কিংবা শীতকালে কম্বল বা লেপ দেওয়া অথবা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ইউনিসেফ কর্তৃক গৃহীত স্যানিটারী পায়খানা সরবরাহ করা যেতে পারে। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলের পোশাক ও খাতা-কলম, পেন্সিল সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার আরও প্রসার ঘটবে। গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ মাতৃত্ব, যৌতুকবিহীন বিয়ে, বৃদ্ধদের চিকিৎসা, ভাঙ্গা ঘর মেরামত ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ এখন খুবই যরূরী। এর প্রতিটি কাজে খুব বেশী অর্থের দরকার নেই। কিন্তু বছরান্তে দরিদ্রদের হাতে দশ টাকা/বিশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বিশেষ কোন লাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এদেশে জনকল্যাণের জন্য অর্থের অভাব হওয়ার কথা নয়, দারিদ্র্য বিমোচনের তথা কর্মসংস্থানের জন্য পুঁজির সংকট হওয়ারও কথা নয়। এ অবস্থা সৃষ্টির মূল কারণ আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানকে তার যথাযথ স্প্রিরিটে পালন না করা বা পালন করতে গাফলতি করা।

সমাজ হ'তে অসৎ কর্মকাণ্ড উৎখাতের জন্য যেমন দরকার একদল যোগ্য ও সাহসী কর্মী তেমনি সৎ কাজ করার বা সেজন্য আদেশ দানের জন্যও চাই একই রকম যোগ্য ও সাহসী কর্মী। বস্তুতঃপক্ষে যে সমাজে যুগপৎ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের প্রয়োগ নেই সে সমাজ ধ্বংস হ'তে বাধ্য। আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে তারা বঞ্চিত। আমাদের সমাজেও এই অবস্থার সৃষ্টি হ'তে চলেছে। আমরা সূদের মত নিষিদ্ধ ও ঘৃণ্য বিষয়কে সমাজ ও অর্থনীতি হ'তে উৎখাতের জন্য যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি না তেমনি যাকাতের মত কল্যাণকর ও সামাজিক সাম্য ও স্থিতিশীলতা আনয়নকারী আমলকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়নের জন্যও উঠে পড়ে লাগিনি। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনও সুপেয় পানির জন্য টিউবয়েল বসানো হচ্ছে সূদের শর্তে ঋণ নিয়ে। অথচ এই কাজটি অনায়াসে সম্পন্ন হ'তে পারে যাকাতের অর্থ দিয়ে। সব্জী বীজ, হাঁসের বাচ্চা, ইউরিয়া সার, সেচের জন্য ডিজেল তেল ইত্যাকার নানাবিধ উৎপাদন উপকরণের জন্য যখন সূদ দেবার শর্তে লাখো-লাখো মুসলিম মা-বোনেরা এনজিওদের দরজায় ধর্ণা দেয় তখন কি আমাদের মনে এতটুকুও ধাক্কা লাগে না? নদী ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত পরিবার, খরায় ফসল পুড়ে যাওয়া কৃষকের পরিবার অথবা শুধু বিয়ের খরচ যোগাতে না পারা অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মুখের দিকে আমরা একবারও কি ফিরে তাকাই? শহরে চিকিৎসা নিতে আসা মানুষ সব ফুরিয়ে যখন মসজিদের সিঁড়িতে হাত পেতে দাঁড়ায়, মুসাফির যখন ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে আমাদেরই বাড়ীর গেটে দেহ এলিয়ে দেয় তখন কি আমরা একবারও ভাবি এরাই তো যাকাতের প্রকৃত হকদার? এদের জন্য আল-কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং যে বিধান দিয়েছেন আমরা আজ সেসব বেমালূম ভুলে আছি।

এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামী না হওয়া পর্যন্ত এক্ষেত্রে ইমামগণই প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। এখনও পর্যন্ত এই ঘুণে ধরা সমাজে যারা সৎ ব্যক্তি বলে পরিচিত, সমাজের সকল স্তরের লোকেরা যাদের নিজেদের বন্ধু ও সুখ-দুঃখে আপনজন বলে জানে তারা হ'লেন মহল্লার বা পাড়ার মসজিদের ইমাম। সেই ইমামদের মধ্যে যারা আবার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা রয়েছেন যোগ্যতার দিক দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে।

সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য তথা সূদের শোষণ ও বঞ্চনা হ'তে রেহাই প্রদান ও যথাযথভাবে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে আজ সবার আগে যারা এগিয়ে আসলে যথার্থ কল্যাণ হবে তাদের মধ্যে ইমামগণের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মনে রাখতে হবে, ইমামগণ হ'লেন নায়েবে রাসূল (ছাঃ)। তাই তাদের দায়িত্ব শুধু নকীবের নয়, আমিলেরও। জনগণকে সজাগ ও উদ্বুদ্ধ করতে, সরকারকে সূদ উচ্ছেদ করার প্রস্তুতি নিতে এবং একই সঙ্গে যাকাত আদায় ও ব্যবহারে সরকারের ভূমিকাকে প্রকৃতই জোরদার করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন এই প্রত্যাশা জাতির সচেতন অংশের। তাদের সম্মিলিত ও সমবেত প্রয়াসে এ জাতির ভাগ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন হ'তে পারে এ প্রত্যাশা মোটেই ভিত্তিহীন নয়। এজন্য দরকার শুধু তাদের আন্তরিক উদ্যোগ ও পরিকল্পিত কর্মতৎপরতা। একক বা বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সংগঠিতভাবে বিশেষ করে জাতীয় ইমাম সমিতির পতাকাতলে এ কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে সুচারুভাবে।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা প্রদান এখন সময়ের দাবী। শুধু যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তার যথোপযুক্ত বিলি বন্টন বা সূদের আর্থ-সামাজিক উপকার সম্বন্ধে জানাই যথেষ্ট নয়; বরং উৎপাদন, বন্টন ও ভোগে হালাল-হারামের প্রসঙ্গ বিবেচনাসহ ইসলামী ব্যাংক, বীমা বা তাকাফুল, ফিক্বাহ আল-মুয়ামালাহ, ইসলামের কৃষিনীতি, শ্রমনীতি, মীরাছ ইত্যাদি বিষয়েও ইমামগণের জানা দরকার জনস্বার্থেই। এজন্য ইমামগণের প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচীতে এ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়া যরূরী। 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর নীতি নির্ধারকগণ বিশ্বজুড়ে ইসলামী পুনর্জাগরণের আলোকে এসব বিষয়ে কার্যকরভাবে ইমামগণকে যেমন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দিবেন তেমনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণও তাদের উপর অর্পিত আস্থা ও দায়িত্ব পালনে তৎপর হবেন এ প্রত্যাশা দেশবাসীর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বীনের সফল বাস্তবায়নে আমাদের সহায় হৌন। -আমীন!

...রীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

নবীনদের পাতা

বিজ্ঞানের ভাবনায় মি'রাজ

*আল-বারাদী**

আধুনিক বিশ্বে বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগে মানব সভ্যতার উৎকর্ষের সাথে সাথে নাস্তিকতার প্রতিযোগিতাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব সমাজ ধর্মের সংস্কারে ব্রত হয়ে বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইসলাম পরিপন্থী নাস্তিকতাপূর্ণ কর্মে লিপ্ত হয়েছে। তারপরেও কিছু মানুষের ইসলামী মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ রয়েছে, যদিও তা এক প্রকার পার্থিব মোহ দ্বারা আচ্ছাদিত। মানুষের মাঝে মানবতা হ্রাস পেলেও আধুনিকতা ঠিকই বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে গবেষণার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন এবং সর্বোত্তম বিষয় আল-ইসলাম। প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কালের আবর্তনে যুগে যুগে বিভিন্ন বিস্ময়কর আবিষ্কারের সূত্র উদ্ভাবনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকটেও কুরআনের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, কুরআন-সুন্নাহ কালজয়ী ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষের যুগেও কিছু নাস্তিক বিজ্ঞানী মি'রাজকে অস্বীকার করে বলেছে, মি'রাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বশরীরে গমন করা অসম্ভব। কিন্তু অপরদিকে আরেকদল বিজ্ঞানী গবেষণা করে দৃঢ়তার সাথে একথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বশরীরেই মি'রাজে গমন করেছিলেন। এর স্বপক্ষে তারা অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হ'ল-

মি'রাজ প্রসঙ্গঃ

'মি'রাজ' (مِعْرَاج) আরবী শব্দ। শাব্দিক অর্থ-চড়ার বাহন তথা সিঁড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সপ্তম আকাশে একটি বিশেষ সিঁড়ির মাধ্যমে গমন করেছিলেন বলে ঐ 'ইসরা' সফরকে মি'রাজ বলা হয়।

পবিত্র মক্কা নগরী থেকে জেরুযালেম সফরে পৌঁছাতে একটি দ্রুতগামী উটের সময় লাগত দীর্ঘ এক মাস এবং ফিরতেও এক মাস সময় লাগত।[১] দীর্ঘ দু'মাসের পথ এবং সেই সঙ্গে যমীন থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পাঁচ হাযার বছর চলার পথের অকল্পনীয় দূরত্ব কোন এক রাতের কিয়দাংশে শেষনবী (ছাঃ) অতিক্রম করেন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। আর ঘটনাটি ইসলামের পরিভাষায় 'মি'রাজ' নামে অভিহিত। ইসরা সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করেন। মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার সঠিক সন ও তারিখ নিয়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে নির্ভরযোগ্য মত হ'ল, নবুওয়াতের দশম সনে খাদীজা (রাঃ) মৃত্যুর পর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হয়।[২]

বুরাক্ব ও সিঁড়িঃ

বুরাক্ব একটি সাদা জন্তু। গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি ধরণের। তার দু'টি উরুর মাঝে দু'টি ডানা ছিল। যা তার পা দু'টির কাছাকাছি ছিল।[৩] আকৃতি মানুষের চেহারার মত। পায়ের খুরগুলি জন্তুর ক্ষুরের মত। লেজটা বলদের লেজের মত। তাছাড়া সামনে পিছনে দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এতে সওয়ার হয়ে মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

বিশিষ্ট তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন, এই বুরাক্ব সেই জন্তু, যার উপর সওয়ার হয়ে ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে সিরিয়া থেকে মক্কায় দেখতে আসতেন। বুরাক্বের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছত, ততদূর দূরত্বে লাফ দিয়ে পা ফেলত।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের কাজটা থেকে অবসর পেলাম, তখন একটি সিঁড়ি আমার কাছে নিয়ে আসা হ'ল, যার নীচে উপরে যাতায়াতের ধাপ ছিল। এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আমি আর দেখিনি। এটা সেই সিঁড়ি যার দিকে মরণাপন্ন ব্যক্তি চেয়ে থাকে যখন তার কাছে মরণ এসে হাযির হয়।[৫] এই সিঁড়ির সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম আসমান, অতঃপর পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট আসমান সমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কিরূপ ছিল, তা আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। ইদানিং পৃথিবীতে আবিষ্কৃত অনেক স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট আকারে সিঁড়ি রয়েছে। তাই এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না।

বিজ্ঞান ও যুক্তির নিরিখে মি'রাজঃ

পৃথিবীর আকাশ থেকে তার নিকটবর্তী আকাশের দূরত্ব পাঁচশ' বছর চলার পথ। অনুরূপভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত প্রত্যেক আকাশের মাঝের দূরত্ব সমান। এরপর সপ্তম আকাশের উপর থেকে 'আরশে আযীম' পর্যন্ত পাঁচশ' বছর চলার পথ। আর মানুষের মাথার উপর থেকে পাঁচ হাযার বছর চলার পথের দূরত্বে আরশে আযীম অবস্থিত।[৬] এই দূরত্বকে সামনে রেখে নাস্তিক বিজ্ঞানীরা বলেন, একজন মানুষের পক্ষে স্বশরীরে মি'রাজে গমন করা অসম্ভব। তারা বিশ্ব সভ্যতার উৎকর্ষে বিস্ময়কর আবিষ্কারের নব শিহরণে শিহরিত হয়ে একটি প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করলেও তারা স্বীকার করেন যে, কৃত্রিম-অকৃত্রিম সকল প্রকার সৃষ্টির পেছনে একজন স্রষ্টা স্বয়ং বিদ্যমান।

** দ্বিতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. তাহযীবু সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯১।

২. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬।

৩. তাফসীরে তুবারী, ১৫ খণ্ড, পৃঃ ৩।

৪. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শরহে বুখারী, ৭/২০৬-৭ পৃঃ।

৫. তাহযীবু সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯২।

৬. রাদ্দুল ইমাম দারেমী আলাল মুরীসী, পৃঃ ৭৩ ও ৯০।

এ শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কের ভেতর দিয়ে মি'রাজে গমন কি করে সম্ভব হ'তে পারে না। নিম্নে মি'রাজ সম্পর্কিত তাদের প্রধানত তিনটি উদ্ভট যুক্তি ও এর সমাধান তুলে ধরা হ'ল-

(ক) মহাশূন্যে হাযার হাযার নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ পেরিয়ে মি'রাজে গমন করা অসম্ভব। কেননা স্থুল মানবদেহ মধ্যাকর্ষণ শক্তি ছেদ করে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ভেদ করে মহাশূন্য পেরিয়ে যেতে সক্ষম নয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সমস্ত কিছু অতিক্রান্ত করার সময় আবর্তিত নক্ষত্রের সঙ্গে ধাক্কা লেগে অগ্নির লেলিহান শিখায় নিমেষের মধ্যে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। কোনক্রমেই মি'রাজে গমন সম্ভব হ'তে পারে না।

সমাধানঃ

এর অন্যতম জবাব হচ্ছে- বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মহাকাশ যান 'পাথ-ফাইন্ডার'। এই পাথ-ফাইন্ডার পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে গ্রহ, উপগ্রহ পেরিয়ে নির্দ্বিধায় মহাশূন্য বিজয় করেছে। এ থেকে বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য যে, স্থুল মানবদেহ মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে সামনে অতিক্রম করতে সক্ষম।

আর দেহ ভস্মীভূত হওয়ার ব্যাপারেও উপরোক্ত আলোচনাই যথেষ্ট। এর আরো প্রমাণ হচ্ছে কোন স্থুল দেহ যদি এমন গতিসম্পন্ন হয়, যা বিদ্যুতের গতির ন্যায়, সেক্ষেত্রে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলেও দেহের কোন ক্ষতি হ'তে পারে না। যেমন- একটি প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে তার জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ভেতর দিয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে একটি আঙ্গুল চালনা করলে আঙ্গুল যেমন কোন প্রকার তাপের স্পর্শ অনুভব করে না, তেমনি মহাশূন্যের অসংখ্য নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যাত্রা বিশেষ পদ্ধতিতে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে সংঘটিত হওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ক্ষতি হয়নি। সুতরাং নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল।

(খ) প্রাকৃতিক বাধা উপেক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদে আক্বছার ছবি কিভাবে প্রদর্শন করানো হ'ল?

সমাধানঃ

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। এর মাধ্যমে এক দেশের আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। অর্থাৎ বস্তু সংযোগের ফলশ্রুতিতে আজ যে প্রদর্শনীয় কাজ সম্ভব হয়েছে, ঠিক সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেও তা সম্ভব ছিল। কেননা বস্তুর মধ্যে সেদিনও বর্তমান গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। শুধুমাত্র সংযোগের প্রয়োজন ছিল, যা আজ বিজ্ঞানী পন্থায় সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সেদিন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই সংযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এতে অবাক হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছা, ইশারাই যেকোন সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করতে সক্ষম। অতএব প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইসরা সফর প্রকৃতপক্ষেই সত্য।

(গ) পৃথিবীতে এত অল্প সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের মি'রাজ কিভাবে সংঘটিত হ'ল?

সমাধানঃ

আলোচ্য প্রশ্নের সমাধানে 'টাইমলস ও টাইম গেইন' ব্যাপারটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি পূর্ব দিকে গমন করলে সময় হারায়। আবার পশ্চিম দিকে গমন করলে সময় যোগ হয়। কারো গতি যদি পূর্বদিকে পৃথিবীর আবর্তনের গতির দ্বিগুণের সমান হয়, তবে দ্বিগুণ সময় হারাবে। আবার অপরদিকে পশ্চিমে হ'লে দ্বিগুণ সময় অর্জন করবে। আর এতে স্থির ব্যক্তির সাথে উভয়ের সময়ের বিরাট পার্থক্য ঘটবে।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে, বিশ্ব প্রকৃতির কোন স্টান্ডার্ড সময় নেই। সব সময়ই আপেক্ষিক। সুতরাং মি'রাজের সময় গতিশীল, আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গতিশীল সময় যাপনের সাথে পৃথিবীর স্থির মানুষের সময়ের পার্থক্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অন্য একটি সূত্রও প্রয়োগ করা যেতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে এক মিনিট কোন উৎপন্নকারী দু'টি রেখা ভূপৃষ্ঠের যে অংশে ছেদ করবে, সেখানে রেখা দু'টির দুরত্ব এক নটিক্যাল মাইল। এই দু'বাহুর বর্ধিতাংশ যখন সৌরজগৎ অতিক্রম করবে, তখন সেখানে দু'রেখার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ও সময়ের অনুপাত পৃথিবীর এক মিনিট ও এক নটিক্যাল মাইলের তুলনায় সাড়ে বাইশ বছরের সমান।[৭] মি'রাজের রাত্রে নিশ্চয়ই এটা অসম্ভব ছিল না। সুতরাং পৃথিবীর অতি অল্প সময় অতিক্রম হওয়ার সঙ্গে অনুপাত করে দেখা যায় দীর্ঘ সময়ের মি'রাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

মি'রাজ এটাও প্রমাণ করে যে, প্রায় সাড়ে ১৪শ' বছর পূর্বেও এই বিস্ময়কর বিজ্ঞান ছিল এবং কুরআন-সুন্নাহ তার প্রধান উৎস। মি'রাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রী বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত। যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণশীল ও দর্শনশীল *(ইসরা ১)*।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল ও মনোনীত বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্‌র ক্ষমতার কাছে সকল প্রকার সম্মিলিত ক্ষমতা দুর্বল ও অকেজো। তিনি তাঁর মনোনীত বান্দার প্রতি সর্বদা সাহায্যকারী। তাই নবুঅতকে আরো দৃঢ় করার জন্য ইসরা অভিযান সংঘটিত করেন এবং বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন দেখান।

মি'রাজ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছে যে সমস্ত দলীল পাওয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণায় যে প্রমাণিকতা বিদ্যমান তাতে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল, স্বপ্নযোগে নয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক আক্বীদা পোষণের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৭. মোঃ শাহাদত হোসেন, নিবন্ধঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মি'রাজ,দৈনিক ইত্তেফাক ২০০১ইং।

দিশারী

কতিপয় অপপ্রচারের জবাব

মুযাফফর বিন মুহসিন

(২য় কিস্তি)

তিনঃ তাক্বলীদ চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং যেকোন ইমামের তাক্বলীদ করা ওয়াজিব। চার মাযহাবের অনুসরণ করা মানে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকা। আর যেকোন একটি থেকে বিমুখ হওয়া মানে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের হয়ে যাওয়া। প্রিয় নবীর যুগ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাক্বলীদের প্রচলন ছিল। ছাহাবীগণের মধ্যেও ব্যক্তি বিশেষে তাক্বলীদ চালু ছিল। তাই নবী-রাসূলগণের অনুসরণ করলে যেমন শিরক হয় না, তেমনি ইমামদের তাক্বলীদ করলেও শিরক হবে না *(সার সংক্ষেপঃ আহলে সুন্নাত বনাম আহলে হাদীছ, পৃঃ ১৪-১৬)।*

জবাবঃ 'তাক্বলীদ' মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ক্যান্সার সদৃশ একটি মরণব্যাধি স্বরূপ। তাক্বলীদ অর্থ হ'ল, 'নবী ব্যতীত অন্য কারু প্রদত্ত শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়া'। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ 'তাক্বলীদ হ'ল, বিনা দলীলে কারো কোন কথা মেনে নেওয়া'।[১৩] পক্ষান্তরে তার সরাসরি বিরোধী 'ইত্তেবা'র সংজ্ঞা হ'ল, 'অন্য কারো সিদ্ধান্তকে দলীল সহকারে মেনে নেওয়া'। যেমন ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, اَلْاِتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ 'ইত্তেবা হ'ল ঐ বিষয়ের অনুসরণ করা, যার উপরে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।[১৪] অর্থাৎ দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' বলে এবং রায়-এর অনুসরণকে 'তাক্বলীদ' বলে। সুতরাং মুসলমান মাত্রই দলীল প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত বিধানের 'ইত্তেবা' করবে। প্রমাণ বা দলীলবিহীন কোন কথার 'তাক্বলীদ' করবে না।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে 'ইত্তেবা' ও 'ইত্ত্বা'আত' কথা ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি নেতা বা আমীরের অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপারেও কুরআন-সুন্নাহ্তে উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মাযহাবী ভাইগণ কেন ইমামদের বেলায় 'তাক্বলীদ' শব্দ ব্যবহার করলেন? যা কুরআন-হাদীছে কোথাও পাওয়া যায় না। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রহস্য হয়তবা নিহিত রয়েছে। কেননা তাঁরা মহামতি ইমামগণের তাক্বলীদের নামে প্রচলিত দলীল বিহীন 'রায়'-সমূহের অন্ধ অনুসরণ করতে জনগণকে বাধ্য করতে চান। অথচ ইমামগণ কখনোই তাঁদের তাক্বলীদ করতে বলেননি। বরং তাঁদের সকলের একই বক্তব্য ছিল, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبُنَا 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব'।[১৫]

অতঃপর বিবেকবানগণের নিকটে প্রশ্ন যে, 'চার মাযহাব ও চার ইমামের যেকোন একটি অনুসরণ করা ওয়াজিব' এ বিধান কে দিল? এ নির্দেশ কি আল্লাহ ও রাসূলের? কস্মিনকালেও নয়; বরং প্রশ্নই উঠে না। কারণ এইসব মাযহাবী ফের্কাবন্দীর উৎপত্তির প্রায় ৪০০ বছর পূর্বেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিধান আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সেকারণ মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪/১৬০৫ খৃঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

وَمِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّ اللّٰهَ مَا كَلَّفَ أَحَدًا أَنْ يَكُوْنَ حَنَفِيًّا أَوْمَالِكِيًّا أَوْشَافِعِيًّا أَوْحَنْبَلِيًّا بَلْ كَلَّفَهُمْ أَنْ يَعْمَلُوْا بِالسُّنَّةِ-

'এটা জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে হানাফী কিংবা মালেকী অথবা শাফেঈ বা হাম্বলী হওয়ার জন্য বাধ্য করেননি; বরং বাধ্য করেছেন সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার জন্য'।[১৬]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) আরো জোর দিয়ে বলেন,

أَشْهَدُ لِلّٰهِ بِاللّٰهِ أَنَّهُ كَفَرَ بِاللّٰهِ أَنْ يَعْتَقِدَ فِيْ رَجُلٍ مِنَ الْأُمَّةِ مِمَّنْ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ أَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَىَّ اِتِّبَاعَهُ حَتْمًا وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَىَّ هُوَ الَّذِيْ يُوْجِبُهُ هٰذَا الرَّجُلُ عَلَىَّ وَلٰكِنَّ الشَّرِيْعَةَ الْحَقَّةَ قَدْ ثَبَتَ قَبْلَ هٰذَا الرَّجُلِ بِزَمَانٍ-

'আমি আল্লাহ্র জন্য আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, কেউ যদি উম্মতের কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন আক্বীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উপরে ঐ ব্যক্তির অনুসরণ অপরিহার্য করেছেন এবং ঐ ব্যক্তি আমার উপরে যা ওয়াজিব করেন তাই-ই ওয়াজিব, অথচ তার ভুল এবং শুদ্ধ হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাহ'লে এটা আল্লাহ্র সঙ্গে কুফরী করা হবে। কারণ প্রকৃত শরী'আত ঐ ব্যক্তির বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।[১৭] জগদ্বিখ্যাত হানাফী বিদ্বানগণের উপরোক্ত বক্তব্যগুলি কথিত মাযহাবী মুফতীদের হৃদয়পটে দাগ কাটবে কি?

---

১৩. *আবদুল আলী, ফাওয়াতেহুর রাহমূত শরহে মুসাল্লামুছ ছুবূত (নওলকিশোর, লাক্ষ্ণৌঃ ১২৯৫/১৮৭৮খৃঃ), পৃঃ ৬২৪।*

১৪. *ইমাম শাওকানী, আল-ক্বাওলুল মুফীদ (মিছরঃ ১৩৪০হিঃ), পৃঃ ১৪।*

১৫. *শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৭৩।*

১৬. *সৈয়দ নাযীর হুসাইন দেহলভী, মি'আরুল হক্ব (দিল্লীঃ রহমানী প্রেস, ১৩৩৭হিঃ/১৯১৯খৃঃ), পৃঃ ৫৩।*

১৭. *শাহ অলিউল্লাহ, তাফহীমাতুল ইলাহিয়াহ (আরবী ও ফারসী) (ইউপি-ভারতঃ মদীনা অফসেট প্রেস, বিজনৌর, ১৩৫৫হিঃ/১৯৩৬খৃঃ), ১/২১১পৃঃ।*

মুফতী ছাহেবদের আরেকটি বক্তব্য হচ্ছে- 'রাসূলের যুগ থেকেই ছাহাবীগণের মাঝে তাক্বলীদ চালু ছিল'। 'তাক্বলীদ'-এর অর্থ না জানার কারণেই হয়তবা তাদের এরূপ স্থূল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ স্বচ্ছ বিধানের যাঁরা বাস্তব অনুসারী হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেই সকল ন্যায়নিষ্ঠ ছাহাবীগণের প্রতি এমন ডাহা মিথ্যা তোহমত দেওয়া কি কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে শোভা পায়? ছাহাবী ও তাবেঈগণ সর্বদা দলীলভিত্তিক প্রামাণ্য কথার অনুসরণ করতেন, কারু অপ্রামাণ্য 'রায়'-এর নয়। হাদীছগ্রন্থ সমূহে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ বিষয়ে পাঠ করুন- ইমাম ছালেহ ফুল্লানী প্রনীত 'ঈক্বাযু হিমাম' গ্রন্থটি।

এছাড়া প্রায় সাতশ' বছর পূর্বেই হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১হিঃ) এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বলে গেছেন,

فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُوْرَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِىْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ اتَّخَذَ رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَلِّدُهُ فِىْ جَمِيْعِ أَقْوَالِهِ فَلَمْ يُسْقِطْ مِنْهَا شَيْئًا وَأَسْقَطَ أَقْوَالَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا- وَنَعْلَمُ بِالضَّرُوْرَةِ أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ فِىْ عَصْرِ التَّابِعِيْنَ وَلاَ تَابِعِى التَّابِعِيْنَ فَلْيُكَذِّبْنَا الْمُقَلِّدُوْنَ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ سَلَكَ سَبِيْلَهُمْ الوَخِيْمَةَ فِىْ الْقُرُوْنِ الْفَضِيْلَةِ-

'নিশ্চয়ই আমরা আবশ্যিকভাবে একথা জেনে নিব যে, ছাহাবীগণের যুগে এমন একজন ব্যক্তিও ছিলেন না, যিনি তাদের মধ্যে কোন একজনের কোন কথা পরিত্যাগ না করে তার সমস্ত কথার তাক্বলীদ করেছেন এবং অন্যের সমস্ত কথাই পরিত্যাগ করেছেন একটিও গ্রহণ করেননি, এমন কেউই ছিলেন না। আমাদের আরো জানা আবশ্যক যে, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণের যুগেও এমনটি ছিল না। এক্ষণে মুক্বাল্লিদগণ স্বর্ণ যুগের কোন একজন ব্যক্তিকে দিয়ে হ'লেও প্রমাণ করুন, যিনি তাদের গৃহীত নিকৃষ্ট পথের অনুগমন করেছেন'।[১৮]

এ বিষয়ে শুনুন শাহ অলিউল্লাহ্‌র আরো পরিষ্কার বক্তব্যঃ

قَدْ تَوَاتَرَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا بَلَغَهُمُ الْحَدِيْثُ يَعْمَلُوْنَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلاَحِظُوْا شَرْطًا-

'ছাহাবা ও তাবেঈন হ'তে একথা অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকটে কোন বিষয়ে হাদীছ পৌঁছে গেলে বিনা শর্তে তাঁরা তার উপরে আমল করতেন'।[১৯]

এক্ষণে চার মাযহাবের যেকোন একটি মাযহাবের অনুসরণ করলেই বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবে কি? এই প্রশ্নের জবাবে শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) বলেন,

فَلْيَعْلَمْ مَنْ أَخَذَ بِجَمِيْعِ أَقْوَالِ أَبِى حَنِيْفَةَ أَوْ جَمِيْعِ أَقْوَالِ مَالِكٍ أَوْ جَمِيْعِ أَقْوَالِ الشَّافِعِىِّ أَوْ جَمِيْعِ أَقْوَالِ أَحْمَدَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُمْ وَلَمْ يَتْرُكْ قَولَ مَنْ اتَّبَعَ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَى قَولِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى مَاجَاءَ فِىْ الْقُرْآنِ والسُّنَّةِ... إِنَّهُ قَدْ خَالَفَ إِجْمَاعَ الأُمَّةِ كُلِّهَا أَوَّلِهَا عَنْ آخِرِهَا بِيَقِيْنٍ لاَ إِشْكَالَ فِيْهِ وَإِنَّهُ لاَيَجِدُ لِنَفْسِهِ سَلَفًا وَلاَ إِنْسَانا فِى جَمِيْعِ الأَعْصَارِ الْمَحْمُوْدَةِ الثَّلاَثَةِ فَقَدْ اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ-

'জানা উচিত, যে ব্যক্তি আবু হানীফা-এর সমস্ত কথা কিংবা মালেক, শাফেঈ বা আহমাদ (রহঃ)-এর সমস্ত কথা গ্রহণ করে এবং সে যার অনুসরণ করে তার একটি কথাও না ছাড়ে। অন্যান্যরাও যদি এমন করে এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র উপরে নির্ভরশীল না হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে যে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ করবে, এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। নিশ্চিতভাবেই সে সালাফে ছালেহীন এবং তিনটি প্রশংসিত যুগের কোন একজন ব্যক্তিকেও তার সমর্থনে পাবে না। সে মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসরণ করেছে। এই অবস্থান থেকে আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে পরিত্রাণ চাই'।[২০] শাহ শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর উপরোক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, কারা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বের হয়ে গেল। মাযহাবপন্থী মুক্বাল্লিদ ভাইয়েরা নাকি কুরআন-সুন্নাহ্‌র নিরপেক্ষ অনুসারীগণ?

তিনি আরও বলেন, اگر نمونه يهود خواهی كه بينی علماء سوء كه طالب دنيا باشند وخو گرفته بتقليد سلف و معرض نصوص از كتاب وسنت وتعمق وتشدد يا استحسان عالمے را مستند ساخته از كلام شارع معصوم بے پرواه شده باشند و احاديث موضوعه و تاويلات فاسده را مقتدائے خود ساخته باشند تماشا كن كأنهم هم،

১৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৩ খৃঃ/১৪১৪হিঃ), ২/১৪৫ পৃঃ।*

১৯. *শাহ অলিউল্লাহ, আল-ইনছাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ, সম্পাদনাঃ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (বৈরূতঃ দারুল নাফাইস, ১৩৯৭হিঃ/১৯৭৭খৃঃ), পৃঃ ৭০।*

২০. *হুজ্জাতুল্লাহ ১/৩৭৩ পৃঃ।*

'যদি তুমি ইহুদীদের নমুনা দেখতে চাও তাহ'লে দুষ্ট আলেমদের দিকে তাকাও, যারা দুনিয়ার সন্ধানী। যারা বিগত কোন ব্যক্তির তাক্বলীদে অভ্যস্ত। যারা কিতাব ও সুন্নাতের দলীল সমূহ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কোন একজন আলিমের সূক্ষ্মবাদিতা কঠোরতা ও সু-ধারণাযুক্ত সমাধান (ইসতিহসান)-কে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে। যারা মা'ছূম রাসূলের কালাম হ'তে বে-পরওয়া হয়ে বিভিন্ন জাল হাদীছ ও বাতিল ব্যাখ্যা সমূহ (তাবীল)-কে অনুসরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে। তামাশা কেমন তারা যেন খোদ ইহুদী।'[২১]

অতঃপর মুফতী ছাহেব বলেছেন, 'নবী-রাসূলদের অনুসরণ করলে যেমন শিরক হয় না, তেমনি ইমামদের তাক্বলীদ করলেও শিরক হবে না'। একথা যে চরম ভ্রান্তিপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নবী-রাসূল এবং ইমামদের তিনি সমপর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। নবী-রাসূলগণ যেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন বিধান নাযিল না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলতেন না *(নাজম ৩-৪)* এবং তারা ছিলেন দোষত্রুটি মুক্ত ও মা'ছূম, সেখানে তাঁদেরকে ভ্রান্তির আশংকাযুক্ত মুজতাহিদ ইমামদের সাথে তুলনা করেছেন।

আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মওজুদ থাকতে ইমামের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের রচিত বিধানের উপর তাক্বলীদের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে কলুর বলদে পরিণত করবেন, আর তা যে শিরক হবে না একথা বলার দুঃসাহস কোথায় পেলেন? বস্তুত তাক্বলীদের ধারণাটাই তাওহীদের মৌলিক চেতনার সাথে সংঘর্ষশীল। শাহ ইসমাঈল শহীদ-এর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করুন!

وَلَيْتَ شِعْرِى كَيْفَ يَجُوْزُ الْاِلْتِزَامُ تَقْلِيْدَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مَعَ تَمَكُّنِ الرُّجُوْعِ إِلَي الرِّوَايَاتِ الْمَنْقُوْلَةِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيْحَةَ الدَّالَّةَ خِلاَفَ قَوْلِ الْاِمَامِ الْمُقَلَّدِ، فَاِنْ لَمْ يَتْرُكْ قَوْلَ إِمَامِهِ فَفِيْهِ شَائِبَةٌ مِنَ الشِّرْكِ-

'আমার বোধগম্য হয়না যে, অনুসরণীয় ইমামের কথার বিপরীতে রাসূলের স্পষ্ট হাদীছ সমূহের দিকে ফিরে যাওয়ার যাবতীয় ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের তাক্বলীদকে অপরিহার্য গণ্য করা সিদ্ধ হ'তে পারে? ছহীহ হাদীছ পাওয়া সত্ত্বেও যদি মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিটি তার ইমামের কথা পরিত্যাগ না করে, তাহ'লে (বুঝতে হবে যে) তার মধ্যে শিরকের দোষ মিশ্রিত আছে'।[২২] তিনি অন্যত্র আরো একধাপ এগিয়ে সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের আলোকে বলেন, فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ اتِّبَاعَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِحَيْثُ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِهِ دَلاَئِلُ مِنَ السُّنَّةِ و الْكِتَابِ وَيُأَوِّلُ إِلَى قَوْلِهِ شَوْبٌ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ وَحَظٌّ مِنَ الشِّرْكِ- 'এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অবশ্যই নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ করা যেমন-তার কথা এমনভাবে আঁকড়ে ধরা, যদিও তা কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলীল সমূহের বিরোধী সাব্যস্ত হয় এবং কুরআন-সুন্নাহকে তার কথার পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয় তাহ'লে তার মধ্যে খ্রীষ্টানী স্বভাব মিশ্রিত রয়েছে এবং শিরকের অংশ রয়েছে'।[২৩] অতএব নবীর কথা বাদ দিয়ে ইমামের ও পীরের তাক্বলীদ করলে যে শিরক হবে এ ব্যাপারে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর বক্তব্যই যথেষ্ট।

সুধী পাঠক! মাযহাব ও তাক্বলীদী ফের্কাবন্দী মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য যে কত বড় ধ্বংসাত্মক তা অনুধাবন করা খুব একটা কষ্টকর নয়। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনীত অভ্রান্ত বিধানের বিরুদ্ধেই এর জন্ম। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) তাই তাক্বলীদ ও তথাকথিত মুক্বাল্লিদদের বিরুদ্ধে নির্ভীক চিত্তে উচ্চারণ করেন, خود را مقلد محض بودن هرگز راست نمى ايد و كارے نمى كشايد اكثر مفاسد در عالم از هميں جهت ناشى شده- 'নিছক মুক্বাল্লিদ কোন ব্যক্তি কখনই সত্যে উপনীত হ'তে পারে না; বরং পৃথিবীর সিংহভাগ ফাসাদ ও বিশৃংখলা তাক্বলীদের উৎস হ'তেই সৃষ্ট'।[২৪] আল্লাহ পাক বহু পূর্বেই বলেছেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَتَفَرَّقُوْا 'তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে কঠিনভাবে ধারণ কর। তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়োনা' *(আলে ইমরান ১০৩)*। অথচ চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর নিন্দিত যুগে চালু হওয়া তাক্বলীদে শাখ্‌ছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা মুসলিম উম্মাহ্‌কে তাক্বলীদের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত করেছে। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে যাবতীয় বিভক্তিকে মিটিয়ে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানায়।

অতএব প্রিয় পাঠক! অনুধাবন করুন! কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকোজ্জ্বল পথকে পরিহার করে মুফতী নামধারীদের সৃষ্ট অন্ধকার তাক্বলীদী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা কি কোন অবস্থাতেই সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক হবে?

[চলবে]

---

২১. শাহ অলিউল্লাহ, আল-ফাওযুল কবীর (ফারসী), (দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস), পৃঃ ১০।
২২. শাহ ইসমাঈল শহীদ, তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ'ইল ইয়াদায়েন (মীরাটঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১২৭৯হিঃ/১৮৬৩ খৃঃ), পৃঃ ৩৭-৩৯।
২৩. ঐ, পৃঃ ৪৫।
২৪. শাহ অলিউল্লাহ, ইযালাতুল খাফা (ফারসী), ২৫৭ পৃষ্ঠার বরাতে আবু ইয়াহ্‌ইয়া ইমাম খান নওশাহ্‌রাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (উর্দূ) (লাহোরঃ নিয়াযী প্রিন্টিং প্রেস, ২য় সংস্করণঃ ১৩৯১/১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ৫৯।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সাড়ে তিন হাত মাটি

এম, রফীক

সুদীর্ঘ পথেরও শেষ আছে, শেষ আছে এই মোহনীয় বসুন্ধরার। শুধু শেষ নেই বনু আদমের আশা-আকাংখা, চাওয়া-পাওয়া ও লোভ-লালসার। তারই আলোকে এই ছোট্ট গল্প।-

এক গ্রামে রিয়াযুদ্দীন নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। তার দুই ছেলে। বড় ছেলে আরমান ওকালতি পাশ করে শহরেই থাকে। ছোট ছেলে আনোয়ার গ্রামে বাস করে। আনোয়ার পেশায় কৃষক। গ্রামের মাদরাসা থেকে এইট পাশ করেছে আনোয়ার। সে গভীর অনুরাগী। গ্রামেই সে বিয়ে করেছে। হঠাৎ ব্রেইন ষ্ট্রোক করে ইহধাম ত্যাগ করেন রিয়াযুদ্দীন। বাবার দাফন-কাফন শেষে দু'ভাই একত্রে বসে আলোচনা করছে।

বড় ভাই বলছেন, শোন আনোয়ার, বাবা মৃত্যুর সময় সম্পত্তি আমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। গ্রামের জমিজমা সব তোমার। আর শহরেরগুলি আমার। বড় ভাইয়ের কথার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার অভ্যাস নেই বললেই চলে। আর বাবা যেহেতু জমি বন্টন করে দিয়েছেন, সেহেতু আর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আরমান ছিল ছোটবেলা থেকেই লোভীপ্রকৃতির। আর মিথ্যা বলায় পারঙ্গম। ছালাত-ছিয়াম সহ ধর্মীয় কার্যাদী পালনে ছিল তার চরম অনীহা। তবুও মাঝে মধ্যে শুক্রবারে মসজিদে গেলেও বলত, এই দিনে সব লোক যায় তাই আমিও যাই। আরমানদের গ্রামের বাড়ীতে জমি তেমন ছিল না। শহরেই সব। ব্যাংক ব্যালেন্স সহ বেশ কয়েকটি বাসা।

আরমান ছাহেবের দুই ছেলে হেলাল আর বেলালকে প্রয়োজনমত লেখা-পড়া শিখিয়ে তার ব্যবসার দায়িত্ব দিয়েছেন।

আরমান ছাহেব বৃদ্ধ বয়সে উপনীত। আগেই সম্পত্তি দু'ছেলের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। শরীরে তেমন জোর নেই বললেই চলে। সব সময় ঘরে তাসবীহ টিপে টিপে সময় কাটান। মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিলে যান এবং অনেক পাপ-পুণ্যের কথা শুনেন। মনে মনে ভাবেন কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে ইয়াতীমখানা, মাদরাসা, মসজিদ তৈরি করে দিবেন। কিন্তু আশা সেখানেই শেষ। অর্থ-সম্পদতো ছেলেদের হাতে।

আর ইদানিং ছেলেরা কাজে এতটা ব্যস্ত যে, পিতার খোঁজ-খবর নেয়ারও সময় নেই। আরমান ছাহেব শুধু অন্ধকার ঘরে বসে পাপ-পুণ্যের হিসাব করেই সময় কাটান।

একদিন দুই ছেলের জোরালো কণ্ঠের আওয়াজ পিতার কর্ণে প্রবেশ করে। তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব পিতাকে নিয়েই, সারমর্ম হ'ল-

হেলাল বলছে, দেখ বেলাল! বাবার শরীর খারাপ। কখন মারা যায় বলা যায় না। কবর দেয়ার কথা তো ভাবতে হবে। উত্তরায় তোর যে খালি যায়গা পড়ে আছে, সেখানে দেওয়া যায় বলে ভাবছি। কথার মাঝে বাধা দিয়ে বেলাল বলে, না, এ সম্ভব নয়। গতকাল ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা হয়েছে, ওখানে একটা ফ্ল্যাট তুলব। বরং বিশ্বাসপাড়ায় তোর জায়গা আছে, সে জায়গায় দাফনের চিন্তা করা যায়। না না- ওখানে আমার ভিন্ন পরিকল্পনা আছে। দু'ভাইয়ের মাঝে তর্ক ঝগড়ার রূপ নিল, পরিশেষে বলল, আমাদের আর কি দোষ বল, বাবা যদি গ্রামের সব জমি চাচাকে লিখে না দিত, তবে সেখানে বাবার কবরের ব্যবস্থা করা যেত।

আরমান ছাহেব ছেলেদের কথা শুনছেন আর নিরবে চোখের জল ফেলছেন। জীবনের এতটা বছর অতিক্রম করেছেন লোভ-লালসা আর অর্থের মোহে। কখনও পরকালের কথা ভাবেননী। অথচ ছোট ভাইকে ঠকিয়ে এত সম্পদ দখল করার পরও সাড়ে তিন হাত জায়গা তার ভাগ্যে জোটে না। হায়রে নিয়তি, হায়রে জীবন, হায়রে সাড়ে তিন হাত জমি! আজ সবাই আমার পর।

বি,এ অনার্স (২য় বর্ষ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্ষেত-খামার

আমড়ার পুষ্টিগুণ

আমড়া একটি সুপরিচিত ফল। এর স্বাদ টক মিষ্টিতে মিশ্রণ, যা খেতে খুবই সুস্বাদু। আমড়ার সিংহভাগ কাঁচা খাওয়া হ'লেও এ থেকে আচার, চাটনি আর পরিপক্ব ফল দিয়ে তৈরী করা যায় জেলি এবং মোরব্বা। গ্রামাঞ্চলের কেউ কেউ গোশতের সাথে আমড়া রেধে খায়। আমড়ায় ভিটামিন 'সি'র পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর পরিমাণ লৌহ। লৌহের অভাবে আমাদের রক্ত স্বল্পতা হয়। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় এ উপসর্গ দেখা দেয় না। অভাব বেশী হ'লেই কেবল শারীরিক দুর্বলতা, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, ঘন ঘন অসুস্থতা এসবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তখন বড়দের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, অপরদিকে শিশুদের মস্তিষ্ক হয় বাধাপ্রাপ্ত। ফলে স্কুলের পড়া সহজে শিখতে পারে না। অথচ আপনি আর আপনার বাচ্চাকে লৌহসমৃদ্ধ অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি নিয়মিত আমড়া খাইয়ে এসব সমস্যা এড়াতে পারেন। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, এর প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে (আহারোপযোগী) শর্করা ১৫ গ্রাম, আমিষ ১.১ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৫ মিলিগ্রাম, লৌহ ৩.৯ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৮০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'বি' ১০.২৮ মিলিগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি রয়েছে ৬৬ কিলোক্যালরি। আমড়ায় আছে যথেষ্ট ঔষধিগুণ, রক্ত আমাশয় হলে আধা কাপ পানিতে ৩/৪ গ্রাম আমড়ার কষ, সেই সাথে ১ চা-চামচ গাছের (আমড়া) রস এবং একটু চিনি মিশিয়ে খেতে হবে।

কামরাঙ্গার পুষ্টিগুণ

কামরাঙ্গা বাংলাদেশের পুষ্টিসমৃদ্ধ একটি দেশীয় ফল। এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা, ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম, লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কামরাঙ্গা ছেলে-মেয়েদের প্রিয় ফল। সাধারণতঃ কাঁচা ফল খেতে টক হ'লেও পাকলে কিছুটা মিষ্টি হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কামরাঙ্গায় ০.৫ গ্রাম প্রোটিন, ৯.৫ গ্রাম শ্বেতসার, ০.১২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২, ৬১ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি', ১১ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১.২ মিলিগ্রাম লৌহ ও ৫০ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে। দেহের পুষ্টি সাধনে কামরাঙ্গায় বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কামরাঙ্গায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' আছে। আর ভিটামিন 'সি' নারী-পুরুষ, শিশু, কিশোর-কিশোরী তথা সকল মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি পুষ্টি উপাদান। ভিটামিন 'সি' আমাদের দাঁত, মাড়ি ও পেশী মযবূত করে। তাছাড়া ভিটামিন 'সি' সর্দি-কাশি ও ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করে এবং দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কামরাঙ্গা রান্না করে খেতে হয় না বলে এ ফলের সমুদয় ভিটামিন 'সি' আমাদের শরীরের কাজে লাগে। একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের জন্য প্রতিদিন ৩০ মিলিগ্রাম, শিশুদের জন্য ২০ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবর্তী ও প্রসুতি মায়েদের জন্য ৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' দরকার। কাজেই ভিটামিন 'সি'-এর চাহিদা পূরণে কামরাঙ্গা এবং অন্যান্য ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ দেশীয় ফলমূল যথা- আমলকি, পেয়ারা, কুল, আমড়া ও লেবু আমাদের বেশী করে খাওয়া উচিৎ।

Contents

চিকিৎসা জগৎ

চোখের ছানি (Cataract)

-ডাঃ মুহিবুর রহমান*

ছানি (Cataract)ঃ লেন্স-এর অস্বচ্ছ অবস্থাকে 'ছানি' বলা হয়। ছানি হ'লে লেন্স পিউপিলের উপর হ'তে উহা এক টুকরা অতি ক্ষুদ্র সরিষা পরিমাণ মুক্তার মত দেখায়।

প্রকারভেদঃ ছানি সাধারণত ২ প্রকার।

(১) কোমল (Soft cataract)। যা বাল্যকাল হ'তে প্রায় ৩৫ বৎসর বয়স সীমার মধ্যে হয়।

(২) কঠিন (Hard cataract)। এটি সাধারণত বয়োঃবৃদ্ধদের হয়। ৩৫ বৎসরের পূর্বেও হ'তে পারে। তবে এ সংখ্যা খুবই সীমিত।

চোখে ছানি পড়ার কারণঃ অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন, বহুদিন যাবত অম্ল, অজীর্ণ পীড়া ভোগ, অর্শের রক্ত বন্ধ, চোখের কোন প্রদাহ, হাত-পা হ'তে নিঃসৃত ঘর্ম হঠাৎ বন্ধ ইত্যাদি কারণে এ রোগ হ'তে পারে। ডাঃ বারনেট এর মতে অধিক মিষ্টি ভক্ষণেও ছানি আক্রমণ করে।

লক্ষণঃ আইরিসের মধ্যে যে স্বচ্ছ স্থান আছে এর কোন এক স্থান হ'তে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমান্বয়ে দু'ই চোখ, আবার কখনও এক সঙ্গে দু'চোখই আক্রান্ত হয়। পীড়া শুরুর সময় প্রাথমিক অবস্থায় চোখের সামনে ধোয়া বা কোয়াশা আছে বলে বোধ হয়। অতঃপর ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধির সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। সকালে কিংবা যখন বেশী আলো না থাকে তখন পিউপিল বিস্তৃত হয়, সে সময় রোগী অল্প দেখতে পায়।

চিকিৎসা (Treatment)ঃ অনেকের ধারণা যে অপারেশন ব্যতীত ছানি আরোগ্য হয় না। বাস্তবিকই অপারেশনের মাধ্যমে অনেক সময় যে উপকার হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে অপারেশনের পর চোখ একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে এমন নযীরও কম নয়।

হোমিওপ্যাথিতে কিছুদিন ঔষধ সেবন করলে ছানি আরোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ। পীড়ার সূত্রপাত হ'তেই ঔষধ সেবন করলে রোগ আর বাড়তে পারে না এবং ধীরে ধীরে আরোগ্য হয়ে যায়।

ঔষধ (Medicine)ঃ ছানিতে Cal Fl-12x ৪টি করে ট্যাবলেট দিনে ৩ বার এবং Cineraria Meritima Succas ২/১ ফোটা মাত্রায় চোখে দিনে ৪/৫ বার প্রয়োগ করলে ছানি আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত ঔষধগুলি সেবনেও বিশেষ উপকার দর্শে।-

সকালে Cal Flour- 12x ৪টি করে ট্যাবলেট, দুই বেলা আহারের পর Cal phos-12x ৪টি করে ট্যাবলেট, বিকেলে Silicea-12x ৪টি করে ট্যাবলেট। সবগুলি ঔষধ গরম পানির সাথে খেতে হবে এবং Cineraria Meritima Succas ২/১ ফোটা মাত্রায় দৈনিক ৪/৫ বার ব্যবহার করতে হবে। উক্ত ভাবে ৫/৬ মাস চিকিৎসা নিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে ইনশআল্লাহ।

* ডিএইচএম এস (ঢাকা), মৈশালা বাজার, পাংশা, রাজবাড়ী।

বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে সতর্কতা

-আত-তাহরীক ডেস্ক

জাতীয় জীবনে আজ বড়ই দুর্যোগ। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড এখন পানিতে ভাসছে। বন্যাকবলিত এলাকার লাখ লাখ মানুষ এখন আশ্রয়হীন। বন্যার পানি থেকে ছড়াতে পারে মারাত্মক ব্যাধি বা ঘটতে পারে যে কোন দুর্ঘটনা। তাই আমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া যরূরী।

- খাওয়ার আগে ও পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- ময়লা-আবর্জনা জমিয়ে রাখবেন না। নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন।
- বন্যার নোংরা পানিতে নামবেন না। নোংরা পানি লাগা জামাকাপড় পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং হাত-পা ভালভাবে ডেটল পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- খাওয়ার পর থালাবাসন জমিয়ে না রেখে ধুয়ে ফেলুন।
- ঘরের মেঝে বাসস্থান পরিষ্কার রাখুন।
- টিউবওয়েলের পানি পান করুন এবং সব কাজে ব্যবহার করুন। টিউবওয়েলের পানি পাওয়া না গেলে ফুটিয়ে পানি পান করুন।
- ১৫ মিঃ গ্রাঃ পানি শোধক বড়ি বা ১ চামচ ফিটকিরি ১০ লিঃ পানিতে মিশানোর ১ ঘন্টা পর ব্যবহার করুন।
- পচা ও দূষিত খাবার খাবেন না। খাবার ঢেকে রাখুন।
- স্যানিটারী পায়খানা ব্যবহার করুন।
- ডায়রিয়া হ'লে ভাতের মাড়, চিঁড়ার পানি, ডাবের পানি, লেবুর শরবত খেতে দিন। স্যালাইন বারবার খাওয়ান।
- নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে অথবা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
- আপনার পানির কলের মুখ বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হলে উক্ত কলের মুখ উঁচু করে নিন অথবা তা পুরোপুরি বন্ধ করে দিন।
- আপনার এলাকার রাস্তার কল জলমগ্ন হ'লে তা উঁচু করার ব্যবস্থা নিন।
- বন্ধ ঘরে গ্যাসের চুলা জ্বালানো হ'তে বিরত থাকুন।
- পানিতে নিমজ্জিত গ্যাসের চুলা চাবি দিয়ে বন্ধ রাখুন।
- বন্যাকবলিত এলাকায় বিদ্যুৎ বিপদ ডেকে আনতে পারে। বৈদ্যুতিক হিটার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- বৈদ্যুতিক লাইন পানির সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিন।
- বাসস্থানের পানি কমে যাওয়ার পর ঘরের মেঝেসহ আশপাশ ব্লিচিং পাউডারের সাহায্যে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিন।
- দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য দুর্গন্ধনাশক স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন।
- ঘরের আসবাবপত্র ভালভাবে মুছে নিন।
- শিশুকে নোংরা, ময়লায় নামতে দিবেন না।

কবিতা

পৃথিবী বদলে গেছে

আব্দুস সুবহান
বাংলা (শেষ বর্ষ)
পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজবাড়ী।

পৃথিবী বদলে গেছে
আমার কৃষকের ছেলে পাল্টে গেছে
আজিজ বিড়ি ফেলে হাতে তুলে নিল
স্বপ্নের রঙিন নেশায়
আভিজাত্যের মূল্যে কেনা
বেনসন এ্যাণ্ড হ্যাজেজ।

রেন টিভির পর্দায়
কুকুরের মত ড্রাগ আসক্ত নর-নারীর
উলঙ্গ জৈবিক বিহার দেখে
আধুনিকতার ছোঁয়ায়
যৌনকর্মী খোঁজে
পিতার একমাত্র পুত্র।

দৈনিক পত্রিকায়, টিভির পর্দায়
ইরাকী যুদ্ধ বন্দীদের উলঙ্গ নির্যাতনের চিত্র
ফিলিস্তীনী মায়ের ইয্যত লুণ্ঠনের আহাজারী দেখে,
আমি এখন পশুত্বের স্বীকার করি
ডুবে যাই সভ্যতার আদিম অন্ধকারে।
যুগের হিসাব মিলাতে ব্যর্থ কম্পিউটার!
ব্যর্থ চার্লস ব্যাবেজ।

পরাজিত টাইগ্রিসের রক্তস্রোত
পরাজিত হালাকুর হত্যাযজ্ঞ
বারাঙ্গনার পুত্র বুশ ব্লেয়ারের
নির্মম পশুত্বের কাছে।

***

আত-তাহরীক

-মুহাম্মাদ শু'আইব আলী
সাং- দুবইল (পূর্বপাড়া)
নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

শাকেরা, নওশিন, শাকিল
তিন ভাই বোনে,
ভাব করেছে যেন মিলে
মাসিক আত-তাহরীকের সনে।

সারা ঘরে আত-তাহরীক
বিছানা টেবিল চেয়ারে,
সকাল-সন্ধ্যা মা'র বকুনি
তবু ওরা তাহরীক পড়ে॥

কি পেয়েছিস আত-তাহরীকে
বলেন রেগে মা,
আত-তাহরীক একটাও আজ
ঘরে রাখবনা।
কেড়ে নিয়ে সকল কপি
মা ঘোষণা দিল,
আজ থেকেই আত-তাহরীক
বাযেয়াফ্‌ত করা হ'ল।

তিন জন ভাবছে বসে
আত-তাহরীক ওরে
মা-মণি আজ লণ্ডভণ্ড
করবে বুঝি তোরে।

বকাঝকা থামল যখন
ক্ষণিক সময় পরে
উকি দিয়ে দেখল ওরা
মায়ের শোয়ার ঘরে।

অবাক হয়ে দেখল ওরা
ওদের আব্বুর সাথে
পড়ছে ওদের আম্মুটাও
আত-তাহরীক হাতে!

***

আল্লাহ্‌র ক্ষমতা

নাফিয়া রহমান
শিরইল স্কুল, মাষ্টারপাড়া
রাজশাহী।

(হে রাসূল!) বলুন হে রাজাধিরাজ!
বাদশাহকে বানাও ফকীর, ফকীরকে পরাও তাজ।
ইয্যত-সম্মান যাকে ইচ্ছে কর প্রদান,
ছিনিয়ে নাও কখনো কর বে-ইয্যত অপমান।
আল্লাহ্‌র অসীম হাতে অনন্ত কল্যাণ
সকল সৃষ্টির স্রষ্টা হেতু ক্ষমতা অফুরান।
আল্লাহ্‌র সমতা
নেই কারো ক্ষমতা
দিনকে কর রাত, রাতে আনো দিন,
জীবিতকে মৃত, মৃতকে দাও জীবন।
অফুরন্ত রিযক, যাকে ইচ্ছে কর প্রদান
দেখুন, পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরান।

[আলে ইমরানের ২৬-২৭ আয়াত অবলম্বনে]

***

মহাপ্রাণ

-কেশব লাল শীল
বড়গলী, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

বিশাল এই ভূ-পৃষ্ঠে মহাপ্রাণ জন
দেশ প্রেমে অনুরাগী রয় সর্বক্ষণ।
ন্যায় পথে সিংহ বিক্রমে তাঁর বিচরণ
প্রশান্ত হৃদয় তাঁর সদয় আচরণ।
বিচক্ষণ কর্মী সে, প্রশস্ত অন্তর
পক্ষাপক্ষের উর্ধ্বে সে থাকে স্বতন্তর।
ন্যায় প্রতিষ্ঠায় জিহাদ তার সাধনা
জাতির স্বার্থে প্রাণপণ করে সে জনা।
জীবন বিলায়ে দেয় দশের সেবায়
আপনার অকল্যাণেও মর্মাহত নয়।
ব্যাথি জন শান্তি পায় তাহার ছায়ায়
সর্বজনে শ্রদ্ধা তারা পায় এ ধরায়।
দেশ গড়া জনসেবা জীবনের ব্রত
মরিয়াও অমর তাই মহাপ্রাণ যত।

***

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

মহিলাদের পাতা

সন্তান প্রতিপালনঃ শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি

*শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন**

(২য় কিস্তি)

আক্বীক্বা করাঃ

সন্তান জন্মের পর অভিভাবকের উপরে উত্তম নাম রাখার পাশাপাশি আরেকটি অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে 'আক্বীক্বা' করা। 'আক্বীক্বা' বলা হয় সে জন্তুটিকে, যা সদ্যজাত শিশুর নামে যবেহ করা হয়। মূল শব্দ (عق)-এর আভিধানিক অর্থঃ ভেঙ্গে ফেলা, কেটে ফেলা। নবজাত শিশুর মুণ্ডিত চুলকেও 'আক্বীক্বা' বলা হয়।[২১]

আক্বীক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِقُوْا عَنْهُ دَمًا وَّأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى-

'সন্তানের সঙ্গে 'আক্বীক্বা' সম্পৃক্ত। সুতরাং তোমরা তার পক্ষ হ'তে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার শরীর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দাও' (অর্থাৎ তার মাথা মুণ্ডিয়ে দাও)।[২২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى-

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শিশু 'আক্বীক্বার সঙ্গে আবদ্ধ। জন্মের সপ্তম দিবসে তার পক্ষ হ'তে পশু যবহ করবে, তার মাথা মুণ্ডাবে এবং নাম রাখবে'।[২৩]

কন্যা ও পুত্র সন্তানের আক্বীক্বায় ভিন্নতা রয়েছে। হাদীছে এসেছে-

عن أُمِّ كُرْزٍ قالت سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ-

উম্মু কুরয হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'পুত্র সন্তানের পক্ষ হ'তে দু'টি বকরী ও কন্যা সন্তানের পক্ষ হ'তে একটি বকরী (আক্বীক্বা) দিতে হবে'।[২৪]

আক্বীক্বা সম্পর্কিত কিছু ভ্রান্ত ধারণাঃ

(১) আনাস (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ-

'নবুওয়াত প্রাপ্তির পর নবী করীম (ছাঃ) নিজের আক্বীক্বা করেন'। হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু মুছান্না ও আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাররার নামক দু'জন রাবী দুর্বল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল হাদীছটিকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।[২৫]

(২) ১৪, ২১ দিনে 'আক্বীক্বা' করা সংক্রান্ত হাদীছগুলি জাল।[২৮] সুতরাং সপ্তম দিবসের পর 'আক্বীক্বা' করলে সেটি আক্বীক্বা হিসাবে গণ্য হবে না।

(৩) উট বা গরু দ্বারা আক্বীক্বা করার হাদীছ জাল।[২৯]

(৪) অনুরূপভাবে এক গরুতে সাত সন্তানের আক্বীক্বা করার কোন বিধান ইসলামে নেই। অনেকে কুরবানীর সঙ্গে আক্বীক্বা করে থাকেন, যা শরী'আতের সম্পূর্ণ বরখেলাফ। কারণ কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়।[৩০]

শিশুর পরিচ্ছন্নতায় যত্নশীল হওয়াঃ

পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ-

'আল্লাহপাক তোমাদের মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে' *(মায়েদাহ ৬)*।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَتُقْبَلُ الصَّلاَةُ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَصَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ-

২১. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃঃ ৩৪৩।

২২. বুখারী, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৭০, ৮/১৩৯ পৃঃ।

২৩. বুখারী, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৭৪, ৮/১৪১ পৃঃ।

২৪. আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৭৩, সনদ ছহীহ; ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, যাদুল মা'আদ (বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণ, ১৯৯৪), ২/৩২৯ পৃঃ।

২৫. যাদুল মা'আদ, ২/৩৩২ পৃঃ।

২৮. বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী, ইরওয়া হা/১১৭০।

২৯. ত্বাবারাণী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮।

৩০. দ্রঃ আত-তাহরীক, মার্চ ২০০০, প্রশ্নোত্তর ৬/১৫৬।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল হয় না'।[৩১]

শুধু ছালাতই নয়, ইসলামে যত ইবাদত রয়েছে, প্রত্যেকটিতে পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা শর্ত। কোনটিতে দৈহিক পবিত্রতা যেমন ছালাত, কোনটিতে আর্থিক পবিত্রতা যেমন হজ্জ ও যাকাত, আবার কোনটিতে আত্মিক পবিত্রতা যেমন ছিয়াম। মোটকথা পবিত্রতা ব্যতীত কোন ইবাদতই কবুল হয় না। সুতরাং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ইসলামে অত্যধিক।

সন্তান আল্লাহ প্রদত্ত এক পবিত্র আমানত। এ আমানত আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব। বয়োজ্যেষ্ঠগণ শিশুদেরকে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করে তুলবেন। এতে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি শিশু রোগ-ব্যধি থেকে মুক্ত থাকবে। চুল থেকে শুরু করে নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যেমন-

চুলঃ

চুল মানব দেহের সৌন্দর্যবর্ধক একটি উপকরণ। কথায় বলে 'কেশই বেশ'। চুলের পরিচর্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ-

'যার চুল আছে সে যেন ইহার সম্মান করে' (অর্থাৎ সযত্নে রাখে)।[৩২] এলোকেশীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩৩]

হাতঃ

হাত একটি অপরিহার্য অঙ্গ, যা দ্বারা খাওয়া-পরার যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয়। আবার হাত দ্বারাই সব ধরনের ময়লা দূর করা হয়। শিশুর হাতকে সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অধিকাংশ বাচ্চারই দাঁতে নখ কাটার অভ্যাস আছে। নখে এমন জীবাণু থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া নখ দ্বারা সে সহজেই অন্যকে আহত করতে পারে। সব সময় নখ কেটে ছোট করে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '৫টি জিনিস ফিতরাত বা স্বভাবগত। তন্মধ্যে একটি হ'ল নখ কাটা'।[৩৪] জুম'আর দিন নখ কাটা সুন্নাত।[৩৫] নখ কাটার সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৬]

চোখঃ

চোখকে দেহের 'রাজধানী' বলা হয়। পৃথিবীর সব আনন্দই মিছে হয়ে যায় যদি দু'টি চোখ না থাকে। চোখে কোন সমস্যা দেখা দিলে কোনক্রমেই অবহেলা করা যাবে না। শিশুর চোখকে সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে।

অনুরূপভাবে নাক, মুখ, কানসহ অন্যান্য অঙ্গ সমূহের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রাকৃতিক নে'মতের জুড়ি নেই। কোন অঙ্গে ত্রুটি দেখা দিলে আমরা অনুধাবন করতে পারি অঙ্গটির সুস্থ থাকার কত প্রয়োজন ছিল। প্রতিটি মা তার শিশুকে পরিচ্ছন্ন রাখবেন, যাতে তারা শৈশবেই পরিচ্ছন্নতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদও থাকবে উজ্জ্বল ও ঝলমলে। এতে বাহ্যিক পবিত্রতায় তার মন হবে পবিত্র ও সুন্দর।

সৌজন্যবোধ শিক্ষা দেয়াঃ

অনেকে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'ঢলের পানি নিচের দিকে নামে, উল্টো দিকে যায় না'। বাক্যটি ঢলের পানির ক্ষেত্রে বাস্তব। কিন্তু এটি 'রাষ্ট্রশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিশুদ্ধি'র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'লে অজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। কারণ আইনের শাসনে সমগ্র রাষ্ট্রকে নিষ্কলুষ করতে চাওয়া কল্পকাহিনী বৈ কি! তখন ব্যাপারটি হবে 'আসলে মুষল নেই ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া'র মত।

হেদায়াত ধেয়ে আসে না। হেদায়াত আসে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর একান্ত ইচ্ছানুযায়ী। বরং ব্যক্তিশুদ্ধির মাধ্যমে এক সময় রাষ্ট্রশুদ্ধির আশা করা যায়। আসলে ব্যক্তি হচ্ছে একটি শিশু, একটি পুষ্পকলি। শিশুকে আপনি ভরিয়ে দিবেন মানবীয় গুণাবলী, সুন্দর চরিত্রের রং, রূপ ও গন্ধে। সুষ্ঠু পন্থায় ও জীবন্ত উপায়ে তার রূপায়ন সম্পন্ন হ'লে, পরিবার হবে সুগঠিত, জীবন্ত ও বর্ধনশীল। অতঃপর বৃহত্তর জাতি প[রি]ণত হবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি শক্তিশালী জাতি রূপে।

ব্যক্তি জীবনে মানবীয় গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা ধাপে ধাপে অনুভূত হয়। মানবীয় গুণ তথা 'সৌজন্য' অধ্যায়টি মানব জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। শৈশবেই সন্তানদের মাঝে সৌজন্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে সন্তানদের প্রহার করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, اَلْوَلَدُ يُضْرَبُ عَلَى الْأَدَبِ- । 'শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে সন্তান প্রহৃত হবে'।[৩৭] উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিষ্টাচার নিম্নরূপ-

---

৩১. মুসলিম, তিরমিযী, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ মূসা, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ ১৯৯৪), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১; মিশকাত হা/৩০১)।

৩২. ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৬৩, সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৫৩, ৮/২৪০)।

৩৩. মুওয়াত্ত্বা মালেক, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৮৭, ৮/২৫১।

৩৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২২৩, ৮/২৩১ পৃঃ।

৩৫. ঐ, হা/৪২২৫ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ৮/২৩২ পৃঃ।

৩৬. মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২২৫, ৮/২৩২ পৃঃ।

৩৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ আল-মাক্বদেসী, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ (বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালা, ২য় সংস্করণ- ১৯৯৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭।

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক

(১) ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রথম শিষ্টাচার হচ্ছে সালাম।[৩৮] সালামের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ- 'নিঃসন্দেহে লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র অধিক প্রিয়, যে প্রথমে সালাম প্রদান করে'।[৩৯] সন্তানদেরকে পরিচিত-অপরিচিত সকলকে[৪০] ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়[৪১] সালাম প্রদানে অভ্যস্ত করতে হবে।

(২) 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে পানাহারের উপদেশ দিতে হবে। সন্তানদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে, খাদ্য গ্রহণের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বললে সে খাদ্যে শয়তান শরীক হয়।[৪২] আর শয়তানই কেবল বাম হাতে পানাহার করে।[৪৩]

(৩) কথায় বলে, 'ব্যবহারে বংশের পরিচয়'। সুন্দর ব্যবহার তথা কথাবার্তায় কোমলতা ও মাধুর্যতা প্রকাশ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন একটি অনন্য উপাদান, তেমনি সামাজিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অনড় স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ- 'সুন্দর কথাও একটি ছাদাক্বা বা দান বিশেষ'।[৪৪] সুতরাং তাদেরকে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলার প্রতি উৎসাহ যোগাতে হবে।

(৪) 'ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান' করা যেন অধুনা সমাজ থেকে বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বিত্ত-বৈভব আর শিক্ষা(!) নিয়ে মানুষ অহংকারলীলায় মেতে ওঠে। সেই সাথে রূপের সমাবেশ ঘটলে তো তার পোয়াবারো। হ্রষ্য-দীর্ঘ জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছেতাই করতে দ্বীধা থাকেনা। তখন ছোট-বড় তোয়াক্কাও করা হয় না। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই হুঁশিয়ার বাণী,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا-

'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৪৫] পারস্পরিক মান-মর্যাদা ও আদর-ভালবাসায় ঘাটতি দেখা দিলে বাস্তব জীবনে শুরু হয় অনৈক্য, অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলা। এটি মানব মনে অতি দ্রুত হিংসা-বিদ্বেষকে চাঙ্গা করে তুলে। উল্লিখিত হাদীছটি সন্তানদেরকে এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে, যেন তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'লেও ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করতে কার্পণ্য না করে।

ছালাত শিক্ষা দেওয়া ও পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করাঃ

দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার যৌথ সমাবেশ ঘটে। কেবল সময় সচেতন ব্যক্তিই দৈনিক পাঁচবার ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে পারে। ছালাত মুমিন জীবনের Light post তথা 'আলোকবর্তিকা' স্বরূপ। ছালাতের মাধ্যমে সে তার প্রভুর দরবারে আদ্যান্ত আর্যি পেশ করে। এছাড়া ছালাত দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যম। উদয়ন্মোখ সন্তানকে শরী'আত নির্দেশিত সময়ে ছালাতের উপদেশ দিতে হবে।

সাত থেকে দশ এই দীর্ঘ ৩ বছর ধরে তাদেরকে ছালাতের উপদেশ দিতে হবে বুঝিয়ে শুনিয়ে, নম্র স্বরে, বিনীতভাবে। কচিকাঁচাদের হৃদয় মখমলের মত কোমল ও নরম। এই ব্যাপক সময়ে কারো ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকলে, 'ইলাহী নীতি' সন্তানের উপর দারুণ প্রভাব ফেলবে। পারিপার্শ্বিক কারণে অগত্যা যদি সে অভ্যস্ত না-ই হয়, তবে দশ বছর পূর্ণ হ'লে, তাকে ছালাতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে প্রহার করতে হবে।

হাদীছে এসেছে,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ-

'সাত বছরে পদার্পণ করলে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও, দশ বছরে পদার্পণ করলে দৈহিক শাস্তি দাও এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও'।[৪৬]

সন্তান শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে উপনীত হ'লে, তার সুপ্ত জগৎ ধীরে ধীরে সজাগ হ'তে শুরু করে। প্রকৃত জগৎ বা পরিবেশকে সে বুঝতে চেষ্টা করে। এজন্য অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, বাচ্চারা বড়দের পিছু নিতে বেশ আগ্রহবোধ করে। শতবার বলেও তাদেরকে পিছু ছাড়ানো যায় না। সর্ববিষয়ে বিদূষণ মুক্তির জন্য দশ বছর বয়সে তার জন্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের নির্দেশের মতই কঠোর নির্দেশ। এতে সন্তানের শরীর ও মন থাকবে পূতঃপবিত্র ও নিষ্কলুষ।

[চলবে]

৩৮. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, দুরূসু মুহিম্মাহ লি 'আম্মাতিল উম্মাহ (রিয়াযঃ মাতবু'আতুস সাফীর, তাবি) পৃঃ ৭৩।
৩৯. আবূদাউদ, আহমাদ, রিয়াযুছ ছালেহীন ২/২৫২ পৃঃ, সনদ ছহীহ; যাদুল মা'আদ, ২/৪১২ পৃঃ।
৪০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪২৪।
৪১. বায়হাক্বী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৪৬, ৪৪৪৭।
৪২. মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮১, ৮/১৪৪ পৃঃ।
৪৩. মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৮৪, ৮/১৪৫ পৃঃ।
৪৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৩।
৪৫. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৬; সনদ ছহীহ; ছহীহ তিরমিযী হা/২০০২; রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/২৫৮ পৃঃ।
৪৬. আবূদাউদ, রিয়াযুছ ছালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮; সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৭২।

...দের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

❑ **শাহী মসজিদ, নওগাঁ থেকেঃ** ইমরান, ইলিয়াস, আব্দুর রশীদ, মুখলেছুর রহমান, ইয়াহইয়া, নাজমুল হুদা, ওয়াছিউল ইসলাম ও মুসাম্মাৎ ময়ূরী খাতুন।

❑ **আনন্দ নগর, নওগাঁ থেকেঃ** মিলন ও লিটন।

❑ **বেলঘড়িয়া, বাইপাস রোড, নাটোর থেকেঃ** আফযাল, আখতার, আকরাম ও আসলাম বিন আলতাফ।

❑ **ছোটবনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী থেকেঃ** শামসুল হুদা, আব্দুল্লাহিল কাফী, আব্দুল্লাহ আল-মামুন ও আরীফুল ইসলাম বিন ইউনুসুর রহমান।

❑ **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** যুবায়ের হোসাইন, মাহফূযুর রহমান, আশিক, ছালেহ, হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মামুন, খাইরুল, মাহমূদ, আহসান, ময়েজ, রুহুল, আকরাম, ওবায়দুল্লাহ ও জমিরুল ইসলাম।

❑ **গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকেঃ** মাসুমা খাতুন, মশিউর রহমান ও আব্দুর রহমান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)-এর সঠিক উত্তর

১। কম্পিউটার। ২। মোবাইল ফোন।
৩। দূরবিক্ষণ যন্ত্র। ৪। বিজ্ঞান বিভাগ।
৫। সোনামণি।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। কানাডা। ২। অষ্ট্রেলিয়ার লেকউড শহর।
৩। কাশ্মীর অঞ্চল। ৪। বাংলাদেশ। ৫। ঢাকা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১। বিশ্বের প্রথম ধুমপানমুক্ত দেশ কোন্টি?
২। তামাকের সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত অংশ কি?
৩। পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণীর নাম কি?
৪। ভূমিকম্পে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শহর কোন্টি?
৫। বাংলাদেশের কোথায় সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়?

❑ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

জৈন্তাপুর, সিলেট, ২৮ জুন সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিয়া দাখিল মাদরাসায় অত্র প্রতিষ্ঠানের সহ-সুপার জনাব মাওলানা আব্দুর রকীব-এর সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট যেলা 'সোনামণি' পরিচালক নাঈমুল ইসলাম।

অত্র মাদরাসার সহকারী শিক্ষক জনাব আব্দুছ ছামাদ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে মাদরাসার প্রায় সকল শিক্ষক ও শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

কানাইঘাট, সিলেট, ৩০ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ যোহর ফাগু-বাঁশবাড়ী তাহিরিয়া সালাফিয়া মাদরাসায় উক্ত মাদরাসার সহকারী শিক্ষক জনাব মাওলানা সাঈদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিলেট যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সিলেট যেলা সহ-সভাপতি তাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমাঈল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র প্রচার সম্পাদক আনোয়ারুযযামান। প্রশিক্ষণে প্রায় শতাধিক সোনামণি উপস্থিত ছিল। উক্ত প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি ইকবাল আহমাদ। জাগরণী পেশ করে গোলাম কিবরিয়া।

বন্দর বাজার, সিলেট, ২ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' লাইব্রেরী বন্দর বাজারে যেলা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সোনামণি দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব ইমামুদ্দীন। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'সোনামণি' সহ-পরিচালক জনাব তাজুল ইসলাম। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নামীম চৌধুরী। জাগরণী পেশ করে আহমাদ মানী চৌধুরী এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিলেট যেলার সোনামণি পরিচালক নাঈমুল ইসলাম।

বাগমারা, রাজশাহী ৩রা জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ এশা স্থানীয় সমসপুর হাফেযিয়া ফুরক্বানিয়া মাদরাসায় সুলতান মাহমূদের কুরআন তেলাওয়াত ও আমজাদ হোসাইনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ ওয়ায়েযুল্লাহ ও ছাত্র মুহাম্মাদ বাবুল হোসাইন।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদরাসার সভাপতি ও সমসপুর রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব আফতাবুদ্দীন মাষ্টার। প্রশিক্ষণ শেষে মাদরাসা শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

মোহনপুর, রাজশাহী ২৪ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় স্থানীয় পাঁচপাড়া দাখিল মাদরাসায় আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন-এর সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী মহানগরী সোনামণি সহ-পরিচালক আতীকুল ইসলাম। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন মোহনপুর থানা সোনামণি পরিচালক আযীযুর রহমান।

কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আফরোযা খাতুন। হাদীছ পাঠ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মাদরাসার শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে প্রায় শতাধিক সোনামণি উপস্থিত ছিল।

যেলা কমিটি পুনর্গঠনঃ

সিলেট যেলাঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ আব্দুছ ছবুর চৌধুরী *(সভাপতি, যেলা 'আন্দোলন')*
উপদেষ্টা ঃ আব্দুল কবীর *(সভাপতি, যেলা 'যুবসংঘ')*
পরিচালক ঃ নাঈমুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ তাজুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ তাসনীম চৌধুরী
সহ-পরিচালক ঃ ইসমাঈল হোসাইন শামীম
সহ-পরিচালক ঃ ইমরানুল হক্ব।

শাখা গঠনঃ

ফাগু-বাঁশবাড়ী তাহিরিয়া সালাফিয়া মাদরাসা শাখা, পোঃ গাছবাড়ী ৩১৮৩, থানাঃ কানাইঘাট, সিলেট-৩১৮৩ঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা সাঈদুর রহমান (শিক্ষক, অত্র মাদরাসা)
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা কবীরুদ্দীন (শিক্ষক, অত্র মাদরাসা)
পরিচালকঃ নূর হোসাইন
সহ-পরিচালক ঃ ইসলামুদ্দীন
সহ-পরিচালক ঃ কবীরুদ্দীন।

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** সুলতান মাহমূদ
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** ইকবাল আহমাদ
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** বদরুল [illegible]ম
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** যুবায়ের আহমাদ
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** আশিক আহমাদ।

সোনামণি রচনা প্রতিযোগিতা ২০০৪

সকল পর্যায়ের সোনামণি দায়িত্বশীল (কেন্দ্র ব্যতীত) এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত

বিষয়ঃ সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি।

রচনা জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

পাঠানোর ঠিকানাঃ সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নওদপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোনঃ (অনু) ৭৬১৭৪১।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাসিক আত-তাহরীক, জুন ২০০৪ পৃঃ ৩২।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

নিউওয়েরের কুমিল্লা কার্যালয় বন্ধ, অর্ধ লাখ সদস্য বিপাকে

অভিযোগের প্রেক্ষিতে 'নিউওয়ে বাংলাদেশ লিঃ'-এর কুমিল্লা কার্যালয়টি গত ৪ জুলাই সীল্ড করে দেওয়া হয়েছে। ডিসি'র নির্দেশে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ নিয়ে গিয়ে ঐ কার্যালয়টি সীল্ড করে দেন।

জানা যায়, ঐদিন সাড়ে ৪টায় ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুযযামান ও মুহাম্মাদ এরশাদ একদল পুলিশ নিয়ে শহরের হাউজিং এলাকায় অবস্থিত 'নিউওয়ে বাংলাদেশ' এর উক্ত কার্যালয়টি বন্ধ করে সীল্ড করে দেন। এ ব্যাপারে যেলা প্রশাসক জানান, প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অসংখ্য অভিযোগ তার কাছে এসেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রায়ই জনগণের অর্থ নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। এ কারণে তিনি এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। এদিকে 'নিউওয়ে কুমিল্লা'র কর্মকর্তারা জানান, তারা বৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে সকল কাগজপত্র যেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছানো হয়েছে।

'নিউওয়ে বাংলাদেশ' নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাত করার ব্যবসা করছে। তবে ব্যবসার পদ্ধতি নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। কুমিল্লার অন্ততঃ অর্ধ লাখ সদস্য এ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। যাদের অধিকাংশই বেকার যুবক-যুবতী। গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃতি ঘটায় এ নিয়ে অনেকেই উদ্বিগ্ন। পণ্য বাজারজাত করে ব্যবসার কথা বলা হ'লেও কুমিল্লায় নিউওয়ের কোন নিজস্ব পণ্য নেই। এদিকে হঠাৎ করে কার্যালয়টি সীল্ড করা হ'লেও অর্ধ লক্ষ সদস্যের পরিণতি কি হবে সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সদস্যদের টাকার বিষয়টিরও সুরাহা হয়নি।

[নিষিদ্ধ ঘোষিত জিজিএন-এর নবসংস্করণ নিউওয়ে সুচতুরভাবে এদেশে তাদের সূদী কারবারের জাল বিস্তার করেছে। আর এই জালে ফেঁসে গেছে সাধারণ জনগণ। তাদের টার্গেট এখন দেশের আলেম সমাজ। অতএব সকলে সাবধান (স.স)]

অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি

অভাবের তাড়নায় ও মৃত স্বামীর পরিবারের গঞ্জনা সইতে না পেরে এক বিধবা তার ৯ মাস বয়সী দুগ্ধপোষ্য সন্তান আমীনুলকে এক নিঃসন্তান দম্পতির হাতে তুলে দিয়েছে। ফুটফুটে একটি সন্তান পেয়ে নিঃসন্তান দম্পতি আমীনুলের মাতা বিধবা রহীমাকে একটি শাড়ী ও ১২শ' টাকা উপঢৌকন দিয়েছে। জানা গেছে, যশোরের শার্শা উপযেলার ছোট আঁচড়া গ্রামের দিনমজুর নূর ইসলাম স্ত্রী রহীমা এবং ইয়ানুর (৪) ও আমীনুল (২ মাস) নামের দু'সন্তান রেখে সাত মাস আগে মারা যায়। এরপর থেকে স্বামীর পরিবারের লোকজনের প্রচণ্ড অসহযোগিতার মুখে পড়ে রহীমা। এতে ক্ষোভে, অভিমানে রহীমা তার দুগ্ধপোষ্য শিশু আমীনুলকে গত ৮ জুলাই এফিডেভিটের মাধ্যমে কলারোয়া উপযেলার দরবাসা গ্রামের নিঃসন্তান রশীদা ও বনী আমীন দম্পতির হাতে তুলে দেয়।

[হৃদয়হীন সমাজ এজন্য দায়ী। স্বার্থদুষ্ট পরিবার ও বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে ক্রমে জন্তু-জানোয়ারে পরিণত করে ফেলছে। পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে পরান্মুখ মানুষগুলি আল্লাহর নিকটে কৈফিয়ত দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও (স.স)]

পিতার পকেটের শেষ সম্বল ১৫ টাকা নেয়ার পর

পিতার পকেট থেকে চাল কেনার ১৫ টাকা নেয়ার কারণে বকুনি খেয়ে কিশোরী আসমা (১০) মনের দুঃখে গত ৭ জুলাই রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলার রুদ্রপুর গ্রামের রাজমিস্ত্রী আব্দুর রশীদের কন্যা এবং একই গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। পুলিশ জানায়, প্রচণ্ড দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে পিতা আব্দুর রশীদ ঘটনার দিন বাজার শেষে ১৬ টাকা রেখে দেয় পরদিনের চাল কেনার জন্য। বাড়ী ফেরার পর তার পকেটে রাখা ১৬ টাকার মধ্য থেকে আসমা ১৫ টাকা তুলে নেয়। এ নিয়ে পিতামাতার বকুনি খেয়ে সে সন্ধ্যার পর গলায় দড়ি দেয়।

[দারিদ্র্য জর্জরিত উক্ত পিতা ও কন্যার মর্মবেদনা কারু হৃদয়ে করাঘাত করবে কি? যে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এজন্য দায়ী, তার অবসান হবে কি? রাজনৈতিক নেতারা আল্লাহর নিকটে কি জবাবদিহী করবেন? হে আল্লাহ! সন্তানহারা ঐ অভাবতাড়িত পিতামাতাকে তুমি ধৈর্যধারণের তাওফীক দাও এবং তাদের ছবরের উত্তম বদলা দান কর (স.স)]

ঘুষ না দেয়ার খেসারত

ঘুষ না দেয়ার কারণে খুলনা রেলওয়ে কাউন্টারে খেসারত দিতে হয়েছে ২০ টাকা ভাড়ার পরিবর্তে ৮০০ টাকা। গত ৯ জুলাই খুলনাগামী একটি ট্রেনে 'বাংলাদেশ লাইফ গোল্ডেন (বিডি) লিঃ'-এর চেয়ারম্যান যশোর থেকে ট্রেনে উঠেন। ট্রেন ছাড়ার সময় তড়িঘড়ি করে উঠার কারণে টিকিট কাটার সময় তার হয়নি। ট্রেনের টিটি চেয়ারম্যান বুলবুলের কাছে টিকিট দেখতে চাইলে তিনি তার ঘটনা খুলে বলেন। টিটি এমন অবস্থা দেখে তার কাছে বাড়তি কিছু টাকা দাবী করেন। চেয়ারম্যান ঘুষ না দিয়ে মূল ভাড়া দিতে চাইলে টিটি রাযী হন এবং খুলনা ষ্টেশনে নেমে তাকে কাউন্টারে নিয়ে যান। কাউন্টারের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা টিকিট না দিয়ে টাকা চান। এতে চেয়ারম্যান টিকিট ছাড়া টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। চেয়ারম্যানকে জেলের ভাত খাওয়ানোর হুমকি দেন রেলওয়ের কর্মকর্তা। এক পর্যায়ে ২০ টাকা ভাড়ার পরিবর্তে ৮০০ টাকা খেসারত দিয়ে সবুজ কাগজে একটি স্লিপ নিয়ে বাড়ী ফেরেন চেয়ারম্যান।

[এ ঘটনা সরকারী অফিসে সর্বত্র অহরহ ঘটছে। সরকারী লোকেরা আইনের দোহাই দিয়ে মানবতাকে যিম্মী করে এভাবে সর্বদা নিরীহ জনগণকে শোষণ করে চলেছে। কিন্তু দেখার কেউ নেই। কারণ তারাও তাদের উপরওয়ালাদের খুশী করেই ঐ চেয়ারটা বাগিয়েছে। এভাবে জনগণের পক্ষে পাওয়া উক্ত চেয়ারের আমানতের খেয়ানত এরা হর-হামেশা করে চলেছে বিনা দ্বিধায়। গুটি কয়েক সৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যই সম্ভবতঃ দেশটি এখনও টিকে আছে। হে হারামখোর কর্মকর্তা! কবরের আযাবকে ভয় কর (স.স)]

সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিদ্যুৎ বিল মওকুফের দাবী

মসজিদসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ বাস্তবায়ন কমিটি গত ৯ জুলাই বরিশালে এক যরূরী সভায় অবিলম্বে তাদের দাবীসমূহ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। বরিশালের জামে এবাদাতুল্লাহ মসজিদে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অবিলম্বে মসজিদসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ বিল মওকুফের দাবী পুনর্ব্যক্ত করে আন্দোলন চালিয়ে যাবারও দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

[আমরা এই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। সিস্টেম লসের নামে প্রায় ৫০% বিদ্যুৎ চোরদের ছেড়ে দিয়ে মসজিদ-মন্দিরের বিদ্যুৎ আদায় করা অযৌক্তিক। অতএব অবিলম্বে সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করা হৌক (স.স)]

ঘোড়াশাল সার কারখানা বন্ধ

ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সার কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। দৈনিক ১ হাযার ৪শ' মেট্রিক টন উৎপাদনক্ষম এই সার কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৭ লাখ ২০ হাযার টাকা। বাজারে সৃষ্টি হ'তে পারে সার সংকট। আসন্ন আমন মৌসুমকে সামনে রেখে সার কারখানা বন্ধ ঘোষণা আগামী উৎপাদন মৌসুমের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ জানান।

[দুর্জনদের মুখে শুনতে পাই যে, প্রতিবেশী দেশের চরেরা আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কী-পয়েন্টগুলিতে বসে আছে। তারা সর্বদা দেশের ক্ষতি ও ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। সরকার তাদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা রাখেন না। কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ চিন্তা করুন, কোন পথে এগোবেন (স.স)]

স্কুলে বোরক্বা নিষিদ্ধ!

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের রাজাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ ছাত্রীদের বোরক্বা পরে স্কুলে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নোটিশ জারি করেছে বলে এক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ঐ সূত্র মতে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ছাত্রীদের বোরক্বা পরে স্কুলে আসা নিষিদ্ধ মর্মে দু'টি নোটিশ জারি করেছে। ঐ নোটিশে বলা হয়েছে, ১০ জুলাই থেকে কোন ছাত্রী যদি বোরক্বা পরে ক্লাসে আসে, তাহ'লে ঐ ছাত্রীকে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হবে। উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সাবেক উপযেলা চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ মিয়াজুদ্দীন এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলে ঐ অভিযোগে বলা হয়েছে। ছাত্রীদের বোরক্বা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণার ঘটনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসী বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জোর দাবী জানিয়েছেন।

[ধ্বংস হৌক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ! ধ্বংস হৌক চেয়ারম্যান মিয়াজুদ্দীন! বাংলাদেশে বসে এই ধরনের ইসলাম বিরোধী নির্দেশ দানকারী ইবলীসগুলিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছি, এলাকার জনগণকে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স)]

নকল সারে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সয়লাব জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যেলাগুলিতে এখন চলছে ভেজাল, নকল, চোরাই ও নিম্নমানের সারের জমজমাট ব্যবসা। ভেজাল সার প্রয়োগে লাখ লাখ একর চাষযোগ্য কৃষি জমির উর্বরতা যেমন প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পাচ্ছে অপরদিকে তেমনি কৃষকরা প্রতারিত হচ্ছে নকল ও ভেজাল সার প্রয়োগ করে। নকল, ভেজাল ও চোরাই নিম্নমানের সার ব্যবসায়ীরা শত শত কোটি কালো টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এ অঞ্চলের লাখ লাখ কৃষকদের

Contents

নিকট থেকে। এ অঞ্চলে কোথাও সরকারী দামে সার বিক্রি হচ্ছে না। অথচ বাজারে নকল, ভেজাল চোরাই সারের রমরমা ব্যবসার খবর প্রশাসনের জানা থাকলেও তারা কোন রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের তেজক্রিয়া সম্পন্ন সার প্রয়োগের কারণে ভবিষ্যতে জমিতে কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে না বলে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিভাগের সূত্র জানিয়েছে। খুলনা অঞ্চলের এমন কোন যেলা, থানা, বাজার, মোকাম নেই যেখানে ভেজাল, নকল ও নিম্নমানের সার বিক্রি হচ্ছে না। তাছাড়া আমদানীকৃত সারের গুণগতমান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিদেশ হ'তে আমদানী করা সারের বস্তা থেকে সার বের করে ভেজাল, নকল ও নিম্নমানের সার বোঝাই করে পুনঃ ব্যাগ তৈরী করে বাজারে কৃষকদের নিকট বিক্রি করা হচ্ছে চড়া দামে।

এক শ্রেণীর চোরাই সার ব্যবসায়ী আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় নিম্নমানের এসএসপি সার ভারত থেকে চোরাই পথে এনে বাংলাদেশের এ অঞ্চলের যেলা, থানা, হাট-বাজার, মোকাম সয়লাব করে দিচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী ৫৮টি চোরাই পয়েন্ট দিয়ে এই কালোবাজারী চলছে।

[এমনিতেই এই সব সার মা বদেহের জন্য ক্ষতিকর। তারপরেও যদি তা হয় ভেজাল সার। আমরা ভেজাল সার আমদানীকারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে কৃষক কুলকে তাদের পুরানো দিনের অভ্যাস চাঙ্গা করে গোবর ও সবুজ সার বা কম্পোজ সার ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি (স.স)]

সন্ত্রাস দমন অভিযানে ২ বছর ৮ মাসে ৫১ পুলিশ সদস্য নিহত

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর এই সন্ত্রাস দমন করতে গিয়ে গত ২ বছর সাড়ে ৮ মাসে ৫১ জন পুলিশ সদস্যের নির্মম মৃত্যু হয়। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে গত ১২ জুলাই মুহাম্মাদপুর থানার রায়ের বাজারে। সেখানে সন্ত্রাসীদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হন কনস্টেবল ওয়াহীদুযযামান।

[আমরা পুলিশ সদস্যদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও সমবেদনা জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে একথাও বলছি যে, এইসব ক্যাডার পোষণকারী দলনেতাদেরকেই এজন্য মূল আসামী করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা উচিত (স.স)]

দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে উপযেলায় টাস্কফোর্স

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং মূল্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় সরকার উপযেলা নির্বাহী অফিসারকে আহ্বায়ক করে উপযেলা পর্যায়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা টাস্কফোর্স গঠন করেছে।

কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থানীয় পর্যায়ে যৌক্তিক ও সহনশীল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও জাতীয় টাস্কফোর্সকে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় টাস্কফোর্সের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ, দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। এছাড়া কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা সরবরাহ, উৎপাদন, আমদানী ও মওজুদ, পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করবে। দ্রব্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হ'লে সেসব দ্রব্যের অধিক চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করবে, প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার সভা করবে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

[এসব কমিটি টেবিলেই থাকবে। কোনদিন ময়দানে দেখা যাবে না। কেননা বাজার দেখাশুনার জন্য সরকারের নিয়মিত কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ রয়েছেন। কিন্তু কেউ কোনদিন বাজারে তাদের টিকি দেখতে পায় না। ফটকাবাজারী, মওজুদকারী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মুখে লাগাম দেওয়ার ক্ষমতা এযাবত কোন দলীয় সরকারের দেখা যায়নি। এবারেও তার ব্যতিক্রম আশা করি না। যদি না সরকার আন্তরিক এবং দলীয় প্রভাব মুক্ত হয় (স.স)]

সাতক্ষীরার চিংড়ি ঘেরগুলিতে ব্যাপকহারে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাতক্ষীরা যেলার চিংড়ি ঘেরাঞ্চলে ব্যাপক আকারে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। চিংড়ি চাষের মাঝামাঝি সময়ে ভাইরাসের আক্রমণে ঘের মালিকদের মাথায় হাত উঠেছে। এ রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় চিংড়ি চাষীরা প্রায় একশ' কোটি টাকার ক্ষতির আশংকা করছেন। মৎস্য অধিদপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেছেন, চিংড়ি ঘেরের গভীরতা কম থাকায় এবং তাপমাত্রা বেশী থাকায় বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি ও অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে ভাইরাস আক্রমণে চিংড়ি মাছ মারা যাচ্ছে। সাতক্ষীরা যেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে আশির দশক থেকে ব্যাপক হারে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। যেলার শ্যামনগর, আশাশুনি, কালিগঞ্জ, দেবহাটা, সদর ও তালা উপযেলার ধান চাষের জমিতে আর্থিকভাবে লাভবানের আশায় চিংড়ি চাষ করে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। ১৯৯৫ সাল থেকে এ অঞ্চলের চিংড়ি ঘেরে ভাইরাসের আক্রমণ দেখা দেয়। যেলা মৎস্য অফিসের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৩৬ হাযার হেক্টর জমিতে প্রতিবছর চিংড়ি চাষ হয় এবং ঘেরের সংখ্যা ছয় হাযারেরও বেশী। প্রতিবছর সাতক্ষীরার চিংড়ি ঘের থেকে পাঁচশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। কিন্তু চলতি বছর চিংড়ি ঘেরে ভাইরাসের আক্রমণে বৈদেশিক মুদ্রার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। চিংড়ির ওযন ২০ থেকে ৩০ গ্রাম হ'লেই ভাইরাস আক্রমণের আশংকা বেশী থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির দাম কমে যাওয়ায় এবং ভাইরাসের আক্রমণে ঘেরে মড়ক লাগায় কেউ কেউ পুঁজি হারিয়ে ফেলবেন বলে আশংকা করা হচ্ছে।

[ঘেরগুলির বাঁধের কারণে অতিবৃষ্টির বা বন্যার পানি নিষ্কাষণের কোন সুযোগ নেই। ২০০১ সালের বন্যায় তার নমুনা দেখা গেছে। যেজন্য সাতক্ষীরা দেড় মাস যাবত বন্যায় তলিয়ে ছিল। কিন্তু গত ৩ বছরে সরকার এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে সেবারের ন্যায় এবারও যদি বন্ধুরাষ্ট্রটি(?) ইছামতির পানি ছেড়ে দেয় ও বাঁধ কেটে দেয়, তাহ'লে সাতক্ষীরা আবার তলিয়ে যাবে। যেখানকার মানুষ বিগত দু'শ বছরেও কোন বন্যা দেখেনি, এখন তাদের প্রতি বছর বন্যার আশংকায় থাকতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় এই দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকাটিকে আগ্রাসী শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকার একটু সাহস দেখাবেন কি? (স.স)]

বিদেশ

সাদ্দামের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করতে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টে আবেদন

একজন মার্কিন আইনজীবী তার মক্কেল সাদ্দাম হোসেনের আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। মার্কিন আইনজীবী কার্টিস এফজি ডোয়েল্লার মার্কিন সুপ্রীম কোর্টে গত ৬ জুলাই 'সাদ্দাম হোসেন বনাম জর্জ ডব্লিউ বুশ' শিরোনামে একটি আবেদন পেশ করেন। তিনি তার আবেদনে সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে তার অক্ষমতা সংক্রান্ত একটি আবেদন পেশ করার বিশেষ অনুমতি দেয়ার জন্য আদালতের প্রতি আহ্বান জানান। সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে আবেদন পেশ করতে হ'লে আদালতকে বিশেষ অনুমতি প্রদান করতে হবে। কারণ যে আবেদন পেশ করা হয়েছে, তাতে সাদ্দাম হোসেনের স্বাক্ষর নেই। কিংবা এটাও উল্লেখ নেই যে, তার কোনো সম্পত্তি নেই এবং মামলার ফি বহন করার মত সামর্থ্য তার নেই।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট বর্তমানে ৩ মাসের অবকাশে রয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে অবকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেবে বলে মনে হয় না। সাদ্দামের পক্ষে তার অক্ষমতা সংক্রান্ত আবেদন পেশের অনুমতি দিলে সুপ্রীম কোর্ট এসব যুক্তি-তর্ক খতিয়ে দেখবে। মার্কিন এটর্নি ডোয়েল্লার সাদ্দামের পক্ষে যে ২০ জন বিদেশী আইনজীবী আদালতে লড়াই করবেন তিনি তাদের একজন। হাইকোর্টে দলীলপত্র তৈরীকালে তিনি বলেছেন, তার ৬৭ বছর বয়স্ক মক্কেল সাবেক ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের আটকাদেশে প্রচুর আন্তর্জাতিক আইন লংঘণ করা হয়েছে এবং আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কারো জীবন, স্বাধীনতা অথবা সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেয়া যাবে না বলে মার্কিন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে যে অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সাদ্দামের ক্ষেত্রে সেগুলি লংঘণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইরাকে পরিকল্পিত যুদ্ধাপরাধ আদালত নিরপেক্ষ অথবা স্বাধীন দু'টির কোনটিই নয়। তিনি বলেন, এমনকি আমরা যাকে চরম ঘৃণা করি, তারও নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

মালয়েশিয়ার কারাগারে ১০ হাযারের বেশী বাংলাদেশী

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন কারাগারে ১০ হাযারেরও বেশী বাংলাদেশী দুঃসহ বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। প্রয়োজনীয় বিমান ভাড়া, ডকুমেন্ট ও তদবীরের অভাবে মাসের পর মাস জেলের ঘানি টানতে বাধ্য হচ্ছে। বৈধ বা অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করে এজেন্টদের প্রতারণা বা কম বেতনের কারণে কর্মস্থল ত্যাগ করে এ সকল বাংলাদেশী অবৈধ ওয়ার্কারে পরিণত হয়েছে। বাসস্থান, কর্মস্থল ও রাস্তাঘাট হ'তে পুলিশ অবৈধদের ধরে জেলে ভরে দেয়। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও ফিরতি বিমানের টিকিট কাটার সামর্থ্য থাকলে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে ২৭ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বাম ফ্রন্ট সরকার বলেছে, এখনো সেখানে জনসংখ্যার ২৭ শতাংশের বেশী মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। পশ্চিম মেদেনীপুর যেলার আমলাপুরে অনাহারে ৫ জন আদিবাসীর মৃত্যু হয়েছে, বিরোধীদের এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এখনো এই রাজ্যে ২৭.০২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে। তারা দরিদ্র, বেকার ও অনাহারে থাকেন। তিনি বলেন, এ অঞ্চলে সেচ চালানোর অবস্থা নেই, ফসল ভাল হয় না। বৃষ্টি না হ'লে ফসল আরো খারাপ হয়। আদিবাসীদের অবস্থা আরো খারাপ। তবুও তিনি দাবী করেন, ভারতের যেকোন রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্রের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

মিয়ানমারে মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজ্যহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন নিয়ে 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর রিপোর্টের উপর গত ৫ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আলোচকবৃন্দ বলেন, নিগৃহ, নির্যাতন ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী নানা আইনী রেস্ট্রিকশনের মাধ্যমে মিয়ানমারের মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজ্যহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে। অ্যামনেস্টি রিপোর্টে আরো জানানো হয়, মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটে রোহিঙ্গাদের চলাচলের স্বাধীনতা ছিল কঠোরভাবে সীমিত। বলপ্রয়োগ করে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, ঘরবাড়ী ধ্বংস ও জায়গাজমি বাযেয়াপ্ত করা হয়। নানা ধরনের চাঁদাবাজি, স্বেচ্ছাচারিতা, বিবাহের উপর আর্থিক বিধি-নিষেধ, রাস্তাঘাট ও সামরিক ক্যাম্পে জোরপূর্বক শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার, নিজ গ্রাম থেকে বের হ'তে অনুমতির জন্য বাধ্যতামূলক দরখাস্তসহ নানা রেস্ট্রিকশনে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছে।

সেমিনারে আলোচকবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন, প্রতিবেশী কোন দেশের কোন কাজ যদি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহ'লে অবশ্যই আমরা এর আইনগত প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রাখি।

কাশ্মীরে প্রাচীনতম বিদ্যালয়ে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে সবচেয়ে প্রাচীন বিদ্যালয়টি এক রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছে। শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত স্কুলটিতে গত ৫ জুলাই ভোরের দিকে আগুন লাগে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী লোকজন বংশপরম্পরায় এই বিদ্যালয়টিতে লেখাপড়া

করেছেন। ১০৫ বছরের প্রাচীন 'ইসলামিয়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল'টি ইট ও কাঠের কাঠামোয় তৈরী। 'আমান-ই-নুছরাত-উল ইসলাম' ১৮৯৯ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলাম ধর্মের উপর অত্যন্ত বিরল ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর জন্যও প্রাচীন এই বিদ্যালয়টি প্রসিদ্ধ। লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা ৩০ হাযারের বেশী। ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর হাতের লেখা পবিত্র কুরআনের একটি কপি সংরক্ষণের জন্যও এই লাইব্রেরীটি বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, রহস্যজনক এই অগ্নিকাণ্ডে গোটা লাইব্রেরী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররাও রাস্তায় নেমে আসে।

রাজ্যের সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা জাভেদ আহমাদ বলেন, এটি কোন দুর্ঘটনা নয়। আমরা এটিকে একটি অন্তর্ঘাত হিসাবে সন্দেহ করছি।

ইরাক প্রত্যাগত বহু মার্কিন সৈন্য মানসিক বিকারগ্রস্ত

ইরাক থেকে প্রত্যাগত মার্কিন সৈন্যদের অনেকে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গত ১লা জুলাই প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, ইরাক যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়া প্রতি ৬ জনের মধ্যে একজন মার্কিন সৈন্যের মানসিক বৈকল্য কিংবা অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দিয়েছে।

গবেষকগণ ইরাক কিংবা আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালনের কয়েক মাস আগে ও পরে ৬ হাযারের বেশী সৈন্যের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রায় ১৭ ভাগ সৈন্যের মধ্যে বিষণ্ণতা, মারাত্মক উৎকণ্ঠা কিংবা মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে। আর আফগানিস্তানে দায়িত্ব পালনকারী মাত্র ১০ শতাংশ সৈন্যের মধ্যে এ ধরনের সমস্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে ঐসব সমস্যার মাত্রা ছিল এর চেয়ে বেশী। তবে ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের হার ছিল কিছুটা কম।

গ্লোরিয়া ম্যাকাপাসল পুনরায় ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া আরয় ম্যাকাপাসল আরো ছয় বছরের জন্য পুনরায় দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তার বিপক্ষ দলের লোকজন গত ১০ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর এই বলে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। কিন্তু দু'সপ্তাহ ধরে একটি কংগ্রেস কমিটি এই বিষয়ে তদন্তের পর বলেছে, প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রতারকা ফারনাণ্ডো জোকে ১১ লাখের বেশী ভোটে পরাজিত করেছেন।

টুইন টাওয়ার এর স্থানে তৈরী হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ ফ্রিডম টাওয়ার

বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবনের দাবিদার আবার হ'তে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের প্রায় তিন বছর পর একই স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে আকাশচুম্বী আরেকটি নতুন ভবন। নিউইয়র্কের বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারের গ্রাউণ্ড জিরোতে সে দেশের অডিরোনডাকের রুবি পাহাড়ের ২০ টন ওযনের এক খণ্ড গ্রানাইট পাথর দিয়ে স্বাধীনতার প্রতীক 'ফ্রিডম টাওয়ার'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় গত ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে। 'ফ্রিডম টাওয়ারে'র নকশাবিদরা জানিয়েছেন, টাওয়ারের মূল ভবনের উচ্চতা ১ হাযার ৫০০ ফুট হ'লেও প্রকৃত উচ্চতা হবে ১ হাযার ৭৭৬ ফুট। আর একটি টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রচার এন্টেনাসহ 'ফ্রিডম টাওয়ারে'র মোট উচ্চতা দাঁড়াবে ২ হাযার ফুটের বেশী। প্রায় ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে নির্মাণাধীন বিশ্বের সর্বোচ্চ এই ভবনের কাজ শেষ হ'তে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। নকশা অনুযায়ী ভবনটিতে অফিসের জন্য বরাদ্দ থাকবে প্রায় ২৬ লাখ বর্গফুট জায়গা। মোট ৬০ তলায় অফিসের এ জায়গা বিস্তৃত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন হচ্ছে তাইওয়ানের 'তাইপে ১০১' টাওয়ার। এর উচ্চতা ১ হাযার ৬৭৪ ফুট। কিন্তু কানাডিয়ানদের দাবী টরন্টোর 'সিএন' টাওয়ারই (১ হাযার ৮১৫ ফুট) সর্বোচ্চ ভবন। গত বছর এই ভবন নির্মাণের আগে সর্বোচ্চ ভবন ছিল মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের 'পেট্রোনাস' টাওয়ার। যার উচ্চতা ১ হাযার ৪৮৬ ফুট।

২০১০ সাল নাগাদ এইড্স আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা হবে ১ কোটি ৮০ লাখ

আফ্রিকায় আগামী ২০১০ সাল নাগাদ এইড্স আক্রান্ত ইয়াতীম শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লাখে দাঁড়াবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সারাবিশ্বে ভয়াবহ এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যুর হার সমুদ্রস্রোতের মত বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা 'ইউনিসেফ' ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান 'ইউএসএইড' গত ১৩ জুলাই এক যৌথ রিপোর্টে এই সতর্কবাণী প্রকাশ করে। এইড্স আক্রান্ত পিতা-মাতার যেকোন একজন বা উভয়ে হারানো শিশুদের সংখ্যা এ অঞ্চলে বংশানুক্রমিক কারণে বর্তমানের ১ কোটি ২৩ লাখের তুলনায় আরো ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির আশংকা তৈরী হয়েছে। কেবল আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৮ লাখ শিশু এইড্সের কারণে পিতা-মাতার এক বা উভয়কে হারিয়েছে। আবার ২০১০ সাল নাগাদ ১ কোটি ৮৪ লাখ ইয়াতীম শিশুর তিনজনের মধ্যে একজন এইড্সের ফলে তাদের পিতা-মাতাকে হারাবে।

[আল্লাহর বিধানের বাইরে গেলে এভাবেই ধ্বংস হ'তে হবে। বাংলাদেশের বিলাসীরা সাবধান (স.স)]

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

মুসলিম জাহান

ইরাকী ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রে পাচার

মার্কিন দখলদার বাহিনী ইরাক থেকে প্রায় ২ টন ইউরেনিয়াম ও ১ হাযার প্রকারের উচ্চ পর্যায়ের তেজস্ক্রীয় সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রে পাচারের কাজ তথাকথিত ইরাকী সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের ঠিক ৫ দিন আগে গত ২৩ জুন শেষ করেছে। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বাগদাদের ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ইরাকের তুবায়দা পারমাণবিক কমপ্লেক্স সীলগালা দিয়ে বন্ধ রাখা সত্ত্বেও দখলদার দস্যু বাহিনী গায়ের জোরে সেগুলি বিমানযোগে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অজ্ঞাত একটি গবেষণাগারে প্রেরণ করে। ইরাকের জাতীয় সম্পদ লুটের ৭ দিন পর গত ৩০ জুন দখলদার মার্কিন দস্যু বাহিনী এ কথা প্রকাশ করে। এসব মূল্যবান সামগ্রী পারমাণবিক গবেষণার জন্য ইরাকের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের এধরনের আচরণের প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র গোপনে ঐসব মূল্যবান সামগ্রী ইরাক থেকে নিয়ে গেছে। নিয়ম হচ্ছে, এ ব্যাপারে তাদেরকে 'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা'র অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু তারা তা না করে চোরের মত ইরাকের সম্পদ চুরি করে নিয়ে গেছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী স্পেন্সার আব্রাহাম সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বিপজ্জনক পারমাণবিক সামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলার জন্য গোপনে অভিযান পরিচালনা করাকে একটি বড় ধরনের সাফল্য আখ্যা দিয়েছেন।

[আমেরিকান ডাকাতদের বিচার করার কি কেউ নেই? (স.স)]

ইরাকে পুতুল সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর

মুজাহিদ হামলার ভয়ে নির্ধারিত তারিখের দু'দিন আগে গত ২৮ জুন স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ২৬ মিনিটে বাগদাদে দখলদার বাহিনীর সদর দফতর গ্রীন জোনে বিলুপ্ত ইরাকী গভর্নিং কাউন্সিলের ব্যবহৃত অফিসে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ইরাকের অন্তর্বর্তীকালীন তাঁবেদার পুতুল সরকারের কাছে আকস্মিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। ইরাকের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিদহাত আল-মাহমূদের কাছে ইরাকে দখলদার প্রশাসনের প্রধান পল ব্রেমার ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পরে ১০টা ৩০ মিনিটে ইরাকের প্রধান বিচারপতি ক্ষমতা হস্তান্তরের এ দলীল ইরাকের তাঁবেদার প্রধানমন্ত্রী মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর বিশ্বস্ত এজেন্ট ড. ইয়াদ আল-আলাভির কাছে হস্তান্তর করেন। বিকালে অন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইয়াদ আলাভির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টায় মার্কিন প্রশাসক পল ব্রেমার মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০ সামরিক পরিবহন বিমানযোগে ইরাক ত্যাগ করেন। ইরাকীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সত্ত্বেও ১ লাখ ৩৫ হাযার মার্কিন সৈন্য এবং ২০ হাযার বিদেশী সৈন্য ইরাকে অবস্থান করার কথা।

পর্যবেক্ষকগণ ইরাকীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকে ঘুড়ির নাটাইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাদের মতে, ক্ষমতা হস্তান্তর সত্ত্বেও ক্ষমতার নাটাই থাকবে দখলদার মার্কিনীদের হাতেই। সঙ্গত কারণেই তথাকথিত এই ক্ষমতা হস্তান্তর ইরাকী জনগণের মধ্যে কোন শুভ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জামালীর পদত্যাগ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জা'ফরুল্লাহ খান জামালী পদত্যাগ করেছেন। একজন নয়া নেতা নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করতে প্রেসিডেন্টের অব্যাহত চাপের মুখে জামালি শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে পদত্যাগ করেন। সংবাদ দাতারা জানান, প্রেসিডেন্ট মোশাররফ সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবেও তার দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার যে দাবী জানিয়েছিলেন, তার প্রতি সমর্থন আদায়ে জামালীর ব্যর্থতা-ই তার বিদায়ের পেছনের নেপথ্য কারণ। বিশ্লেষক মুহাম্মাদ আফযাল নিয়াজী মনে করেন, এছাড়া জামালীর পদত্যাগের আর কোন কারণ নেই।

উল্লেখ্য যে, দুই বছরেরও কম সময় আগে সাধারণ নির্বাচনের পর জামালীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর আগে স্বল্পভাষী জামালী (৬০) নিজ প্রদেশ বেলুচিস্তানে তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

আমি ইরাকের প্রেসিডেন্ট, বুশই প্রকৃত অপরাধী

-সাদ্দাম হোসেন

ইরাকের অবিসংবাদিত নেতা সাদ্দাম হোসেনকে গত ১লা জুলাই কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অজ্ঞাত স্থানে এক গোপন আদালতে হাযির করা হ'লে তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তার বিরুদ্ধে আনীত কথিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। দখলদার শক্তির ইচ্ছায় ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীলনকশা বাস্তবায়নের স্বার্থে নিবেদিত গোপন আদালতে হাযির হয়ে নিঃসঙ্গ সাদ্দাম নির্ভীক কণ্ঠে শাহাদত অঙ্গুলি উত্তোলন করে আদালতের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলেন, তার বিরুদ্ধে বিচারের আয়োজন একটি প্রহসন এবং এ আদালত হচ্ছে একটি রঙ্গমঞ্চ। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি আরো বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশই প্রকৃত অপরাধী। এ সময় তাকে তার বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগ স্বীকার করে একটি দলীলে স্বাক্ষর দানে চাপ দেয়া হয়। কিন্তু ইরাকী নেতা সাদ্দাম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বলিত দলীলে স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃতি জানান। আইনজীবীর সহায়তা ছাড়াই তিনি সাজানো আদালতে বক্তব্য দেন। তার বক্তব্য ছিল তীক্ষ্ণ ভাষা ছিল শাণিত। বন্দী সাদ্দাম দখলদার নিয়োজিত আদালতের কাছে করুণা ভিক্ষা করেননি। এছাড়া তিনি বিন্দুমাত্র কম্পিতও হননি। আদালতের ডকে বসে তিনি

যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন তাকে মনে হচ্ছিল খাঁচায় বন্দী একটি সিংহ। এ সময় তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বের হচ্ছিল।

সাদ্দামের বিচার হবে একটি টাইম বোমার বিস্ফোরণ

ইরাকী নেতা সাদ্দাম হোসেনকে একটি আদালতে হাযির করা, তার বিরুদ্ধে ৭টি অভিযোগ উত্থাপন এবং সাদ্দাম হোসেনের বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তীব্র প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে গত ২ জুলাই বিশ্বের প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। লণ্ডনের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট-এর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে যে, সাদ্দাম হোসেনের বিচার হবে একটি টাইম বোমা, যা বিস্ফোরিত হ'লে যুক্তরাষ্ট্রও ক্ষতবিক্ষত হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, সাদ্দামের সমালোচনা করা সহজ। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা শুধু কঠিন নয়, তাতে থলের বিড়ালও বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সাদ্দামের বিরুদ্ধে যে ৭টি অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলির প্রতিটির সঙ্গে আমেরিকা অথবা বৃটেনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যেমন ইরান ও ইরাকের মধ্যকার যুদ্ধে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। প্রমাণ হিসাবে পারস্য উপসাগরে ইরানী যাত্রীবাহী বিমানের উপর মার্কিন যুদ্ধজাহাজ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার ঘটনা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। কুয়েত দখলের অভিযোগে সাদ্দামকে অভিযুক্ত করা হ'লেও যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে যাবে। ইরাকের কুর্দি অঞ্চলের হালাবজা নামক গ্রামে রাসায়নিক বোমাবর্ষণের অভিযোগ উত্থাপিত হ'লে লেজেগোবরে অবস্থা হবে। এসব বিশ্লেষণ থেকে পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হচ্ছে, সাদ্দামের বিচার শুরু হ'লে তা হবে একটি টাইম বোমার বিস্ফোরণ।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে) রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮. ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৭. সাঝের মায়া, লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।
৮. আযাদের পত্রিকার দোকান, গনকপাড়া, রাজশাহী।
৯. পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পেট কৃমিমুক্ত রাখতে পাটশাক উপকারী

পাটের কচিপাতা অবহেলিত হ'লেও খুবই পুষ্টিকর। পাটপাতায় করকোরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকায় স্বাদে কিছুটা তিক্ত। এই করকোরিন কৃমিনাশক ও চর্মরোগের জন্য খুবই কাজ দেয়। শাক ছাড়াও শুকনো পাটপাতা ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি খেলে কৃমিনাশ হয় এবং পেটের পীড়ায় খুব উপকার পাওয়া যায়। এ শাক কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। পাটশাকে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'এ'-এর পরিমাণ পালংশাক, ডাটাশাক, মুলাশাক, কলমিশাক ও লাউশাকের চেয়ে বেশী। সুতরাং প্রত্যেকেরই পাটশাক খাওয়া উচিত।

খাওয়ার পর ঘুম আসে কেন?

একজন সাধারণ সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫ লিটার রক্ত থাকে। এ রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত ঐ রক্তের পরিমাণের স্থিরতা নেই। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির চাহিদার উপরই তা নির্ভর করে। তবে রক্তের এই বিভিন্ন পরিমাণ শরীরের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমরা যখন খাবার খাই, তখন খাদ্যদ্রব্যকে হযম করার জন্য পাকস্থলীতে বেশী পরিমাণ রক্ত চলে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কে রক্তের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। তাতে মস্তিষ্কের কর্মতৎপরতা কমে যায়। এ ঘটনা শরীরে ঘুম ঘুম ভাব সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে এটি হ'ল শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার ইঙ্গিত।

বাঘের চোখ অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায় কেন?

মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীর অক্ষিগোলকে তিনটি আবরক স্তর থাকে। সেগুলি হ'ল, (১) ফাইব্রোস কোট (২) নার্ভাস কোট এবং (৩) ভ্যাসকুলার কোট। এদের মধ্যে অক্ষিগোলকের সর্বশেষ স্তরটি অক্ষিপট বা রেটিনা নামে পরিচিত। অক্ষিগোলকের সামনের দিকে এ স্তরটি থাকে না। এর ভূমিকা আলোক গ্রাহকরূপে কাজ করা। এ স্তরটি সাতটি স্নায়ুস্তর, দু'টি লিমিটিং এবং একটি পিগমেন্ট বা রঞ্জক স্তর নিয়ে গঠিত। বাঘের অক্ষিপটের উপরিভাগে এক ধরনের স্ফটিক জাতীয় উপাদান বর্তমান, যা 'লুমিনাস ট্যাপেটাম' নামে পরিচিত। দিনের বেলায় সূর্যের আলো থাকায় এর কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয় না। রাত্রিবেলা সামান্য আলো গিয়ে বাঘের চোখে পড়লে তা জ্বলজ্বল করে উঠে। বাঘ ছাড়াও আরো কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের চোখে উক্ত লুমিনাস ট্যাপেটাম বর্তমান রয়েছে। যেমনঃ কুকুর, বিড়াল, সিংহ, শিয়াল, হায়েনা, নেকড়ে বাঘ এবং বাদুর প্রভৃতি। এক কথায় নিশাচর প্রাণী মাত্রই চোখে একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

সবচেয়ে দ্রুতগামী জলচর প্রাণী

প্রাপ্ত তথ্য মতে সামুদ্রিক 'মেইল' মাছই জলচরদের মধ্যে দ্রুততম গতিতে ছুটতে সক্ষম। এরা ঘন্টায় ৬৮ মাইল পথ সাঁতরে পাড়ি দিতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের মাকো হাঙ্গর এবং মার্লিঙ্গ মাছের গতি ঘন্টায় প্রায় ৬০ মাইল। ঘন্টায় প্রায় ৫৭ মাইল বেগে সাঁতার কাটতে পারে সামুদ্রিক তলোয়ার মাছ। আর ডলফিন তিন ঘন্টায় প্রায় ৩৭ মাইল বেগে সাঁতার কাটতে পারে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী বিধানের সাথে অন্য বিধানের কোন আপোষ নেই

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২রা জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর রহনপুর এ,বি, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে দাওয়াত নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে হাযির হয়েছি, এটা ১৪০০ বছর আগের পুরাতন দাওয়াত নতুনভাবে পেশ করার প্রচেষ্টা মাত্র। ভুলে যাওয়া মানুষদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যেমন নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেছিল, তেমনি ইসলামের আদি রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টারই একটি অংশ মাত্র। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে অসংখ্য ইসলামী দল রয়েছে। সকলেই ইসলামের কথা বলে। তবে তাদের দাওয়াত ও আমাদের দাওয়াতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, আমরা মানুষকে অহি-র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহ্বান জানাই। অন্যেরা কুরআন-সুন্নাহ্‌র কথা বলেন বটে। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা স্ব স্ব ইমাম, পীর বা অনুসরণীয় ব্যক্তির রায়-এর প্রতি আহ্বান জানান। এখানেই আমাদের দাওয়াত ও অন্যদের দাওয়াতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন নিঃসন্দেহে ইসলামী আন্দোলন, কিন্তু সব ইসলামী আন্দোলন আহলেহাদীছ আন্দোলন নয়। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হচ্ছে ইসলামী আইনের মূল উৎস। এর সাথে প্রচলিত ইজমা-ক্বিয়াসের কোন যোগসূত্র নেই। এগুলির দোহাই দিয়ে কুরআন-হাদীছকে অগ্রাহ্য করার যে প্রবণতা আলেমদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে ফিরে এসে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসায়েন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সঊদী আরবের রাজধানী আস-সুলাই দাওয়া সেন্টার-এর অন্যতম দাঈ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (সাতক্ষীরা) ও মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফাযযল হক।

জুম'আর খুৎবাঃ রাজশাহী থেকে সকাল ৯-টায় রওয়ানা হয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে বেলা ১১-টায় স্থানীয় ডাক বাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন এবং মসজিদ সংলগ্ন যেলা 'আন্দোলন' কার্যালয়ে জুম'আর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত কর্মী ও সুধীবৃন্দের নিকটে আন্দোলনের দাওয়াত দিয়ে যান। অতঃপর উক্ত মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় তিনি সমবেত মুছল্লী বৃন্দকে মসজিদ আবাদে যত্নশীল হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শাখা-পত্রহীন কোন বৃক্ষকে যুক্তির খাতিরে বৃক্ষ বলা গেলেও এর দ্বারা যেমন কোন উপকার হয় না, তেমনি আবাদহীন বা মুছল্লীহীন কোন মসজিদকে মসজিদ বলা হ'লেও সমাজে এর কোন সুফল বয়ে আনে না। তিনি সকলকে মসজিদমুখী হওয়ার আহ্বান জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, দুনিয়ার এই অনির্দিষ্ট সময় সীমার আমলের উপরই নির্ভর করবে আমাদের পরবর্তী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা। তিনি সকলকে স্ব স্ব ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে অহি-র বিধান মেনে চলার এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকামূলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান।

দায়িত্বশীল বৈঠকঃ বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্থানীয় সিএণ্ডবি ডাক বাংলোয় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণের সাথে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। রাত ৯-টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে তিনি যেলা সংগঠনের কার্যক্রমের খোঁজ-খবর নেন এবং উভয় সংগঠনের দায়িত্বশীলগণকে নিয়মিত মাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এই দ্বীনী কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

দেশব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল ও অগ্রসর কর্মী প্রশিক্ষণ ও যেলা অফিস অডিট কার্যক্রম শুরু

রাজবাড়ী ১৮ ও ১৯ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে স্থানীয় মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির ও যেলা অফিস অডিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

সপুরা, রাজশাহী ২৪ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হ'তে রাত ১-টা পর্যন্ত সপুরা মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা, এলাকা ও শাখা দায়িত্বশীল সহ বাছাইকৃত অর্ধশতাধিক কর্মীদের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ।

বাগেরহাট ২৪ ও ২৫ জুন, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসায়েন এর সভাপতিত্বে স্থানীয় কালদিয়া ইসলামিক সেন্টার জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১ ও ২ জুলাই, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তোফাযযল হক-এর পরিচালনায় রহনপুর ডাক বাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দারুল ইমারত আহলেহাদীছ-এর হিসাব রক্ষক জনাব মোফাক্ষার হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

লালমণিরহাট ১ ও ২ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ ক্বাযীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুন্তাযির রহমানের পরিচালনায় স্থানীয় মহিষখোঁচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির ও যেলা অফিস অডিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

বগুড়া ২ ও ৩ জুলাই শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে এবং যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম-এর পরিচালনায় স্থানীয় গাবতলী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যৌথ প্রশিক্ষণ শিবির ও যেলা অফিস অডিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, দারুল ইমারত আহলেহাদীছ-এর হিসাব রক্ষক মুহাম্মাদ মোফাক্ষার হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

ফরিদপুর ৪ ও ৫ জুলাই রবি ও সোমবারঃ যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ এসকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে ১ম দিন চরশেখর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও ২য় দিন দূর্গাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

টাঙ্গাইল ৯ ও ১০ জুলাই, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদ-এর পরিচালনায় স্থানীয় ভবানীপুর পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির ও যেলা অফিস অডিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার প্রমুখ।

দিনাজপুর-পূর্ব ১৪ ও ১৫ জুলাই, বুধ ও বৃহস্পতিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে ও যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হক-এর পরিচালনায় বাদ আছর হ'তে বিরামপুর সদর চাঁদপুর মাদরাসা মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

জয়পুরহাট ১৫ ও ১৬ জুলাই, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ খলীলুর রহমানের পরিচালনায় বাদ আছর হ'তে কালাই কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক।

গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৫ ও ১৬ জুলাই, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আউনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৫ ও ১৬ জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ অদ্য স্থানীয় রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসায়েন ও কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম।

নওগাঁ ১৬ ও ১৭ জুলাই শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহাদ আলীর পরিচালনায় পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মহিলা মাদরাসার নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

রাজশাহী ২৪শে জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মহিলা মাদরাসার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্‌ আল-গালিব**। 'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী কুয়েত'-এর অর্থায়নে নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় মারকাযের অনতিদূরে উত্তর নওদাপাড়ায় ক্রয়কৃত ৬ বিঘা জমির উপরে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি নির্মিত হচ্ছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে সমবেত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হ'তে চলেছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর 'শিক্ষা সংস্কার' কর্মসূচীতে বহু পূর্বেই মহিলাদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা একই প্রতিষ্ঠানে শিফটিং পদ্ধতির মাধ্যমে নারী শিক্ষার পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে। এই

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। তিনি দাতা সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান এবং এই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, রাজশাহীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মহিলা মাদরাসার নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন হ'তে যাচ্ছে দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি। আল্লাহ পাক কবুল করলে আগামী জানুয়ারী থেকেই ক্লাশ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি সকলের দো'আ ও সহযোগিতা কামনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর সচিব জনাব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ এবং 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক ও ছাত্র বৃন্দ।

অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন মাষ্টার, সুলতান মণ্ডল ও আলহাজ্জ লুৎফর রহমান।

যুবসংঘ

পাঁচ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ৫ই জুলাই ২০০৪ সোমবার বাদ ফজর থেকে ৯ই জুলাই ২০০৪ইং জুম'আ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৫ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি যেলা থেকে বাছাইকৃত অর্ধ শতাধিক কর্মী ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্য এতে অংশ নেয়। ১ম দিন সকাল ৭ টায় কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, তরুণরাই জাতির প্রত্যাশা। নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস ও ছহীহ সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে মানুষের কাছে অনুসরণীয় আদর্শ হওয়ার জন্য 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি জিহাদের জঙ্গীবাদী ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য কর্মীদেরকে নির্দেশ দেন।

অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মোফাক্কার হোসায়েন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয লুৎফর রহমান প্রমুখ। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৪ জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত বেসরকারী (প্রাঃ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন-এর সভাপতিত্বে 'প্রচলিত গণতন্ত্রের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব' বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে এক মনোজ্ঞ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে 'প্রচলিত গণতন্ত্রের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব'-এর পক্ষে মারকায-এর দাওরায়ে হাদীছ ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বে পাঁচজন এবং বিপক্ষে একই শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন-এর নেতৃত্বে পাঁচজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিতর্কে বিপক্ষ দল বিজয়ী হয়। দলভিত্তিক দু'দলকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দরুণ ৪ জনকে বিশেষ পুরুস্কার দেওয়া হয়। বাকী সবাইকে উৎসাহ পুরস্কার' দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিচারক ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, জনাব মোফাক্কার হোসাইন, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের শিক্ষক মাওলানা বদীউযযামান ও হাফেয ইউনুস আলী প্রমুখ।

আহলেহাদীছ-এর বিরুদ্ধে যুলুম বন্ধ করুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঢাকা ৪ঠা জুনঃ অদ্য শুক্রবার পুরানো ঢাকার ৯৪, কাযী আলাউদ্দীন রোডে অবস্থিত নাযিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সংকীর্ণ চেতা কিছু লোকের কারণেই মুসলিম উম্মাহ চিরদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আজও হচ্ছে। গত ১৪ই মে '০৪ শুক্রবার ফরিদপুর যেলার নগরকান্দা উপযেলাধীন গোড়াইল গ্রামের সৈয়দবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদটি জনৈক মাওলানা লিয়াকতের নেতৃত্বে হানাফী মাযহাবের অনুসারী একদল উচ্ছৃংখল লোক দিনে-দুপুরে বিনা উস্কানীতে দখল করে নেওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, সংখ্যা ও শক্তির জোরে অন্যদের মসজিদ দখল করা সম্ভব, কিন্তু তাদের আক্বীদা দখল করা সম্ভব নয়। আর কে না জানে যে, পাশব শক্তির চেয়ে আদর্শিক শক্তির জোর নিঃসন্দেহে বেশী। সেকারণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রথমে মানুষের আক্বীদায় বিপ্লব আনতে চায়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ইনশাআল্লাহ সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন দুষ্টমতি ও বিদ'আতপন্থী স্বার্থান্ধ লোকদের অন্ধ আনুগত্যের শৃংখল ভেঙ্গে আখেরাতে মুক্তিকামী আল্লাহ্র বান্দার সবাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক শক্তির সম্মুখে দুনিয়াদার লোকদের কথিত শক্তির দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি অনতিবিলম্বে মসজিদটিকে বিরোধী পক্ষের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান এবং দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

(বিস্তারিত খবর দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক জুলাই '০৪ পৃঃ ৩০)

সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি

এতদ্বারা দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানিয়ে ১৯৭৮ সাল থেকে এদেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনের একমাত্র মুখপত্র মাসিক আত-তাহরীক (রেজিঃ) বর্তমানে ৭ম বর্ষ অতিক্রম করছে। নিয়মিত প্রকাশিত এ মুখপত্রটি বাংলাদেশ সহ বর্তমানে বিশ্বের ১১টি দেশে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় এগিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি অত্র সংগঠন ও এর মুরব্বী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে বামপন্থী কতিপয় চিহ্নিত সংবাদপত্রে যেসব মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে রাজশাহীর মারকাযে বৎসরাধিককাল থেকে অদ্যাবধি সার্বক্ষণিক সরকারী গোয়েন্দা নযরদারী সহ সম্প্রতি বিভিন্ন যেলা নেতৃবৃন্দকে যেভাবে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ এবং মিটিং-সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানসমূহে সরকারী তদন্ত শুরু হয়েছে, আমরা তার বিরুদ্ধে গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছি। সাথে সাথে এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একটি নির্ভেজাল ইসলামী ছাত্র ও যুবসংগঠনের নাম। কোনরূপ জঙ্গীবাদী ও চরমপন্থী ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। এতদসত্ত্বেও যদি কোন কর্মী বিভ্রান্ত হয়ে সংগঠনের অগোচরে কোন চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তাহ'লে সে আমাদের সংগঠন হ'তে তৎক্ষণাৎ চিরতরে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হবে।

দেশপ্রেমিক অত্র সংগঠনদ্বয়ের বিপ্লবী আহ্বান ও সংস্কারধর্মী পদক্ষেপ সমূহের কারণে এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত মহলবিশেষের উস্কানিতে প্রভাবিত না হওয়ার জন্য এবং নেতৃবৃন্দকে অহেতুক হয়রানী না করার জন্য দেশের জনপ্রিয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি।

অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বন্যার্ত ভাইদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

প্রিয় দেশবাসী!

বর্ষা মৌসুমের স্বাভাবিক বর্ষণ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে প্রবাহিত উজানের পানিতে ও সর্বোপরি ফারাক্কা ও গজলডোবায় গঙ্গা ও তিস্তা সহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর সকল বাঁধ উন্মুক্ত করে দেওয়ায় মানবসৃষ্ট বন্যার পানির তোড়ে আজ ভেসে যাচ্ছে বাংলাদেশ। কোন কোন যেলায় পানির পরিমাণ স্মরণকালের ভয়াবহতম বলে জানা যাচ্ছে, যা ১৯৮৮ ও ১৯৯৮-এর বন্যাকেও হার মানিয়েছে। এগুলি আমাদের অন্যায় কর্মের বিষময় ফল হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত গযব স্বরূপ। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কিছুসংখ্যক লোকের চরম দায়িত্বহীনতা ও পাপাচার এবং সীমাহীন দুর্নীতি ও সর্বগ্রাসী দুষ্কৃতির ফলে ভাল-মন্দ সকল পর্যায়ের মানুষ, পশু-পাখী ও প্রাণীকুল আজ আল্লাহ্‌র কঠিন গযবের শিকার হয়েছে। এমতাবস্থায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বন্যাদুর্গত সকল বনু আদমের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ও এক মুঠো অন্ন হ'লেও তাদের সামনে তুলে ধরা এবং বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসনে তাদেরকে সহযোগিতা করা আমাদের সকলের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আল্লাহ কবুল করলে আপনার-আমার দরদী মনের সামান্য দান জাহান্নাম থেকে আমাদের বাঁচার অসীলা হ'তে পারে।

অতএব আসুন! আমাদের যার যা আছে, তাই নিয়ে বন্যাদুর্গত ভাই-বোনদের সাহায্য করি ও এর মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, আহলেহাদীছ যুবসংঘ, আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা ও সোনামণি সংগঠনের দায়িত্বশীলগণের মাধ্যমে অথবা সরাসরি কেন্দ্রে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড, সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫, ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী-তে। আপনার সাহায্য প্রেরণ করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোনঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬০৫২৫।

পাঠকের মতামত

আব্দুছ ছামাদ ভাইকে মোবারকবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ঝাণ্ডাবাহী দুর্বার সৈনিক বিদ'আতীদের আখড়া বলে পরিচিত ফরিদপুরের আটরশির জনাব আব্দুছ ছামাদ ভাইকে আত-তাহরীক পত্রিকার মাধ্যমে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। তাঁর একনিষ্ঠতা, কঠোর পরিশ্রম এবং সাহসিকতার ফলেই আটরশির পীরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে অভ্রান্ত সত্যের পথে ফিরে আসছেন অনেক সত্যান্বেষী মুসলমান। যার জলজ্যান্ত প্রমাণ এবারের তাবলীগী ইজতেমায় আটরশি থেকে 'আন্দোলন'-এর ব্যানার সজ্জিত রিজার্ভ গাড়ী নিয়ে অন্যূন ৩০ জনের যোগদান। এটা একটা বিশাল সাফল্য বলে আমি মনে করি। জনাব আব্দুছ ছামাদ ভাই এক সময় সঊদী প্রবাসী ছিলেন। তিনি উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টারের বাংলা বিভাগের নিয়মিত ছাত্র ছিলেন। ক্লাশ শুরুর প্রথমে নিয়মিত আল-হেরার জাগরণী গাইতেন। উক্ত ইসলামিক সেন্টারের সকলের কাছেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আর আমার সাথেও তার পরিচয় হয় সেখানেই। কিন্তু বর্তমানে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা না জানার কারণে তাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার আশ্রয় নিলাম। আব্দুছ ছামাদ ভাই নিজেই এক সময় আটরশি পীরের মুরীদ ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সঊদী প্রবাসী হ'লেন, তখন উনাইযাহ ইসলামী সেন্টারের সম্মানিত শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ রশীদের সহায়তায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে' যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি প্রবাসী জীবন শেষ করে স্বদেশে নিজ এলাকায় নির্ভীক চিত্তে হক্ব প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছেন। আমি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আব্দুছ ছামাদ ভাইকে ও তাঁর সাথীদের সর্বদা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাঁকে হায়াতে ত্বাইয়েবা দান করেন এবং আরও বেশী বেশী দাওয়াতী কাজ করার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন!

❖ *মুহাম্মাদ ক্বামারুল হাসান*
বসতপুর ২নং কলোনী, শার্শা, যশোর।

যে কারণে আত-তাহরীক ভাল লাগে

আত-তাহরীক আমার প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় '৯৯ সালের জানুয়ারীতে। মাওলানা মাহবূবুর রহমান সে সংখ্যাটি দিয়েছিলেন পড়ার জন্য। প্রথম বারের মত এসেই পরিবারের সকলের মন জয় করে নিল। এর মধ্যে অনেক পত্রিকাই নেওয়া বন্ধ হয়েছে কিন্তু **'আত-তাহরীক'** স্বমহিমায় নিজের স্থান দখল করে আছে। বাইরে থাকলে নিয়মিত পড়া হয় না। তাই বাড়িতে গিয়েই **'আত-তারহীক'** খোঁজ করি। তাহরীকের সাথে হৃদ্যতা সৃষ্টির ফলে 'যুবসংঘে'র প্রতিও আকর্ষণ বেড়েছে। তাই মহিষখোঁচার অনুষ্ঠিত 'আন্দোলন' বা 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে দু'ঘন্টার জন্য হ'লেও ঘুরে দেখে এসেছিলাম তাবলীগী ইজতেমা ২০০৪। কাকিনা বাজারে ফারূক আহমাদ ছাহেবের সাথে দেখা হ'লেই জিজ্ঞেস করি **'আত-তাহরীক'** এসেছে কি-না। যে কারণে তাহরীক এত ভাল লাগে-

তাহরীক ভাল লাগার প্রথম কারণটি হ'ল, এর নযর কাড়া প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদে প্রতি মাসেই দেশ-বিদেশের কোন না কোন মসজিদের ছবি থাকে। যার ফলে আমরা পরিচিত হ'তে পারি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মসজিদের সাথে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় অন্য যেকোন পত্রিকার সম্পাদকীয়র চেয়ে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। প্রতিমাসেই সমসাময়িক বিষয়াবলী নিয়ে থাকে একটি জ্ঞানগর্ভ সম্পাদকীয়। যা আমাদের চিন্তার পরিধিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ ও প্রবন্ধ সমূহ দেশ ও বিদেশের পাঠক মহলে যে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখকদের প্রদত্ত নির্ভুল তথ্যসূত্র এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে আরও এক ধাপ। তাহরীকের যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি বিদ'আতীদের চক্ষুশূল, তা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর বিভাগ। দেশে অনেক নামী-দামী পত্রিকা থাকলেও সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বে পাঠকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় বাতুলতার সাথে। যার গ্রহণযোগ্যতা ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে অনেক ক্ষেত্রে শূন্যের কোঠায়। সেদিক থেকে তাহরীকের প্রশ্নোত্তর পর্ব স্বতন্ত্র। এখানে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিরপেক্ষভাবে দেওয়া হয়।

এত কিছুর পরও তাহরীকে যে কিছুটা শূন্যতা নেই তা বলতে পারছি না। আধুনিক এ যুগে সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজীর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই আমার অনুরোধ তাহরীকে প্রতিমাসেই একটি করে ইংরেজী ফিচারের ব্যবস্থা করা হোক। তাহ'লে পত্রিকাটির গুণগত মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি। সবশেষে আত-তাহরীকের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক, লেখক-পাঠক ও তাহরীকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সুখী ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

❖ *রায়হানুল ইসলাম*
১ম বর্ষ, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কেন এই অশ্লীলতা?

অশ্লীলতায় ছেয়ে গেছে গোটা বাংলাদেশ। কথা-বার্তা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, গল্প, উপন্যাস, গান, কবিতা, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রয়েছে আজ অশ্লীলতার ছোঁয়া। বর্তমানে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা চরম সীমায় পৌঁছেছে। যা লিখতে বা বলতে গেলেও রুচিতে বাধে। কয়েকদিন আগে দৈনিক ইনকিলাবে একটি খবর পড়ে চমকে উঠলাম, গভীর রাতে এফডিসিতে কঠোর প্রহরায় শূটিং চলছিল। সেখানে যে নায়িকা ছিল তার গায়ে পোশাক ছিল না বললেই চলে। গায়ের উপর এক টুকরো কাপড় তাও খুলে পড়ে এমন অবস্থা। এমন অবস্থা যদি এফডিসি'র ভেতর চলতে থাকে তবে চলচ্চিত্র সমিতিগুলো বা সেন্সর বোর্ড কি করে? এ প্রশ্ন সচেতন মহলের। গত দুই মাস আগে খুলনার এক এলাকায় একটি ছেলে অশ্লীল সিনেমার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সিনেমা হলের মালিকের এক আত্মীয় ঐ এলাকার কিছু মাস্তান নিয়ে ঐ ছেলের

বাসায় চড়াও হয়। কেন পোস্টার ছিঁড়ল তাই নিয়ে সালিশ বসে। সালিশে সিদ্ধান্ত হয় ঐ ছেলেদের মাফ চাইতে হবে ঐ সিনেমা হলের মালিকের কাছে। তা না হ'লে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, তাহ'লে কি যারা এ অশ্লীলতা থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখতে চায় তাদেরকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না? বরং কেন তারা অশ্লীলতার সয়লাবে গা ভাসিয়ে দেয়নি সেজন্য শাস্তি পেতে হবে। এই হ'ল সমাজের বর্তমান অবস্থা। এমতাবস্থায় সচেতন মহল যদি জোরালো পদক্ষেপ না নেন, তবে যুবসমাজ নষ্টের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। তাই এই যুবসমাজ ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে এগিয়ে আসতে হবে অভিভাবক, সচেতন মহল ও সুধী মহলের। সেই সাথে সরকার, সেন্সর বোর্ড ও চলচ্চিত্র সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অনতিবিলম্বে এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সচেতন হোন এবং কঠোর পদক্ষেপ নিন, তা না হ'লে যুবসমাজের ধ্বংসের জন্য দায়ী থাকবেন সরকার থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনতা।

❖ *সুমাইয়া তাবাসসুম*
সরকারী বি,এল, কলেজ, খুলনা।

পরম বন্ধু আত-তাহরীক

১৯৯৮ সালে এপ্রিল মাসের কোন এক শুভক্ষণে আত-তাহরীকের সাথে আমার পরিচয়। তখন আমি কুশলপুর দাখিল মাদরাসার ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। সে সময় থেকেই তাহরীকের সাথে আমার গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছে। কখনও তাহরীককে পাই আমি বন্ধুর ভূমিকায়, কখনওবা শিক্ষকের। এই দীর্ঘ সময় তাহরীকের সাথে এত গভীর সম্পর্ক হয়ে গেছে যে, এখন আমি শুধু পাঠক নই; বরং পাঠক সৃষ্টি ও বৃদ্ধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। গত জুন ২০০৪ থেকে আমি এজেন্ট হয়ে এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কাজ করার চেষ্টা করছি। আমার এই মানসিকতার কারণ হচ্ছে, ইসলামের মূল ভাবধারা অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো পেয়েছি কেবল তাহরীকেই। এদেশে প্রকাশিত অন্যুন ১০টি মাসিক পত্রিকা আমি পড়েছি। কিন্তু কোন পত্রিকাই তাহরীকের মত তত্ত্ব ও তথ্যবহুল এবং বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক পাইনি। এর নিয়মিত কলামগুলি পড়ে আমি মনের খোরাক পাই। ফলে পত্রিকা হাতে পাওয়ার পর মাত্র ৫ দিনেই এর আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করে ফেলি। আর পরবর্তী ২৫ দিন অধীর অপেক্ষায় থাকি পরবর্তী সংখ্যার জন্য।

তাহরীকের নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, প্রবন্ধ, ছাহাবা চরিত, স্বদেশ-বিদেশ, ক্ষেত-খামার, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি বিভাগগুলি আমার খুব ভাল লাগে। প্রাণপ্রিয় পত্রিকার উন্নতি, অগ্রগতি ও মান বৃদ্ধিতে আমার কতিপয় পরামর্শ-

(১) প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যে পত্রিকা পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া চাই।

(২) দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান, প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ করা দরকার।

(৩) প্রতি সংখ্যায় শিক্ষামূলক নাটিকা চাই।

(৪) প্রশ্নোত্তর ৪০টি থেকে ৬০টিতে উন্নীত করার অনুরোধ জানাই।

পরিশেষে একবিংশ শতাব্দীর আলোকবর্তিকা আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করছি। সাথে সাথে সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক, লেখক, পাঠক, শুভানুধ্যায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

❖ *মুহাম্মাদ শু'আইব আলী*
সাং দুবইল (পূর্বপাড়া), পোঃ নারায়নপুর
মান্দা, নওগাঁ।

পর্ণো পত্রিকা ও ক্যাসেট বিক্রি বন্ধ করা হোক

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পর্ণো পত্রিকা ও ভিডিও সিডি-ক্যাসেট ছেয়ে গেছে। বিশেষ করে, শহরের ফুটপাতে পর্ণো পত্রিকা বিক্রি করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ভিডিও ক্যাসেটের দোকানে অশ্লীল সিডি ক্যাসেট শোভা পায়। এসব প্রকাশ্যে করা হয়ে থাকে। কিশোর-যুবক বয়সের ছেলেরা এসব জায়গায় ভিড় করে। তারা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে এবং কিছু বই কিনেও নিয়ে যায়। এছাড়া ভিডিও ক্যাসেটের দোকান হ'তে পর্ণো সিডি ক্যাসেট নিয়ে হয়তো পরিবারের অগোচরে নিজ বাসায় নয়তো বন্ধুর বাসায় দেখে থাকে। দেশের ছাত্রসমাজ আজ ধ্বংসের পথে। এদের নৈতিক অবক্ষয় রোধে আমাদের সবার এগিয়ে আসা উচিত। প্রকাশ্যে এসব পর্ণো পত্রিকা ও সিডি ক্যাসেট বিক্রি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ নিতে হবে। এ দাবি সুশীল সমাজের।

❖ *মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ সুমন*
ভাটিয়ারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

দেশে অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন বন্ধ করা হোক

বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এদেশের অধিকাংশ জনগণ ধর্মপ্রাণ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন চলছে তা মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া দেশে যেসব অশ্লীল বিদেশী চলচ্চিত্র আমদানী ও প্রদর্শন করা হয় তাতে মানুষের নৈতিক চরিত্র দিন দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কেননা, পবিত্র ইসলাম ধর্মে অশ্লীলতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বেশকিছু টিভি চ্যানেলে ইসলামবিদ্বেষ ও অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়, এগুলি বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে দেশের ক্ষমতাসীন সরকার তাদের ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সরকার মনে করে। তাই এ সরকারের কর্ণধার তথা রথী-মহারথীগণ ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষাকল্পে এগিয়ে আসবেন, এ আশা আমরা করতেই পারি।

❖ *মুহাম্মাদ সেলিম সরকার*
আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

Contents

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১)ঃ আমরা দু'বোন, কোন ভাই নেই। তাই সংসার দেখাশুনার জন্য আমাদের দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাইকে ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীতে রাখা হয়। আব্বা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি উক্ত ভাইকে সম্পত্তির অংশ দিতে চান। শরী'আত অনুযায়ী সে সম্পত্তির অংশ পাবে কি?

-ফেরদৌসী
ইনসাফনগর, দৌলতপুর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ চাচাতো ভাই সম্পত্তির অংশীদার হবে না। তবে তাকে অছিয়ত স্বরূপ কিছু দান করা যেতে পারে। এরূপ দানের সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু আমার মেয়ে মাত্র একজন। আমি কি আমার সম্পূর্ণ মাল অছিয়ত করব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, তবুও না। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগ দান করা যায়। তবে এটাও বেশী। নিশ্চয়ই তোমার ছেলে-মেয়েকে বিত্তবান অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্র অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। যেন তারা মানুষের কাছে হাত না পাতে। নিশ্চয়ই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে খরচ করলে তুমি নেকী প্রাপ্ত হবে। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর মুখে কিছু উঠিয়ে দিলেও তুমি নেকী পাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১, 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২/৪০২)ঃ তিরমিযীতে 'ওযূ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ? আযান দেওয়ার জন্য ওযূ করা শর্ত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মিছবাহুল হুদা
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ আযানের জন্য ওযূ করা শর্ত নয়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। প্রশ্নে উল্লিখিত তিরমিযীর হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩)ঃ আম্মার ইবনু ইয়াসির কখন নিম্নের উক্তিটি পেশ করেছিলেন?

يَامَعْشَرَالْمُسْلِمِيْنَ أَمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُّوْنَ؟ أَنَا عَمَّارُبْنُ يَاسِرٍ هَلُمُّوْا إِلَيَّ! إِلَيَّ! اوَ أَنَا أَنْظُرُ أُذْنَهُ قَدْفَظَعت فَهِيَ تَذَبْذَبُ وَهُوَ يُقَاتِلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ–

-আশরাফুল ইসলাম
রুদ্রেশ্বর কাকিনা
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কাযযাব-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে আম্মার অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণ প্রথম দিকে শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে থাকে। তখন আম্মার ইবনু ইয়াসির একটা পাথরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে মুজাহিদগণকে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে উপরোক্ত উক্তি করেন' *(মুহাম্মাদ ইউসুফ, হায়াতুছ ছাহাবা (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৩/১৯৯২) ১/৫৫৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪)ঃ জনৈক কান্দালুবী ইমাম মসজিদে দরস দেওয়ার সময় বললেন, 'কেউ যদি ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু ছাড়ে, তাহ'লে তার ছালাত হয়ে যাবে'। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-সিরাজুল ইসলাম
জামতৈল, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিরমিযীর একটি যঈফ হাদীছের আলোকে উপরোক্ত বক্তব্য দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যদি কারু ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহ'লে তার ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে'। অর্থাৎ তাকে সালাম ফিরাতে হবে না। ইমাম তিরমিযী বলেন, অত্র হাদীছের সনদ শক্তিশালী নয় এবং এর সনদের মধ্যে 'ইযত্বিরাব' বা অসংলগ্নতা রয়েছে'। শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী বলেন, অত্র হাদীছে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন'উম নামে একজন দুর্বল রাবী আছেন। এছাড়া হাদীছটি ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ। 'ছালাতের শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম দিয়ে' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০০৮-এর টীকা নং ৩ দ্রঃ; আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫)ঃ আমি শরী'আত অনুযায়ী বিবাহ করি। কিন্তু আমার পিতা আমার স্ত্রীকে পসন্দ করেন না। স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন। অথচ আমার স্ত্রী দ্বীনদার পরহেযগার। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শরী'আত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া সর্বক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৩৬, আনকাবূত ৩৮, ইসরা ২৩-২৪ ও লোকমান ১৪)*। অতএব শারঈ কারণের প্রেক্ষিতে পিতা-মাতা যদি অনুরূপ নির্দেশ দেন, তবে তা মান্য করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর (রাঃ) ঘৃণা করতেন এবং তিনি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বললেন। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৩৩, ৩৩৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৯৪০ 'আদাব' অধ্যায়)*।

তবে স্ত্রী যদি দ্বীনদার, পরহেযগার হয় এবং কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সেদিকে খেয়াল রেখে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া উচিত। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর তালাক পসন্দ করে না। বরং সংসার অক্ষুণ্ণ রাখাই ইসলামী শরী'আতের একান্ত লক্ষ্য *(দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩২/৩২২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬)ঃ যোহরের সুন্নাত ছালাত আদায় করা অবস্থায় আমার ছোট বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে এবং কাঁদতে কাঁদতে খাট থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'লে আমি ছালাত ছেড়ে দিয়ে তাকে নীচে নামাই ও বাকী ছালাত সমাপ্ত করি। আমার ছালাত হয়েছে কি?

-আরীফা খাতুন
সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হয়নি; বরং ছালাত সিদ্ধ হয়ে গেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় যে, দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে চাইলাম। তখন তিনি কিছু দূর হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর নিজ ছালাতের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, দরজাটি ক্বিবলার দিকে ছিল' *(নাসাঈ, আহমাদ, আবুদাঊদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০০৫, সনদ ছহীহ)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, ছালাতরত অবস্থায় সামান্য স্থানান্তর হওয়া জায়েয আছে *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭)ঃ আমার স্বামী সপ্তাহে প্রায় ৬ দিনই তার ছোট স্ত্রীর নিকটে থাকে। আর একদিন মাত্র আমার নিকটে থাকে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-শরীফা সুলতানা
কোটালীপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্ত্রীদের সাথে ইনছাফ করা স্বামীদের উপরে অপরিহার্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারু নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে, আর সে যদি তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠবে' *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৩৬)*। তবে স্ত্রীদের পারস্পরিক সম্মতিতে রাত্রি বন্টনে কম-বেশী করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২২৯, ৩২৩০ ও ৩২৩১)*। নতুন স্ত্রী কুমারী হ'লে তার নিকটে সাত রাত্রি যাপনের পর সমান হারে রাত্রি বন্টন করবে। আর নতুন স্ত্রী কুমারী না হ'লে তার নিকট তিন রাত্রি থাকার পর সমান হারে রাত্রি বন্টন করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৩ 'স্ত্রীদের দিন বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইনছাফ সহকারে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে রাত্রি বন্টন করতেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৫, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮)ঃ ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করলে সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়, কথাটি কি সঠিক?

-মফীযুদ্দীন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গোনাহ এবং তা ৭টি ধ্বংসকারী বস্তুর একটি। তবে এর ফলে কারু সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায় এমনটি নয়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ৭টি ধ্বংসকারী বস্তু হ'তে তোমরা বেঁচে থাক। আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হ'তে পালিয়ে আসা এবং পূত-পবিত্র মুসলিম মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়, 'মুনাফিকের আলামত ও কাবীরা গুনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ আমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে এক নির্জন এলাকায় রুটি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে বুকে রুটি আটকে গেলে পানি আনার জন্য এক বন্ধু গ্রামের দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু আমার অবস্থা মরণাপন্ন। অন্য বন্ধুর নিকটে মদের বোতল ছিল। সে আমার অবস্থা দেখে আমাকে মদ দিলে আমি প্রাণ রক্ষার্থে দু'ঢোক পরিমাণ খেয়ে ফেলি এবং সুস্থতা লাভ করি। আমি জীবনে কোন দিন মদ বা তাড়ী খাইনি। এই মরণাপন্ন অবস্থায় হারাম জিনিষ খেয়েছি। এখন আমার করণীয় কি?

-হাবীবুর রহমান
রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ প্রাণ রক্ষার্থে নিরুপায় অবস্থায় জান বাঁচা পরিমাণ হারাম বস্তু ভক্ষণ করাতে দোষ নেই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সে সব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে উৎসর্গ করা হয়। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়বে এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন না করে, তাহ'লে তাতে দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ আমি প্রায় দু'বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু খাৎনা করিনি। মাসিক 'আত-তাহরীকে'র মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, বড় মানুষ খাৎনা না করলেও চলবে। কিন্তু আমি কতগুলি উপকারার্থে খাৎনা করতে ইচ্ছুক। কাউকে না জানিয়ে একাকী খাৎনা করতে পারব কি?

-আব্দুর রহমান
আতর আলী রোড, মাগুরা।

উত্তরঃ নিজে বা যেকোন ব্যক্তির মাধ্যমে খাৎনা করা যায়। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে নিজ হাতে সুতারের অস্ত্র দ্বারা খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ১/১১১ পৃঃ; দ্রঃ 'আত-তাহরীক' মে ২০০১ প্রশ্নোত্তর ২০/২৬৫)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১)ঃ জনৈক আলেম কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করাকে ঘৃণা করতেন। অথচ কোন উচ্চ পদে আসীন হওয়ার পর নিজেই তা করছেন। এরূপ পরস্পর বিরোধী আমল করা কি শরী'আতে জায়েয?

-আব্দুল গাফফার
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ এরূপ করা শরী'আতে নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা যেটা করোনা সেটা কেন বল? আল্লাহ্‌র নিকটে এটাই বড় গোনাহ যে, তোমরা ঐগুলি বল, যা তোমরা কর না' *(ছফ ২-৩)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন তোমরা সবচেয়ে খারাপ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দু'মুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অপর মুখ নিয়ে অন্যদের কাছে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২২ 'আদব' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, কবরে-মাযারে বা কথিত শহীদ মিনারে বা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা, পুষ্পমাল্য অর্পণ করা, তার সম্মানে বা কোন মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ রূপে শরী'আত বিরোধী কাজ এবং অমুসলিমদের অনুকরণে সৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। এতদ্ব্যতীত এগুলির মধ্যে শিরক মিশ্রিত আছে। কেননা নেককার ব্যক্তির কবর যিয়ারতের সময় কেবল দো'আ করার কথা এসেছে। দাঁড়িয়ে সম্মান করা ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করার বিধান নেই। এছাড়া শহীদ মিনার ইত্যাদি যেখানে কোন কবর নেই, অথচ এগুলি নিজেরা তৈরী করে নিজেরা পবিত্র ঘোষণা করে নিজেরা সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বা পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। এগুলি লাশ বিহীন কবর যিয়ারতের শামিল, যা মূর্তি পূজার সমার্থক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি ঐ বস্তুর উপাসনা কর, যা তোমরা নিজ হাতে গড়েছ' *(ছাফফাত ৯৫)*। মূর্তিপূজারী পিকার নিকটে এ প্রশ্ন উত্থাপন করাতেই ইবরাহীম (আঃ)-কে বিতাড়িত হ'তে হয়েছিল।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২)ঃ মুওয়াযযিনের আযানের জওয়াব জামা'আতের পক্ষ হ'তে যে কেউ দিলে চলবে, না-কি প্রত্যেককেই দিতে হবে?

-ইকবাল
মিরাট, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রত্যেককেই দিতে হবে। জামা'আতের পক্ষ হ'তে যে কেউ জওয়াব দিলে তা যথেষ্ট হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'মুওয়াযযিনের জওয়াব ও আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩)ঃ জেনে-শুনে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীর হুকুম কি?

-আছগর
ভেণ্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ জেনে-শুনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীর একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হ'তে এমন কথা বলে, যাকে সে মিথ্যা মনে করে, তবে সে মিথ্যুকদের অন্যতম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪)ঃ একই বাড়ীর ৫ সদস্য বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। ২ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং একটি শিশু। জানাযা পড়ানোর সময় প্রথমে পুরুষ তারপর মহিলা ও সবশেষে শিশু সন্তানকে পরপর সাজিয়ে জনৈক ইমাম ছাহেব জানাযা পড়িয়েছেন। আমার প্রশ্ন উল্লিখিত পদ্ধতিতে সাজানো কি ঠিক হয়েছে?

-মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান
কাটখইর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সাজানো ঠিক হয়নি। বরং প্রথমে পুরুষ অতঃপর শিশু, তারপর মহিলাদের রাখতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) একদা ৯ জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং ইমামের সামনে ক্বিবলার দিকে প্রথমে পুরুষ ও পরে নারীকে রেখেছিলেন *(আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৫০-৫২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর আগে যদি দেনমোহর পরিশোধ করা না হয়, তাহ'লে মৃত্যুর পরে কি মোহরের টাকা দান করতে হবে?

-রফীকুল ইসলাম
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইসলামী শারী'আতে মোহর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয, যাকে হালকাভাবে দেখার কোন অবকাশ নেই। এটি স্ত্রীর জীবদ্দশায় পরিশোধ করা অপরিহার্য কর্তব্য। স্ত্রীর জীবদ্দশায় তা পরিশোধ করা না হ'লে, স্বামীকে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং স্ত্রীর ওয়ারিছদের মধ্যে মোহরের অর্থ বন্টন করে দেওয়া যরূরী হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে অনন্তর তওবা করে এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(আন'আম ৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬)ঃ বাংলাদেশে ছালাত শেষে মুনাজাত করা, মীলাদ পড়া এবং শবেবরাত পালন করা প্রচলিত আছে। কিন্তু কুয়েতে এগুলির কোনটাই হয় না। এগুলি নাকি বিদ'আত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
সি,ই,বি (ও,কে পি-১)
পুরাতন খাইতান, কুয়েত।

উত্তরঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২২/৫১৯)*।

৬০৪ হিজরী পর্যন্ত মীলাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫০৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবূ সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) ৬০৪ হিজরী মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে খৃষ্টানদের 'বড় দিন'-এর অনুকরণে সর্বপ্রথম মীলাদের প্রচলন ঘটান *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫)*।

নিছফে শা'বান তথা শবেবরাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মারফূ' হাদীছ নেই। এ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলির কোনটি মুনক্বাতি', কোনটি মুরসাল, কোনটি যঈফ, কোনটি মওযূ'। অনেকে সূরা দুখান-এর ৩ নং আয়াতে বর্ণিত 'মুবারক রজনী' দ্বারা শবেবরাত বুঝাতে চান। অথচ এখানে মুবারক রজনী অর্থ 'লায়লাতুল ক্বদর'। যেমনটি সূরা ক্বদরের ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা (কুরআন) নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে' *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'শবেবরাত' পুস্তক)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত আমলগুলি নিঃসন্দেহে বিদ'আত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭)ঃ ইমামের অনুপস্থিতিতে মুছল্লীগণ আমাকে ইমামতি করার জন্য অনুমতি দেন। অতঃপর ছালাত শুরু করলে প্রধান ইমাম এসে বললেন, কার হুকুমে সে ওখানে দাঁড়াল? ইমামের বিনা অনুমতিতে সেখানে দাঁড়ানোই উচিত নয়। তার মাথা আলাদা করার হুকুম আছে। অতঃপর দ্বিতীয় ইমাম এসে বললেন, কে ইমামতি করছে? পরে ব্যবস্থা হবে। উল্লেখ্য যে, তাঁরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ইমাম নন। শুধুমাত্র জুম'আর ছালাতের ইমাম। তাদের এ সমস্ত কথা বলা এবং আমার ইমামতি করা অপরাধ হয়েছে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নির্ধারিত ইমামের উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত অন্যের ইমামতি করা শরী'আত সম্মত নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭ 'ইমামত' অনুচ্ছেদ)*। তবে ইমামের অনুপস্থিতিতে মুছল্লীগণ যদি অন্য কাউকে ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়ে ছালাত আদায় করেন, তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। ছালাত শুরু হওয়ার পর নির্ধারিত ইমাম এসে যদি বাড়াবাড়ি করেন, তাহ'লে তা শরী'আত বিরোধী কাজ হিসাবে গণ্য হবে। সাহল ইবনু সা'দ আস-সা'এদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রে তাদের মধ্যকার কোন একটা বিবাদ মীমাংসা করতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ছালাতের সময় হ'লে আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে মুওয়াযযিন এসে বলল, আপনি কি লোকদের ছালাত পড়াবেন? আমি ইক্বামত দেই। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবুবকর (রাঃ) ছালাত পড়াতে শুরু করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম হাতে তালি মেরে আবুবকরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের কথা অবগত করানোর চেষ্টা করেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ইশারায় নিষেধ করলেন এবং আবু বকরকে বললেন, তুমি তোমার জায়গায় স্থির থাক। ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে ছালাতে সন্দেহ হ'লে হাতে তালি মারার পরিবর্তে (পুরুষদের জন্য) 'সুবহানাল্লাহ' বলার নির্দেশ দিলেন *(বুখারী ১/৯৪ 'ইমামের অনুপস্থিতিতে অন্যের ইমামতিতে ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য কেউ ইমামতি করলে তার মাথা আলাদা করার হুকুম আছে- ইত্যাদি কথাগুলি স্রেফ বাড়াবাড়ি।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮)ঃ সময়ের অভাবে যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত না পড়েই জাম'আতে শরীক হয়েছি। এক্ষণে ছালাত শেষে পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত আগে পড়ব, নাকি পরের ২ রাক'আত সুন্নাত আগে পড়ব? ইমামের পিছনে মুক্তাদী

আর মুক্তাদীর পিছনে ৫০/৬০ গজ ফাঁকা জায়গা বা রাস্তা অথবা নালা রেখে তার পরে মহিলারা মাইকের মাধ্যমে ইমামের অনুকরণ করতে পারবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম
গ্রাম- শাহবাজপুর, কানসাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ও
মুছল্লীবৃন্দ
শাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত পরের ২ রাক'আত সুন্নাতের পরে পড়াই উত্তম। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে না পারলে, পরের ২ রাক'আত সুন্নাতের পরে আদায় করতেন' *(ইবনু মাজাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪২ পৃঃ 'যোহরের সুন্নাত ক্বাযা করা' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু মাজাহ্‌র উক্ত হাদীছটিকে আহমাদ শাকের 'ছহীহ' বলেছেন *(তিরমিযী হা/৪২৬, ২/২৯১ পৃঃ 'যোহরের পরের ২ রাক'আত সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে হাদীছটিকে নাছিরুদ্দীন আলবানী 'যঈফ' বলেছেন *(যঈফ ইবনে মাজাহ ৮৮-৮৯ পৃঃ)*।

হাফেয ইরাক্বী বলেন, শাফেঈদের নিকটে পূর্বের ৪ রাক'আত পরের ২ রাক'আত সুন্নাতের পরে আদায় করাই সঠিক। আর যোহরের সময় বাকী থাকলে ২ রাক'আত সুন্নাতের পূর্বেও উক্ত ৪ রাক'আত পড়া যায়। তবে প্রথমটিই উত্তম' *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৮৮ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪১২ ও ১৩ পৃঃ হা/৪২৪)*।

যদি ইমামের তাকবীর শোনা যায় তাহ'লে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যখানে কোন রাস্তা, প্রাচীর বা নালা থাকলেও ইমামের এক্তেদা করা জায়েয। যা ইমাম বুখারীর নিম্নোক্ত 'তরজমাতুল বাব' বা 'অধ্যায় শিরোনাম' থেকে প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন, 'হাসান বছরী বলেছেন, ইমাম ও তোমার মধ্যে কোন নহর থাকলেও কোন দোষ নেই। আবু মেজলায বলেছেন, ইমামের তাকবীর শোনা যায় এমন অবস্থায় ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যখানে যদি কোন রাস্তা বা প্রাচীর থাকে তবুও এক্তেদা করা চলবে।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাত্রীকালীন ছালাতে প্রাচীরের বাহির থেকে তাঁর এক্তেদা করেছেন *(বুখারী ১/১০১ পৃঃ 'ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যখানে কোন দেওয়াল বা পর্দা থাকা' অনুচ্ছেদ; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১২৪ 'ছালাতে দাঁড়াবার স্থান' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৩-৯৪)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯)ঃ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে সূরা তাকাছুর একবার পাঠ করলে এক হাযার আয়াত পাঠের নেকী পাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। উক্ত বর্ণনা ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
১৭ বংশাল রোড, ঢাকা
ও
-মুহাম্মাদ শাব্বির আহমাদ
গ্রাম- পশ্চিম ভাটপাড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে মুনযেরী বলেন, رجال اسناده ثقات إلا أن عقبة بن محمد لاأعرفه ولكن هذا السند عن نافع عن ابن عمر وهو سند صحيح، 'হাদীছটির সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত। তবে ওক্ববা বিন মুহাম্মাদকে আমি চিনি না। কিন্তু নাফে' থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর প্রমুখাত বর্ণিত অত্র সনদটি ছহীহ' *(আহমাদ হাসান দেহলভী, তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীছিল মিশকাত ২/৫৮ পৃঃ)*। হাদীছটি বায়হাক্বী স্বীয় 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে সংকলন করেছেন *(মিশকাত হা/২১৮৪ 'কুরআনের মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০)ঃ জনৈক ইমাম বক্তব্য রাখার সময় বলেন, সামুরা (রাঃ)-কে যখন কাফেররা মেরে ফেলে তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন মৌমাছি তাঁর লাশটি ঘিরে ফেলে। ফলে লাশ নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুনরায় রাতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে লাশ অন্যত্র চলে যায়। কেউ তার লাশের সন্ধান পায়নি। এ কথার সত্যতা জানিয়ে উপকৃত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীনুল হক
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত লাশটি সামুরা (রাঃ)-এর ছিল না; বরং আছেম ইবনু ছাবেত (রাঃ)-এর ছিল। দ্বিতীয়তঃ লাশটি যে বৃষ্টিতে ভেসে অন্যত্র চলে যায় একথারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূল ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-এর চাচা আছেম ইবনু ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি ছোট সেনাদলকে পাঠান। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী 'ফাদফাদ' নামক স্থানে তিনি শহীদ হন। তাই কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আছেম ইবনু ছাবেতের নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার নিমিত্তে তাঁর মৃতদেহের কিছু অংশ নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ বদরের যুদ্ধে আছেম ইবনু ছাবেত তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন একদল মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। ফলে তাদের (কাফেরদের) প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আছেমের লাশ রক্ষা পায়। আর এভাবেই আছেম ইবনু ছাবেতের মৃত দেহের কোন অংশ নিতে কাফেররা ব্যর্থ হয়' *(বুখারী, ফাৎহুল বারী, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৮, হা/৪০৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১)ঃ সিগারেট, বিড়ি, জর্দা খাওয়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-আব্দুছ ছামাদ
গ্রাম- আটুলিয়া (মোল্লাপাড়া)
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সিগারেট, বিড়ি, গুল, জর্দা খাওয়া বা পান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বর্ণযুগে ধূমপানের কোন উপকরণ ছিল না। কিন্তু তিনি এমন কিছু মূলনীতি দিয়ে গেছেন, যা দ্বারা এগুলি হারাম প্রমাণিত হয়। যেমন- স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, প্রতিবেশী, সফরসঙ্গী, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের জন্য ক্ষতিকর, সম্পদের অপচয় ইত্যাদি ধরণের সব কিছুকেই তিনি হারাম করে গেছেন।

সিগারেট ও বিড়ি তামাক থেকে তৈরী। যা মাদকের অন্তর্ভুক্ত। যার ধোঁয়া জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ 'ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত করবে না' *(বুলূগুল মারাম হা/৯১১ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

গুল-জর্দা হ'ল প্রকৃত তামাক, যা ভক্ষণ করা হয়। এটা সরাসরি মাদক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'মদ ও মদ্যপায়ীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ যাবতীয় খবীছ বা অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেছেন *(আ'রাফ ১৫৭)*। অতএব সিগারেট, বিড়ি, গুল, জর্দা ইত্যাদি খবীছ ও মাদক জাতীয় বস্তু খাওয়া বা পান করা হারাম *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর ২৬/২৭১, মে ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২)ঃ নিচ্ছিদ্র ভাবে নির্মিত বাথরুমে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয কি? এইরূপ গোসলের পর ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করার আবশ্যকতা আছে কি?

-বদরুল ইসলাম
বল্লা বাজার, টাংগাইল।

উত্তরঃ গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা যায় *(ফাৎহুল বারী ১/৩৮৫ পৃঃ; বুখারী ১/৪১ পৃঃ; আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০০১, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৭৩)*। তবে কাপড় পরে গোসল করাই উত্তম এবং এটি শিষ্টাচারের অন্যতম দিকও বটে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন কাপড় পরে গোসলখানায় প্রবেশ করে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮০৩)*। মু'আবিয়া ইবনু হায়দা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কেউ নির্জনে নগ্ন হ'তে পারে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ মানুষের চেয়ে বেশী লজ্জাশীল' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪০১৬ 'গোসলখানা' অধ্যায়)*। ওযূ করে গোসল করলে ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করার কোন আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩)ঃ মি'রাজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণ দৈনিক কত ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতেন? 'অহি' নাযিল হওয়ার পর থেকে মি'রাজ রজনীর ব্যবধান কত বছর? ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে কত ওয়াক্ত ছালাত ছিল?

-আরিফুল ইসলাম
খেজুরতলা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ নবুঅত লাভের পর থেকে মি'রাজের রাত্রি পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক কত ওয়াক্ত ও কত রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, তার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে মুক্বাতিল (রহঃ) সূরা মুমিনের ৫৫নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, ঐ সময়ে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে দুই ওয়াক্তে দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করা হ'ত' *(মুখতাছার সীরাতুর রাসূল, পৃঃ ১১৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৭৬; আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০০, প্রশ্নোত্তর ১৮/২৫৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' প্রাপ্ত হয়েছিলেন রামাযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার শবেকদরে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন মোতাবেক ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬)*।

মি'রাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছয় ধরনের মতভেদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সূরা ইসরার বর্ণনাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নবুঅতের দশম বৎসরের পরে তথা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে। কারণ খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নবুঅতের দশম বছরে রামাযান মাসে। আর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত খাদীজার মৃত্যুর পূর্বে ফরয হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, নবুঅত প্রাপ্তির দশ বৎসরের অনধিক পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৩৭)*। 'মুখতাছার সীরাতুর রাসূল'-এর একটি বর্ণনায় ধারণা করা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়েও অনুরূপ দুই ওয়াক্ত ছালাত ছিল *(ঐ, পৃঃ ১২০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪)ঃ পুত্র বা কন্যা সন্তান হ'লে আযান ও ইক্বামত কতবার এবং কোথায় দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ কাওছার আলী
আটুলিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে কেবলমাত্র আযান শুনাতে হবে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৭৩, ৪/৪০০ পৃঃ)*। ডান কানে আযান ও বাম কানে এক্বামত শুনানোর হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ঐ, হা/১১৭৪; আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০০, প্রশ্ন নং ১/১৮১)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫)ঃ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩টি পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষার ফি-এর অবশিষ্ট টাকা সমস্ত শিক্ষক ভাগ করে নেয়। এছাড়া সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তির একটি অংশ টিউশন ফি বাবদ প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে জমা হয়। ঐ টাকাও শিক্ষকগণ ভাগ করে নেন। এরূপ টাকা নেয়া হালাল না হারাম।

-আব্দুছ ছবুর
চান্দা সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি যদি উক্ত টাকা শিক্ষকদের মাঝে বন্টনের বিষয়টি অনুমোদন করে, তবে তা নেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। অনুরূপভাবে ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত উপবৃত্তির টাকা থেকে যদি সরকার কিছু অংশ শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ করে থাকেন, তবে সেটাও নেওয়া জায়েয হবে, নইলে নয়।

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬)ঃ খাদীজা (রাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা এবং জিবরীল (আঃ) কি সালাম জানিয়েছিলেন?

-মুহাম্মাদ শাব্বির আহমাদ
পশ্চিম ভাটপাড়া, নন্দনগাছী
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! খাদীজা একটি পাত্রসহ আসছেন, যাতে তরকারী ও খাদ্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার নিকটে পৌঁছবেন, তখন তাঁকে তাঁর প্রভু আল্লাহ ও আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং জান্নাতে এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দিবেন যেখানে কোন হৈ-হুল্লোড় বা কষ্ট নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২৫ 'রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭)ঃ আমরা জানতাম ছালাতের নিয়ত করা ফরয। কিন্তু কুয়েতে এসে শুনি এটি বিদ'আত। 'আত-তাহরীক'-এর মাধ্যমে এর সঠিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-সার্জেন্ট আব্দুস সালাম
পুরাতন খাইতান, কুয়েত।

উত্তরঃ নিয়ত করা ফরয। কিন্তু নিয়ত পড়া বিদ'আত। 'নিয়ত' শব্দের অর্থ হৃদয়ের সংকল্প। ছালাতের জন্য মনে মনে সংকল্প করাই যথেষ্ট। বিভিন্ন পুস্তিকায় ছালাতের জন্য যে গৎবাঁধা নিয়ত সমূহ লিপিবদ্ধ আছে, তা কুরআন বা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো, যেখানে আমাদের নির্দেশ নেই, সেটা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/১০৯২)*। বিশিষ্ট হানাফী আলেম মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) মুখে নিয়ত পাঠ করাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মিরক্বাত শরহে মিশকাত (দিল্লী ছাপাঃ) ১/৪০-৪১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৪ টীকা-৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮)ঃ কোন অপরাধ করার কারণে পিতা পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর পিতার মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্র পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে পিতা তাকে ক্ষমা করেননি। এক্ষণে পুত্র পিতার অসন্তুষ্টিতে জান্নাত পাবে না বলে প্রত্যহ পিতার কবরের কাছে গিয়ে ক্রন্দন করে এবং ক্ষমা চায়। এমতাবস্থায় পুত্র কি ক্ষমা পাবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হযরতুল্লাহ মিয়াঁ
যোগীশো, লালপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতা-মাতার নাফরমানী করা এবং তাদের অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কাবীরা গুনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখা মহান আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট রাখার পূর্বশর্ত *(তিরমিযী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৯২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'সদাচরণ' অনুচ্ছেদ)*। সেকারণ সকলকে সর্বদা পিতা-মাতার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রেখে চলতে হবে।

পিতা ও পুত্রের মাঝে যে মনোমালিন্য হয়েছিল, সেগুলি শরী'আতের দৃষ্টিতে সমাধান করে পুত্র যদি কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতার নিকটে ক্ষমা চেয়ে থাকে, তাহ'লে ক্ষমা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি সেখানে হক্কুল ইবাদ নষ্ট না হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অবশ্যই বান্দা যখন নিজ গুনাহকে স্বীকার করার পর তওবা করে, তখন আল্লাহ তা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২/৭২১ পৃঃ, হা/২৩৩০)*। অতএব, এখন তার কর্তব্য হ'ল পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা এবং কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

উল্লেখ্য যে, পিতার কবরে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তুমি কবরবাসীকে কিছু শুনাতে পারো না' *(নামল ৮০, রূম ৫২)*। স্রেফ আল্লাহ্‌র নিকটেই ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯)ঃ জন্মের সময় ঈসা (আঃ) ব্যতীত কোন বনু আদমই শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি পায় না। আর এটি তাঁর নানীর দো'আর বরকতে হয়েছিল। একথা যদি সঠিক হয়, তবে কি আমাদের নবীর সম্মানের হানি হয়নি?

-আব্দুল্লাহ
জলডোহরী, ঝালকাঠি।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) ব্যতীত সকল বনু আদমের জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯)*। ঈসা (আঃ)-এর নানী ইমরানের স্ত্রী হান্নার দো'আর কারণে শয়তান তাঁকে স্পর্শ করেনি কথাটি সঠিক *(ইবনু কাছীর, সূরা মারিয়াম ৩৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

তবে এর দ্বারা আমাদের নবীর মর্যাদার হানি হয়নি। কেননা আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর বহু ফযীলত ও মু'জেযা রয়েছে, যা অন্যান্য নবীগণের নেই। একথা আবশ্যিক নয় যে, সকল নবীর সকল বৈশিষ্ট্য শ্রেষ্ঠ নবীর মধ্যে থাকতে হবে।

বরং অন্য নবীর মধ্যেও কিছু কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তার দ্বারা শ্রেষ্ঠ নবীর সর্বোচ্চ মর্যাদার হানি হয় না *(মির'আত ১/১৪৮)*। উল্লেখ্য যে, আমাদের নবীও শয়তানের স্পর্শ থেকে নিরাপদ ছিলেন এবং তাঁকে কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণের প্ররোচনা দেওয়া হ'ত না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০)ঃ জুম'আর দিনে সূরা 'কাহ্ফ' তেলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটির ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

-আবদুল গণী
টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ শুধু জুম'আর দিনের সাথে খাছ করা বিদ'আত। বরং যেকোন দিন যেকোন সময় সূরা কাহ্ফ পড়া যাবে। সূরা কাহ্ফের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটি ছহীহ। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করছিল। পাশেই তার দু'টি ঘোড়া বাঁধা ছিল। তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড মেঘের আকৃতিতে ফেরেশতাগণ তাকে আচ্ছাদিত করে নিল। এমনকি তারা আরো নিকটবর্তী হ'তে লাগল। তখন তার ঘোড়া দু'টি লাফাতে থাকে। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটা রহমত, যা কুরআনের কারণে নেমে এসেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত করবে, তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে নিরাপদে রাখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬)*। তবে হাদীছে জুম'আর কথা নেই। সেকারণ যেকোন সময়ের জন্য উক্ত ফযীলত প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১)ঃ জনৈক আহলেহাদীছ ইমামকে দেখলাম নতুন দোকানঘর উদ্বোধন করতে গিয়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরা পাঠ শেষে দরূদ পড়লেন এবং হাত তুলে দো'আ করলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি খাছ দো'আর অন্তর্ভুক্ত। নতুন দোকানঘর বা নতুন বাড়ী এভাবে উদ্বোধন করা যায় কি?

-মুঈনুদ্দীন
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নতুন বাড়ী বা নতুন দোকানঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা শরী'আত সম্মত নয়। এটি একটি বিদ'আতী রেওয়াজ মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন আমল করে, যার উপর আমার নির্দেশ নেই তাহ'লে তা পরিত্যাজ্য' *(বুখারী হা/১০৯২)*। তবে শয়তানের ক্ষতি হ'তে বাঁচার জন্য যেকোন সময় সাধারণভাবে সূরা বাক্বারাহ বা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের বাড়ীকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান এমন বাড়ীতে থাকে না যে বাড়ীতে সূরা বাক্বারাহ পড়া হয়' *(মুসলিম, মিশকাত ২১১৯)*। অন্য বর্ণনায় সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াতের কথা বলা হয়েছে *(মিশকাত হা/২১৪৫)*। উল্লেখ্য যে, নতুন বাড়ী উদ্বোধনের জন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান করার বিধান শরী'আতে নেই। মীলাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা ওটা নিজেই একটি বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২)ঃ ছালাত রত অবস্থায় সিজদা দেওয়ার সময় এক পা নড়বে, না কি দুই পা? এক পা হ'লে কোন পা নড়বে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মতীউর রহমান
পবাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সিজদার সময় দুই পা-ই নড়বে। কেননা সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে হয়। যার দু'অঙ্গ হচ্ছে দু'পা এবং পা দু'টি সিজদার সময় একসঙ্গে মিলে আংগুলগুলি ক্বিলামুখী থাকবে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬৫৪, ১/৩২৮ পৃঃ; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১২৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সিজদার সময় পা দু'টি নিজ স্থান থেকে সরে গিয়ে একত্রিতভাবে খাড়া থাকবে। উল্লেখ্য, ডান পা নড়বেনা মর্মে প্রচলিত কথাটি বানাওয়াট।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩)ঃ আয়াতুল কুরসীসহ ফরয ছালাত শেষে যে সমস্ত দো'আ পড়ার কথা হাদীছে রয়েছে, সেগুলি কি সুন্নাত ছালাতের পরও পড়া যাবে?

-আবদুল ওয়াজেদ
টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ সুন্নাত বা নফল ছালাত শেষেও উপরোক্ত দো'আ ও তাসবীহ সমূহ পড়া যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৫, ৯৬৭)*। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নির্দেশ করলেন যে, আমি যেন প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা নাস ও ফালাক্ব পাঠ করি' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত তাকে জান্নাতে যাওয়া থেকে কোন কিছুই রুখতে পারবে না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৯৭৪)*। উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীছের শেষাংশ যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৩০৮ পৃঃ ২নং টীকা; নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় না করলে ছালাত হবে কি?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় না করলে ছালাত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'সে সকল ছালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী' *(মাঊন ৫-৬)*। সঠিকভাবে রুকূ-সিজদা না করায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে তিনবার বলেন, 'তুমি পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯০)*।

অন্য বর্ণনায় এমন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছালাত চোর' ও 'নিকৃষ্টতম চোর' বলেছেন *(আহমাদ, হাকেম, মুওয়াত্ত্বা হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৮৫, ৮৮৬ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫)ঃ মানুষ অনেক সময় আল্লাহ্র নামে কসম করে বলে, অমুক অমুকের সাথে কথা বলব না। কিংবা অমুক কাজ করব না। পরে কসমের প্রতি দৃঢ় থাকতে ব্যর্থ হয় এবং তা করে ফেলে। এতে কি কোন কাফফারা দিতে হবে?

-আমেনা বেগম
খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তরঃ অনর্থক কসম করলে অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ব্যাপারে কসম করা অথবা সত্য মনে করে কসম করা, কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়, এসব কসমের ক্ষেত্রে কাফফারা লাগবে না। তবে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে যদি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে কসম করা হয় এবং পরে তা ভঙ্গ করে, সেক্ষেত্রে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না। তবে যে কসম দৃঢ়ভাবে করা হয়, তার জন্য ধরবেন। এর কাফফারা এই যে, দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে, অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য না রাখে, সে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬)ঃ সূরা ফাতিহা পড়ার সময় বিসমিল্লাহ সরবে না নীরবে পড়বে?

-আব্দুল কুদ্দুস
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' নীরবে পড়বে। চার খলীফা এবং ছাহাবীগণ নীরবে পড়তেন *(যাদুল মা'আদ ১/২০০ পৃঃ)*। সরবে পড়ার হাদীছগুলি যঈফ *(হাইয়াতু কেবারিল ওলামা ১/২৩৮ পৃঃ)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এবং আবুবকর ও ওমর (রাঃ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা ছালাত শুরু করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৪, বুখারী, 'ছালাত' অধ্যায় 'তাকবীরের পর কি পড়তে হবে' অনুচ্ছেদ, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৯-৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭)ঃ ছালাত আদায়কালে মহিলারা চুল বেঁধে রাখবে না ছেড়ে দিবে? তাদের চুলের ১টি বা ৩টি বেনী বাঁধার ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

-তাওহীদুয যামান
দঃ ভাদিয়ালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অন্য সময়ের ন্যায় ছালাত আদায়কালেও মেয়েরা তাদের চুল পিছনে বেনী বা খোঁপাবদ্ধ করে রাখবে। এটা মেয়েদের পর্দা রক্ষা এবং ছালাতে খুশূ-খুযু বজায় রাখার সহায়ক। তবে তাদের খোঁপা উটের কুঁজের মত (كأسنة البخت) করে মাথার উপরে বাঁধা যাবে না। যেমনভাবে প্রাচীন যুগে মিসরীয় নারীরা বাঁধতো। পর পুরুষকে আকৃষ্টকারী এই সব মহিলারা জাহান্নামী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায় 'যেসব অপরাধের দণ্ড নেই' অনুচ্ছেদ; মিরক্বাত ৭/৯৬)*। ছালাত বা ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় মেয়েদের জন্য এটা নিষিদ্ধ।

এক্ষণে 'ছালাতের সময় মুছল্লী তার ৭টি অঙ্গের উপরে সিজদা করবে (কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের মাথা)' মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে যে বলা হয়েছে, وَلا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلا الشَّعْرَ 'এবং আমরা যেন সিজদাকালে আমাদের কাপড় ও চুল গুটিয়ে না নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৮২৭ 'সিজদা ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ৩/১২২ পৃঃ)*। উক্ত বিষয়টি পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা না জানার কারণে অনেক পুরুষ মুছল্লী ছালাতের সময়ে তাদের মাথার চুল বেঁধে নিতেন। একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) জনৈক বদরী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রাঃ)-এর চুল খুলে দেন *(আহমাদ, মুসলিম প্রভৃতি)*। অনুরূপভাবে ছাহাবী আবু রাফে' (রাঃ) হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর মাথার চুল খুলে দেন *(ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮৬১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৪৬)*। ইমাম শাওকানী উপরোক্ত হাদীছ দু'টির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر 'হাদীছ দু'টি পুরুষের জন্য চুল বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায় করা মকরূহ সাব্যস্ত করে'।

হাফেয ইরাকী বলেন, 'এটি পুরুষের জন্য খাছ, মেয়েদের জন্য নয়। কেননা তাদের চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা ছালাত অবস্থায় ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যদি সে বেনী বা খোঁপা খুলে দেয় এবং চুল ছড়িয়ে পড়ে ও তা বেরিয়ে যায়, তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়াও খোঁপা বা বেনী খোলার মধ্যে তার জন্য বাড়তি কষ্ট বা ঝামেলা রয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েদেরকে ফরয গোসলের মত গুরুত্বপূর্ণ সময়েও খোঁপা বা বেনী না খোলার অনুমতি দিয়েছেন' *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৬-২৩৭ 'পুরুষের জন্য চুল বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। শায়খ আলবানী বলেন, ويبدو أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء 'এটা প্রকাশ্য যে, সিজদাকালে চুল খুলে দেওয়ার নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়' *(ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১২৫)*। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, পুরুষের জন্য মাথার চুল বাঁধা কেবল ছালাতের সময় নয় বরং সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী বলেন, এভাবেই ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য বিদ্বানগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই সঠিক' *(মির'আত ৩/২০৭, হা/৮৯৪-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮)ঃ নৌকায় ছালাত আদায় করলে বসে না দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে?

-মুফাযযাল
বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর ও
আহসানুল হক, প্রভাষক, পৌর কলেজ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করবে। তবে

দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে বসে ছালাত আদায় করবে *(নায়ল ৪/১১২-১৩, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯)ঃ আপন বোনের মেয়ের মেয়েকে অর্থাৎ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা শরী'আতে জায়েয আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন। এ ধরনের বিবাহ হয়ে গেলে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন
ভাংড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আপন বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম। কেননা তারা নিজ নাতনীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজের মেয়ে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন *(নিসা ২৩)*। আলোচ্য আয়াতে মেয়ে বলতে নিজের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে (নাতনী), তার মেয়ে এরূপ যত নীচে যাবে সবাই উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। অনুরূপভাবে বোনের মেয়ে, তার মেয়ে (নাতনী), তার মেয়ে, এভাবে নিম্নস্তর পর্যন্ত উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এধরনের বিবাহ শরী'আতে হারাম। এ ধরনের বিবাহ সম্পন্ন হ'লে তাদের দু'জনকে অনতিবিলম্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। তবে এ বিচ্ছেদের জন্য কোন তালাকের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, আপন বোনের নাতনী ও বিমাতা বোনের নাতনীর জন্য একই হুকুম *(যাদুল মা'আদ ৫/১০৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০)ঃ কারো বাগানের ফল ঝরে পড়লে তা কুড়িয়ে খাওয়া যায় কি?

-আমীন আলী
হাজীটোলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ক্ষুধা নিবারণের জন্য কুড়ানো ফল খাওয়া জায়েয আছে। এমনকি ছিঁড়ে খাওয়াও জায়েয। নবী করীম (ছাঃ)-কে গাছে ঝুলন্ত খেজুর খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, যদি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল প্রয়োজন মিটানোর জন্য খায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১২৩৫ 'চুরির শাস্তি' অধ্যায়)। দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯, প্রশ্নোত্তর ২১/১৭১।*

বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন ২০০৪

তারিখঃ ২২, ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর
রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থানঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সম্মেলনে যোগ দিন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ গড়ার শপথ নিন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (বিমান বন্দর রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬০৫২৫।

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ দখল

গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা যেলার শ্যামনগর উপযেলাধীন চরের বিল গ্রামের আহলেহাদীছ জামে মসজিদটি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত হানাফী মাযহাবধারী কিছু লোক সন্ত্রাসী কায়দায় মসজিদে অবস্থানরত আহলেহাদীছ মুছল্লীদের উপর লাঠি-সোটা নিয়ে হামলা চালিয়ে তাদেরকে বের করে দিয়ে মসজিদটি দখল করে নেয়। এই সময় মীযানুর রহমান নামক জনৈক আহলেহাদীছ মুছল্লী গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে খুলনায় ২৫০ বেড হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা সংখ্যালঘু আহলেহাদীছ মুছল্লীদেরকে নিয়মিতভাবে হুমকি দিয়ে চলেছে *(দ্রষ্টব্যঃ সাতক্ষীরা, দৈনিক পত্রদূত ২৪ জুলাই '০৪ শনিবার ১ম পৃঃ ৫-৬ কলাম, শ্যামনগর প্রতিনিধি প্রেরিত রিপোর্ট)*।

উক্ত ন্যাক্কারজনক ঘটনা জানতে পেরে সাতক্ষীরা যেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থল সফর করেন এবং সরেযমীনে তদন্ত শেষে পত্রিকায় যে বিবৃতি দেন, তার শেষাংশ নিম্নরূপঃ

তদন্তকালে আহতরা যেলা নেতৃবৃন্দকে বলেন, শ্যামনগর উপযেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবদুল বারীর নির্দেশে সন্ত্রাসীরা মসজিদে হামলা চালিয়ে মুছল্লীদের আহত করে মসজিদ দখলের পাঁয়তারা চালিয়েছে। এমনকি তিনি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন মীযানুর রহমানকে হুমকি প্রদান করেছেন এবং তারই চাপে ও ক্ষমতার দাপটে রক্তাক্ত মুছল্লীদের দেওয়া এজাহার পর্যন্ত থানা পুলিশ রেকর্ড করেনি' *(দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক পত্রদূত ২৬ জুলাই '০৪ ১ম পৃঃ ৮ম কলাম ও শেষ পৃঃ ৫ম কলাম)*।

মন্তব্যঃ *এভাবে দেশের যেখানেই আল্লাহ্র মোখলেছ বান্দারা প্রচলিত মাযহাবী আমল ছেড়ে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হচ্ছেন, সেখানেই স্বার্থান্ধ রেওয়াজ পন্থীরা নামধারী কিছু ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে তাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে ও মসজিদ দখলের পাঁয়তারা করছে। ইতিমধ্যে সিলেট ও ফরিদপুরে এরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু জন প্রতিনিধি হবার দাবীদারগণ যখন এইসব নোংরামিতে অংশ নেন, তখন আর বলার কিছু থাকে না। আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, যদি এভাবে আহলেহাদীছদের উপরে যুলুম অব্যাহত থাকে, তাহ'লে এ দেশের অন্যূন আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনগণ তাদের ভোটের অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হবে (স.স)।*